বিদ্যাপতি।

Bidyapati

রাধাকৃষ্ণ-লীলা

পদাবলী।

মহাকাব্য।

মহাকবি-বিদ্যাপতি-কৃত।

ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত।

Panchanan Bhattacharyya Tarkaratna

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট্ বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

সূচীপত্র।

—:•:—

শ্রীরাধার রূপ	১
শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি	৪
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	১২
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ	২৯
দূতী-সংবাদ ও সখী-শিক্ষা	৩৬
প্রথম মিলন	৪৬
অভিসার	৬৭
বসন্ত-লীলা	৭০
মান	৭৯
মানান্তে মিলন ও প্রেম-বৈচিত্র্য	৯৭
ভাবী বিরহ	১২৩
বর্ত্তমান বিরহ বা মাথুর	১২৬
ভাব-সম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন	১৬৭
আত্ম-নিবেদন	১৭৫
পরিশিষ্ট	১৭৮

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪৭	৫	মোতি-মহারা	মোতিম-হারা
৬৩	১৮	বনমালী	বনয়ারী
৭৩	১৬	পতি, রাজ পুনরুক্ত ; অর্থ ঋতুপতি বা ঋতু-রাজ	পতি, রাজ পুনরুক্ত-বদাভাস, অর্থ ঋতুপতি বসন্তস্বরূপ রাজা।
৯৬	১৫	লখিমী—লক্ষ্মী। লখি—লক্ষ্য করি। লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী	লখিমী—লক্ষ্মী ; লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী। লখি—লক্ষ্য করি।
১০০	২	দূরেক কলস	কনক কলস
১১৪	৪	হাস	হাম

পতিতাক্ষর।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৭	৩	বিধি বড় দারু	বিধি বড় দারুণ
৫১	১	ি বিদ্যা	কবি বিদ্যা
,,	২	জা	রাজা
১০৫	১	পু॰ অমু	পুন অমু
১৩১	৪	গণমু পরি	গণমু ইহ পরি

বিদ্যাপতি।

শ্রীরাধার রূপ।

ধানশী।

মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে।
কতনা যতনে বিধি আনি মিলায়ল
দেখলু নয়ান স্বরূপে॥

পুহপ শয়নময় অরুণ নলিন-যূথি,
চম্পক পঙ্কজ-পাঁতি।
কিংশুক বান্ধুলি প'টল তিলফুল—
মাতল অলিকুলভাতি।
উছল যমুনা কিনারই।
তাপর রাধা মাধব বিহরই।
কো তহি যমুনা— কো পুন মাধব?
কো ফুল শেজ—কো রাই?
যেই যেই হাম বুঝই ন পারনু
কো কহ ইহ সমুঝাই।
হরি হরি! চললহুঁ বিদ্যাপতি-পদ
সো সমুঝায়ই পার।
রাই-রসিকবর— ভাব-বিভঙ্গিম
সো সব জানই সার।
সো বিদ্যাপতি মূঢ় হামারি মতি
কিয়ে সমুঝব তছু ভাখী?
পঞ্চানন-বল রাই-কিষণ সোই
তছু মঝু অন্তর সাখী।

সুন্দরীর রূপ বিষয়ে কি কহিব? কতনা—কত। মিলায়ল—মিলাইল।

পদ্মবরাজ-চরণ যুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক-কদলী পর সিংহস মাহল
তা পর মেরু সমানে॥
মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল
নাল বিনা রুচি পায়।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঞি নাহি কমল শুকায়॥
অধর-বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবিশশী উভয় পাশ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস॥
সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন
সারঙ্গ তনু সমধানে।

দেখলু—দেখিলাম। নয়ান স্বরূপে—প্রত্যক্ষে। গজরাজক—গজরাজের বা গজরাজকে ; ক—ষষ্ঠীবিভক্তি বা দ্বিতীয়াবিভক্তি। ভানে—অনুকরণে; অথবা ভানে—স্মরণ করাইতেছে, গজরাজকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। কনক-কদলী, উরুদ্বয়। সিংহস—সিংহসূস (প্রা), সিংহের। মাহল—মধ্যস্থল, মধ্যম অঙ্গ, কটি। "সিংহ সমাহল ; সমাহল—সমাহিত বা স্থাপিত করিল।" (কাব্যবিশারদ)। তা পর—তাহার উপর। সমানে—সমন্বয়ন, মিলন বা সমানয়ন, আনয়ন করিয়াছে। মেরু—বক্ষঃস্থল। কমল ফুলাএল—পদ্মফুল ধরাইয়াছে, মেরু নিজের উপর কমলকোরকোদ্গম করাইয়াছে। রুচি—শোভা। বহু—প্রবাহিত হয়। সুরসরি—সুরসরিৎ গঙ্গা। গঙ্গাজলধারাই মণিময় হার রূপে প্রবাহিত। বীজু—বীজ রবি শশী—কপোলদ্বয়। রাহু—কেশপাশ। রহু—রহে। গরাস—গ্রাস সারঙ্গ—কোকিল। বাক্য কোকিলস্বরের ন্যায় সুমধুর। জনু—যেন

সারঙ্গ উপরে তনু দশ সারঙ্গ*
কেলি করই মধুপানে ॥
ভণতি বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
এহন জগৎ নহি আনে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে ॥ ১

সারঙ্গ—হরিণ। সারঙ্গ—ধনু অথবা কামদেব। তনু—তাহার। সমধানে—সন্ধানে। নয়ন হরিণের ন্যায়, সেই হরিণের প্রতি শর সন্ধানের জন্য যেন ধনু সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই ধনু হইল, ভ্রূ। অথবা সেই নয়নের সন্ধানে কিনা কটাক্ষে কামদেব অবস্থিত। সারঙ্গ—কমল, অর্থাৎ মুখ। দশ সারঙ্গ—দশ ভ্রমর অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়, পক্ষ্মচতুষ্টয়, তারাদ্বয়, অলকদামদ্বয়। সারঙ্গ শব্দের নানা অর্থ। এহন—এমন। ভণতি—কহে। বিদ্যাপতি নায়কভাবে বর্ণনাকারিণী দূতীকে বলিতেছেন, হে বরযুবতি! তাহাকে আনিতে পারে, জগতে এমন কেহ নাই। বিদ্যাপতি কখন নায়কভাবে, কখন দূতীভাবে বা সখীভাবে অনেক কথা বলিয়াছেন। অথবা আনে—অন্যত্র বা অন্য। জগতে এমন রূপ অন্যত্র নাই, অথবা এমন সুন্দরী আর নাই। পরমাণে—প্রমাণ, সাক্ষী ॥ ১

---

* দশ সারঙ্গ—পাঁচাম্বর। দুই ভ্রমর—চক্ষুদ্বয়।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি।

তিরোতা।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।
সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরীসম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখলু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥

দুহুঁ—দুই। মিলি গেল—মিলিত হইল। শ্রবণক কর্ণের। লোচন—দৃষ্টি। নেল—লইল, আশ্রয় করিল। কটাক্ষ আরম্ভ হইল। চাতুরি—চতুরতা। লহু লহু—লঘু লঘু, ঈষৎ ঈষৎ। ধরণীয়ে—ধরণীতে। করত করিতে লাগিল। পরকাশ—প্রকাশ। কিশোরী নিজেই চন্দ্রের ন্যায় শোভাময়ী হইল কিনা। অথবা কিশোরীর ঈষৎ হাস্যই পৃথিবীতে চন্দ্র-প্রকাশ করিতে লাগিল। ঈষৎ-হাস্য চন্দ্রিকাস্বরূপ হওয়াতেই কিশোরীর মুখ-মণ্ডলই প্রকৃত চন্দ্র বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। লেই—লইয়া। সিঙ্গার, শৃঙ্গার—বেশবিন্যাস। পুছই—পুছে, জিজ্ঞাসা করে। কৈছে—কিরূপ। নিরজনে—নির্জ্জনে। হেরই—দেখে। বেরি—বার। হসেত—হাস্য করে। পহিল—প্রথমে। বদরীকুল। পুনঃ—পরে নবরঙ্গ নাগরঙ্গ, লেবু বিশেষ। আগোরল—অধিকার করিল। ভেলা—হইল। অগোয়ানি—

বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
তুহুঁ একযোগ ইহ কো কহে সেয়ানী ॥ ২

ধানশী।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই ॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস ॥
চৌওকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥ ৩

অজ্ঞানী, অজ্ঞান। ইহ—ইহাকে। সেয়ানী—সেয়ানা, চতুর। তুমি অজ্ঞান, তাই শৈশব যৌবনের মিলন বলিতেছ, কিন্তু কোন্ চতুর ব্যক্তি এ অবস্থাকে এক-যোগ বলিবে? এ যে নব-যৌবন। ॥ ২

অনুসরই—অনুসরণ করে অর্থাৎ কটাক্ষ হয়। দশন-ছটাছট—দশন-কান্তিবিশিষ্ট; উচ্চহাস্য। করু—করে। চৌওকি—চমকি, শীঘ্র। চলু—চলে। পহিল—প্রথম। অনুবন্ধ—সম্বন্ধ। হৃদয়জ—স্তন। মুকুলি—মুকুল, কোরক। হোয়—হয়। আঁচর—অঞ্চল। ভোর—বিহ্বল, ভোলা, ভুলিয়া যায়। ভেট—সাক্ষাৎকার। জ্যেঠ কনেঠ—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। লখই—লক্ষ্য করিতে, বুঝিতে। ৩

তিরোতা-ধানশী

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল নালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥ ৪

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥

কবহুঁ—কথন। বিথারি—বিস্তারিত করে, আলুলায়িত রাখে। ঝাঁপয়ে—আবৃত করে। উঘারি, উদ্ঘাটিত, অনাবৃত রাখে। থির—স্থির। কছু—কিছু। উরজ-উদয়-থল—উরোজ-উদ্গমস্থলে। নালিম—রক্ত আভা। চিত—চিত্ত। চঞ্চল ভাণ—চঞ্চলরূপে প্রতীয়মান। চরণ চাপল্য শৈশবের চিহ্ন, চিত্তচাঞ্চল্য যৌবনের চিহ্ন। মদন জাগিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার নয়ন মুদ্রিত আছে; প্রবল প্রতাপ হয় নাই। তা হউক, হে বর কানাই! বিদ্যাপতির কথা শুন, ধৈর্য্য ধর, রাইকে আনিয়া মিলাইব॥ ৪

খেলা করিতেছে, করিতে করিতে আর খেলে না। লোক দেখিলেই লজ্জিত হয়। সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া চাহিয়া দেখে, আবার তখনই

মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচনযুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে॥ ৫

ধানশী।

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে॥
বালাজন সঞে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥

দৃষ্টি নত করে। সুরঙ্গ—হিঙ্গুলবর্ণ। কমলের সঙ্গে বাঁধুলি ফুল ফুটিয়াছে। কমল, মুখ। বাঁধুলি ফুল, অধর। বাঁধুলি ফুল রক্তবর্ণ। মধুমত্ত বলিয়া কেমন উড়িতে পারিতেছে না। ভাঙক—ভ্রূর। যেন কাজলে সাজিয়াছে মদনধনু। দোতিক—দূতীর। বিকশল—প্রফুল্ল, হর্ষস্ফীত হইল। বুঝি আর তাহা ধরা যায় না, অর্থাৎ ধারণের অনুপযুক্ত বিপুল পরিমাণ যেন হইল॥ ৫

বেকত—ব্যক্ত, অনাবৃত। ঝাঁপয়ে—ঢাকে, আবৃত করে। অনাবৃত অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিতেও লজ্জিত হয়। সঞে—সঙ্গে, সহিত। যব—যখন। রহই—রহে, থাকে। যখন বালিকাদিগের সঙ্গে থাকে। পাই—পাইয়াবা পায়। তহি—তখন, তথায় বা সেইজন্য। যুবতী দেখিয়া, বালিকারা পরিহাস করে। ভেটনু—সাক্ষাৎ করিলাম।

কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা-চরিত রসিক জন জানে॥ ৬

ধানশী।

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥
কি কহব মাধব বয়সকি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥

আনত—অন্যত্র। হেরি—দৃষ্টিপাত করিয়া। ততহি—তাহাতে। কাণ দেয়॥ ৬

উতপতি-অঙ্কুর—উৎপত্তি-অঙ্কুর, (উৎপত্তি—অন্তর্ভূতগর্ভ, উৎপাদন, জননযোগ্যতা, তাহার অঙ্কুর) যৌবনের সঞ্চার কিছু কিছু হইয়াছে। এ অর্থ কষ্টকল্পিত। উতপতি অঙ্কুর—(যৌবন তরুর) অঙ্কুরের উৎপত্তি। এ অর্থেও টানাটানি। উতপতি—উত্তপ্তি উত্তাপ। উত্তাপের অঙ্কুর, কাম-তাপের সঞ্চার। এ অর্থও ত তথৈবচ। এখন ইহার মধ্যে যেটী মনে লয়, তাহাই গ্রহণ কর। তবে ‘উতপতি’ অর্থে রতিপতি হইলে, বড়ই সুন্দর হয়, কেমন না? রতিপতি-অঙ্কুর—কামসঞ্চার। লোচন, চরণের চঞ্চল গতি গ্রহণ করিল। পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে। বাত—বার্ত্তা, কথা। তইও—তথাপি। রোয়ল—রোপিল। উচল—উচ্চ। ঠাম—সংস্থান, গঠন। এখানে

শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈছে কুরঙ্গিনী শুনই সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি॥ ৭

ধানশী।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ-চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥

সন্ধি শব্দে শ্লেষ আছে। সন্ধি শব্দের এক অর্থ মিলন, অন্য অর্থ গহ্বর, গিরি-সঙ্কট বা গর্ত্ত। তার বয়সের সন্ধি (মিলন) বড়ই অদ্ভুত। সে সন্ধিতে (গহ্বরে) প্রবেশ না করিয়াও কেবল দর্শনমাত্রেই মন্মথের মন বাঁধা পড়িয়াছে, আর বাহির হইবার উপায় নাই। অন্য সন্ধিতে প্রবেশ করিলে বাঁধা পড়া সম্ভব, এখানে দর্শনমাত্রেই: এ সন্ধির ইহাই অদ্ভুত শক্তি। মন্মথ (কাম) তথাপি, তার হৃদয়ে উচ্চ গঠনে ঘট রোপণ করিতেছে। একে গভীর সন্ধি, তাহাতে আবার উচ্চ করিয়া ঘটস্থাপন, মন যে কেমন করিয়া বাহির হইবে, কাম তাহা একবার ভাবিল না! তাই বলি, তার উপমা নাই। • থাপয়ে—স্থাপয়ে, স্থাপন করে। শুনই—শুনে। যৈছে—যেমন। কোই—কেহ। সো—সেই। তছু—তাহার। বিদ্যাপতি ভক্তভাবে কি নায়ক ভাবে আনন্দে বলিতেছেন, আমি ত শ্রীমতীর সেই শৈশব অর্থাৎ কৈশোর ছাড়িতে পারি না। অথবা, সো—তাহাকে। তাহরি শৈশব, তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছে না॥ ৭

করু—করিতে লাগিল। দূতক—দূতের। চক্ষু—অনুসন্ধান-পরায়ণ

অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥
হাম অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৮

তিরোতা-ধানশী।

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥
পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥

হইল। গোপত—গুপ্ত। অনুখণ—অনুক্ষণ, সর্ব্বদা। সগর—সকল। কহু—কহে। করু—করিয়া। মাথ—মাথা, মস্তক। কটির স্থূলতা নিতম্ব পাইল। অবধারলু—অবধারণ করাইলাম, জানাইলাম। অথবা, অবধারলু—স্থির করিয়াছি। তুহুঁ—তুমি। শুনই—শুনিয়া॥ ৮

ভৈ গেল—হইয়া গেল। পীন—বড। মাঝ—মধ্যদেশ, কটি। বাঢ়ায়ল—বাড়াইল। অবহি—এখন। দীঠ—দৃষ্টি। মদনের প্রভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইল, বুঝিবার ক্ষমতা অধিক হইল। অথবা মদন, তাহার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। কিংবা মদন তাহাকে অনেকের দৃষ্টিপাতের বিষয়ীভূত করিলেন। পীঠ দিল—পৃষ্ঠ দিল—পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, পলাইল। শৈশব-সম্বন্ধী সকল ভাবই ভীত হইয়া পলাইল। অনঙ্গও পীড়ন করিতে

সো পুন ভৈ গেল বীজকপোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখনু রমণী সন্ধান।
ঝাটসে ভেটনু করত সিনান॥
তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥ ৯

লাগিল। সো—ঐ স্তন। বীজকপোর—বীজপূর, গোঁড়ালেবু। শ্রীফল-জোর—বিল্বযুগ্ম। ঝাটসে—নিকুঞ্জ হইতে। ভেটনু—দেখিলাম। তনু—সূক্ষ্ম। শুক-বসন—বস্ত্রাঞ্চল। তনু—ক্ষুদ্র। হিয়—হিয়া, হৃদয়, বক্ষঃস্থল। লাগি—জন্য। শৈশবোচিত সূক্ষ্মবস্ত্রাঞ্চল বক্ষঃস্থলের জন্য ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে, আঁটিতেছে না। পীন স্তন ও বক্ষঃস্থলের প্রাশস্ত্য, এই অংশের ব্যঙ্গ্যার্থ। কেহ কেহ বলেন, সূক্ষ্ম অঞ্চল ও বসন শরীর ও হৃদয়ে লাগিয়া গিয়াছে। পুরুখ—পুরুষ। দেখত—দেখে। তাকর—তাহার। ভাগি—ভাগ্য। উরহি—উরঃস্থলে, বুকে। ঝাঁপল—আবৃত হইল। সুবর্ণময় শিব-লিঙ্গ স্তনের উপমান। বিলসই—ইচ্ছা করে॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

গেলি কামিনী গজবর-গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥

গেলি—গেল। বিহসি—হাসিয়া। পালটি—পাল্‌টে, ফিরিয়া। নেহারি—দেখিয়া। ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক। কুসুম-সায়ক—কাম। কুহকী—মায়াবতী। মায়াবতী কামিনী, ঐন্দ্রজালিক ও কামদেব দুইই হইলেন। আমাকে জড়ীভূত করা ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য। আর মনের ভাবান্তর করা কামদেবের কার্য্য। অথবা কুহকী—মুগ্ধকর। সুন্দরী ঐন্দ্রজালিক মদনেরও মোহকরী হইলেন। জোরি—জুড়িয়া, মিলিত করিয়া। মোরি—মৌলি, মস্তক। বেঢ়ল—বেড়িল। ততহি—তাহাতে। বয়ান—মুখ। সুছন্দ—সুশোভিত। সুন্দরী করযুগলে মস্তক বেষ্টন করিলেন, তাহাতে মুখের বড়ই শোভা হইল। যৈছে—যেরূপ, যেমন, যেন। চন্দ—চাঁদ। যেন কামদেব চম্পকদামে শরচ্চন্দ্রের পূজা করিলেন। উরহি—বক্ষঃস্থলে। ঝাঁপই—ঝাঁপিয়া, আবৃত করিয়া। হেরু—দেখে; দেখা যায়। জনু—যেন। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত। কয়ল—করল,

পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥ ১০

ধানশী।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল॥

করিল। বক্ষঃস্থলে চঞ্চল ভাবে অঞ্চল দেওয়াতে স্তনের অর্দ্ধভাগ দেখা গেল। বোধ হইল যেন সুমেরু-আচ্ছাদী শরৎকালীন মেঘ বায়ুচালিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বত অর্দ্ধ প্রকাশ করিল। টুটব—টুটিবে, ভাঙ্গিবে। ওর—সীমা। বিরহের সীমা ভাঙ্গিবে। যাবক—অলক্তক, আলতা। পাবক—অগ্নি। সুন্দরীর চরণালক্তক, হৃদয়স্থিত পাবকের ন্যায়, আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। থির—স্থির। হোয়—হয়। 'যুবতি' এই পদটী সখী-সম্বোধনে। মোয়—আমাকে। মিলব—মিলিবে। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নভাবে সখীকে বলিতেছেন যে, "আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না। কেননা, সেই পরম গুণমণি রমণী আর কি আমাকে মিলিবে, অর্থাৎ দেখিতে পাইব ?" ॥ ১০

অলখিতে—অলক্ষিতে। মোহে—আমাকে। বিহসলি—হাসিল। চান্দ-উজোরি—চান্দ—চন্দ্র, উজোরি উজ্জ্বলা ;—চন্দ্রোজ্জ্বলা। তাহার হাস্য, আমার পক্ষে অন্ধকার রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ের ন্যায় আনন্দজনক হইল,—

কাহার রমণী কোউহ জান।
আকুল করি গেও হমারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥
তৈ ভেল বেকত পয়োধরশোভা।
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন শর কাহেনা লাগ ॥ ১১

নৈরাশ্য স্থলে আশাসঞ্চার হইল। অথবা রমণী রজনী; হাস্য চন্দ্রিকা। মধুকর-ডম্বর—ভ্রমরপুঞ্জ। অম্বর—অম্বরে, আকাশে। (লুপ্ত সপ্তমী)। কুটিল কটাক্ষ শোভা পাইল, অমনি ইন্দীবর-বিকাশ ভ্রমে আকাশে ভ্রমর-নিকর উড়িতে লাগিল। "যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ। তাঁহি কমল পরকাশ।" ইত্যাদি পদে এই ভাব পরে পরিস্ফুট। অথবা অম্বর, মধুকর-ডম্বর অর্থাৎ ভ্রমরপুঞ্জ বিশিষ্ট হইল। ভ্রমরের সহিত কটাক্ষ উপমিত। (এই অর্থ কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পিত)। উহ—উহা। গেও—গেল। হামারি—আমার। কিয়ে—কেমন। বারি—বন্দী। (ভাবার্থ) আমার প্রতি দৃষ্টি-পাতে লীলা কমলে ভ্রমরকে কেমন বন্দী করিয়া চলিয়া গেল। লীলাকমল, চক্ষু; ভ্রমর, কৃষ্ণ। অথবা বারি—বারণ করিয়া। কেমন লীলা কমল দ্বারা ভ্রমর নিবারণ করত। চললি—চলিল, চলিয়া গেল। তৈ তহি—তাহে। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত। কনক কমলে মন মোহিত না হইবে কেন? অর্দ্ধ আবৃত, অর্দ্ধ অনাবৃত। আপনকি—আপনার। গোপত—গুপ্ত। কাহাকে না লাগে? ১১

ভাটিয়ার বা বেলবার।

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥
ধনি অলপ বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে আশা না পুরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা॥
গোরি কলেবর নূনা জনু
আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন কোণা॥
ঈষৎ হাসনি সনে মুঝে
হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১২

বেলি—বেলা। ভেলি—হইল। বিজুরি রেহা—বিদ্যুৎ রেখা। দ্বন্দ্ব—যুগ্ম। পসারিয়া—প্রসারিয়া, বিস্তার করিয়া। নবজলধর ও বিদ্যুৎরেখার মিলন সম্পন্ন করিয়া গেল। গোধূলি সময়ের অন্ধকার, নবজলধর ও নায়িকা বিদ্যুল্লেখা। অলপ—অল্প। পুহপ—পুষ্প। থোরি—অল্প। বাঢ়ল—বাড়িল। গোরি—গৌরবর্ণ। নূনা—ন্যূন, কৃশ। আঁচরে—অঞ্চলে। উজোর—উজ্জ্বল। যেন অঞ্চলাবৃত উজ্জ্বল স্বর্ণ। মাঝারি—মধ্যদেশ, কটী। খিনি—ক্ষীণ। দুলহ—দুর্লভ, লোচন-কোণা—কটাক্ষ। মুঝে—আমাকে। হানল—হানিল। রহু—থাকুন। পঞ্চগৌড়েশ্বর—শিবসিংহ॥ ১২

কামদ।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।

মেঘ-মালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর-ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥ ১৩

পেখন—প্রেক্ষণ, দেখা। সঞে—হইতে। দেই—দিয়া। আধ—অর্দ্ধ, ঈষৎ, অব্যক্ত। খসি—স্খলিত। হি, বাক্যালঙ্কার। নয়ানতরঙ্গ—কটাক্ষ। উরজ—স্তন। হেরি—দেখিলাম। আঁচর-ভরি, অঞ্চলপূর্ণ, অঞ্চলাবৃত। অর্দ্ধপয়োধর দেখা গেল এবং অর্দ্ধ, অঞ্চলাবৃত ছিল। তবধরি—তদবধি। দগধে—দগ্ধ করিতেছে। গোরা—গৌরবর্ণ। কটোরা—বাটী। কাঁচলা-উপাম—কাঁচুলির মত। কনক কটোরা—কুচদ্বয় (রূপক)। অতনু—মদন। তনু একে গৌরবর্ণ, তাহাতে আবার কনকময় কটোরা আরও উজ্জ্বলবর্ণ স্তনদ্বয়। তদুপরি মদন কাঁচুলি-সদৃশ। হরল—হরণ করিল। ঐছন—ঐরূপ। ফাঁস—ফাঁদ। পসারল—বিস্তৃত করিল। ঐরূপ বুঝিয়াই অর্থাৎ মনহরণ করিবে জানিয়াই কামদেব যেন ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন।

তিরোতা-ধানশী।

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি-হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা॥

পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। অধরু—অধরে। মিলায়ত—মিলাইয়া। কহতহি—কহিতেছে। অতরে—অন্তরে॥ ১৩

পেখনু—দেখিলাম; পেখলুঁ, পেখলু প্রভৃতিও হয়। উয়ল—উদিত হইল। হরিণী-হীন—কলঙ্কবিহীন। হিমধামা—হিমধাম, চন্দ্র। কনকলতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইল। দেহ কনকলতা ও মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। দউ—দ্বয়। ভাঙ—ভ্রূ। চকিত—চমকিত, চঞ্চল। জোর—যোড়া, দুইটী। কাজর—কাজল, কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ। পাশ—রজ্জু। তাঁহার ভ্রূ ভঙ্গি-বিলাসযুক্ত নয়ন-কমলদ্বয় অঞ্জনে রঞ্জিত। যেন বিধাতা চঞ্চল চকোরদ্বয়কে কজ্জল কৃষ্ণ পাশ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। গুরুয়া—গুরু, ভারি। গীম—গ্রীবা। গজমতি—গজমুক্তা। কম্বু—শঙ্খ। কনয়া—কনক, সুবর্ণ। ঢারত—ঢালিতেছে। গ্রীবা-বিলম্বিত গজমুক্তা-হার গিরিবরগুরু পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, যেন কামদেব শঙ্খ পূর্ণ করিয়া সুবর্ণময় শিবলিঙ্গের উপর গঙ্গা-জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। গ্রীবা, কম্বু; পয়োধর, সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ; গজমুক্তাহার, গঙ্গাজল-ধারা। পয়শি—জলে।

পয়সি প্রয়াগে যুগশত যাপই *
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী ॥ ১৪

ধানশী।

কিয়ে মম দিঠি পড়িল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দুয়নয়না ॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর ॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব ॥

যাপই—যাপন করিয়া। সো—(এখানে) তাহাকে। পাওয়ে—পায়। অথবা, সো—সে (সুন্দরী)। পাওয়ে—প্রাপ্যতে, প্রাপ্যা হয়। প্রয়াগজলে শতযুগ যাপনরূপ তপস্যা করিয়া বহু ভাগ্য সঞ্চয় করিলে সেই সুন্দরীকে পাওয়া যায় ॥ ১৪

কিয়ে—কি, কেন, কিরে। দিঠি—দৃষ্টিতে। নিমিখ—নিমিষ। দুয়নয়না—নয়নদ্বয়। আমার নেত্রদ্বয় নিমেষ মাত্র তাহাকে দেখিয়াছে, অধিক ক্ষণ দেখিতে পায় নাই। হায় তবে, সে কেন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল? অথবা, সেই বিধুমুখী আমার কি দৃষ্টিতেই পড়িয়াছে! আমার প্রতি নিমিষমাত্র, তাহার নেত্রদ্বয় চাহিয়াছিল। সেই অল্পবক্রদৃষ্টিই আমার কাল হইল। বঙ্ক—বাঁকা। থোর—অল্প। হোই—হইয়া। উপজল—উপজিল, উপস্থিত হইল। রহল—রহিল। লাগি—জন্য। মনোভব—

---

* যাগশত যাগই। পাঠান্তর। যাগশত যাগই—শত যজ্ঞ যজন করিয়া অর্থাৎ শত যজ্ঞ করিয়া অথবা শত যজ্ঞ দ্বারা দেবপূজা করিয়া।

আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ ॥ ১৫

তিরোতা-ধানশী

নবনু্এা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিম শশী ॥
অপরূপ-রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনী ধনী ॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি, তনু অতি কোমলিনী
কুচ-ছিরি-ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি ॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর ॥ ১৬

মণ্ডব। ঐছে—ঐরূপ। শুনইতে—শুনিতে। রাব—রব, কথা। চলইতে—চলিতে। জাব—যাব, যায়। আমি চলিতে চাহি, কিন্তু চরণ চলে না। তেজই—ত্যাগ করে। আশাপাশ—আশাবন্ধন ॥ ১৫

নবনু্এা-বদনী—নবনীত-বদনা, কোমল-মুখী। হসি—হাসি, হাসিয়া। কহসি—কহিতেছ। ভাব-বিহ্বল নায়ক পরোক্ষ-নায়িকাকে প্রত্যক্ষবৎ সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে নবনু্এা বদনী ধনী!' ইত্যাদি। আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, 'অপরূপ রূপ' ইত্যাদি। বরিখে—বরিষে, বর্ষণ করে। পুণিম—পূর্ণিমার। যেন শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্র সুধা বর্ষণ করিতেছে। মাঝারি—মধ্যদেশ। ছিরিফল—শ্রীফল। কটিদেশ ক্ষীণ, শরীরও অতিশয় কোমল, যেন কুচশ্রীফল-ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই উৎপ্রেক্ষা দ্বারা যুবতির লজ্জানম্র ভাব সূচিত হইয়াছে। ভুলল—ভুলিল, ভুলিয়াছে, ভুলিয়া আছে। গর গর অন্তর—সাত্ত্বিক-ভাব-পূর্ণ-চিত্ত ॥ ১৬

গান্ধার।

যাইতে পেখনু নাহই গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥
অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেড়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥
সজল চীর পয়োধর-সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
ও লুকি করতহি দেহা। *
অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥

নাহই—স্নান করিতেছে। গোরী—গৌরবর্ণা, সুন্দরী। কতিসঞে—কত হইতে, অর্থাৎ কত স্থান হইতে। আনলি—আনিল। চোরি,—চুরি করিয়া। চামরে—চামর হইতে। গলয়ে—ঝরিতেছে। মোতিম—মুক্তা। হারা—হার। তিতল—সিক্ত। তহি—তথায়। উপরে জলসিক্ত অলকদাম, নিম্নে মুখ, বোধ হইল যেন, মধুপানরত মধু-মাখা ভ্রমরকুল পদ্ম বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিরঞ্জন—অঞ্জন-শূন্য। রাতা—রক্তবর্ণ। আর্দ্র বস্ত্রে পয়োধর আচ্ছন্ন। যেন সুবর্ণ-বিল্বফলে শিশির পড়িয়াছে। লুকি—লুক্কায়িত। করতহি—করিতেছে। ও—ঐ আর্দ্র বস্ত্র, দেহ লুকাইতেছে। অবহি—এখনই। ছোড়বি—ছাড়িবে। লেহা—স্নেহ। তেজবি—ত্যাগ

* তুণ কি করইতে চাহে কে দেহা। পাঠান্তর। "সজলবস্ত্র পরিধান করিয়া দেহকে কে নীলবর্ণ করিতে চাহে?—তুণকি—তুণের নীলবর্ণ।"
(অক্ষয় বাবু)।

ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারি॥ ১৭

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশী ভযে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা॥

করিবে। ঐছে—ঐরূপ। ফেরি—ফের, পুনরায়। ইথে লাগি—ইহার জন্য। রোই—রোদন করিতেছে। গলয়ে—ঝরিতেছে। আর্দ্র সূক্ষ্মবস্ত্র, শ্রীমতীর অঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে। মদনবিহ্বল নায়কের দৃষ্টিতে তাহা বসনেরই ইচ্ছাকৃত। শ্রীমতী এখনই পরিত্যাগ করিবেন, এখনই স্নেহহীনা হইবেন এই ভয়ে বসন তাঁহার দেহে আত্মদেহ গোপন করিতেছে। শ্রীমতীর স্নেহে বঞ্চিত হইলে ঐরূপ আনন্দলাভ আর হইবে না ভাবিয়া রোদনও করিতেছে॥ ১৭

করই—করিতেছে। সিনান—স্নান। হেরইতে—হেরিতে। কিয়ে—কেমন। রোয়ে—রোদন করিতেছে। এখানে চিকুর, অন্ধকার; জলধারা, অশ্রু। তিতল—আর্দ্র, ভিজা। তনুলাগি—শরীরলগ্ন। মুনিহক—মুনিহুঁক—মুনিরও। মানস—মানসে, মনমথ—মন্মথ, মদন। জাগি—জাগে। চকেবা—চক্রবাক। দেবা—দেব, কামদেব। নিজকুলে—নিজ বাসস্থলে বা নিজকুলে নিজের আশ্রিত তীরে। যেন কামদেব নিজ

তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে।
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥ ১৮

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥
তেঞি উদাসল কুচজোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥

বামস্থল রাই-অঙ্গে চক্রবাক-যুগলকে আনিয়া মিলাইয়াছেন। অথবা দেবতারা যেন চক্রবাক-যুগলকে তাহাদের নিজকূলে আনিয়া মিলাইয়াছেন। তেঞি—সেই। ধরল—ধরিল। উড়ব—উড়িবে। তরাসে—ত্রাসে। ভয় পাইয়া তাহারা পাছে উড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় কামদেব সুন্দরীর ভুজপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অথবা সুন্দরী সেই আশঙ্কায় নিজ ভুজপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে॥ ১৮

মঝু—আমার। ভেলা—হইল। সিনানক—স্নানের। চিকুর—কেশ হইতে। (লুপ্তপঞ্চমী) অথবা, গলয়ে—মোচন করে। মেহ—মেঘ। বরিখে—বর্ষে। মোতিম-হারা—মুক্তাহার। মোছল—মুছিল। পরচুর—প্রচুর, উত্তমরূপে। তেঞি, সেইজন্য, অর্থাৎ মুছিবার জন্য। উদাসল—খুলিল। অথবা তেঞি—তাহাতে অর্থাৎ মুখ মুছিতে হস্ত উত্তোলন করায় স্তন-যুগলের কাপড় সরিয়া গেল। পালটি—উল্টাইয়া, উপুড় করিয়া।

নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥ ১৯

সুহই।

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরিলোঁ অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ।
তাঁহি কমল-পরকাশ॥
যাঁহা লহু হাস-সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিয়া-বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥

বৈঠায়ল—বসান বা বসাইয়াছে। উদেস করিল—অনাবৃত, করিল। মনোরথ শেষ—একে একে সব স্থানই প্রকাশিত হইল, অবশিষ্ট কেবল সুন্দরীর মনোরথ, অর্থাৎ শ্রীমতীর মনোভাব এখনও প্রকাশিত হইল না॥১৯

যাঁহা—যথায়, যেখানে। তাঁহি—সেই স্থল বা তাঁহা. তথায়, সেখানে। ভরই—প্রিরণ করে, বা পূর্ণ হয়। ঝলকত—প্রকাশ পায়। হেরিলোঁ—দেখিলাম। অপরুব,—অপরূপ। গোরি—সুন্দরী। পৈঠল—প্রবিষ্ট হইল। হিয়া—হৃদয়। মাহা—মধ্য, মধ্যে। তাঁহি—তথায়। পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। লহু—লঘু, অল্প, ঈষৎ। হাস—হাস্য। অমিয়া-বিকার—অমৃতের বিকৃতি। সেই হাস্য দেখিয়া লোকের সুধায় বিতৃষ্ণা হয়।

হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কিএ দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুঃখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥ ২০

তিরোতা।

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥
একলি চলল ধনী হয়ে আগুয়ান।
উমতি কহই সখি করহ পয়ান॥
এ সখি পেখনু অপরূপ গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি॥
কিয়ে ধনী রাগী বিরাগিণী হোয়।
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব হামে সো ধনী অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাহে রহলা॥

কটাখ—কটাক্ষ। আগোর—অঘোর, অচৈতন্য। অব—এখন। এখন সে ধনীকে অল্প দর্শন করিলেই ত্রিভুবন অচৈতন্য হয়। অথবা আগোর—আবৃত। সে ধনীকে অল্পমাত্র দর্শন করাতেই ত্রিভুবন আবৃত অর্থাৎ তাহার রূপে আচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। তুয়া—তোমার। দেয়ব—দিব। বশ করিয়া আনিয়া দিব॥ ২০

একলি—একাকিনী। উমতি—অন্যমনস্কভাবে। কহই—কহে। পয়ান—প্রয়াণ। বলপূর্ব্বক আমার চিত্ত চুরি করিল (চোরায়ল) কিয়ে—সে, ধনী

বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধরহ মিলব বর নারী ॥ ২১

মাথুর।

কবরী-ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে,
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল,
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে ॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুনঃ কাহে ডরাসি ॥
কুচভয়ে কমল- কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥

আমার প্রতি অনুরক্তা কি বিরক্তা? মোয়—মোর। কৈছে—কিরূপে। তুহুঁ—তুই। রহলা—রহিল। ধৈরজ—ধৈর্য্য ॥ ২১

চামরী—চমরীমৃগ। ইহার পুচ্ছে চামর হয়। "কুর্ব্বন্তি বালব্যজনং চমর্য্যঃ" (কুমারসম্ভব)। কাহে—কস্মাৎ, কেন। মোহে—আমাকে। যাসি—যাইতেছ। তুয়া—তোমার। ইহ সব—এই সব। দূরহি—দূরে। পলায়ল—পলাইল। তুহুঁ—তুমি। কাহে—কস্মাৎ, কাহা হইতে। ডরাসি—ভয় করিতেছ। রহু—থাকে। পরবেশে—প্রবেশ করে। হুতাশে—অগ্নিতে। কুচভয়ে পদ্মকলি জলে মুদ্রিত থাকে, ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে, দাড়িম্ব ও শ্রীফল (বিল্ব) গগনে বাস করে ও শম্ভু গরল গ্রাস করেন। তোমার ভুজভয়ে স্বর্ণমৃণাল পঙ্কমধ্যে থাকে। স্বর্ণপদ্মের মৃণালও স্বর্ণময়। স্বর্ণপদ্মের বিষয় মহাভারতে আছে। কালিদাসও বলিয়াছেন;— "ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ।" কিসলয়

ভুজভয়ে কনক- মৃণাল পঙ্কে রহু,
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন-পরতাপে ॥ ২২

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা ॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কালভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন-খেলা ॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতাবলি
ভুজগী নিশ্বাস-পিয়াসা।
নাসা-খগপতি- চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা ॥

কম্পিত হয়। অতএব জগতে তোমার ভীতিস্থান নাই,—আমার সহিত নির্ভয়ে আলাপ কর। কহ—কহে। ঐছন—ঐরূপ। কহব—কহিবে। পরতাপে—প্রতাপে ॥ ২২

কো—কে, কোন্। বিহি—বিধি। মনোভব-মঙ্গল—কামদেবের শুভদায়ক। অরু—অরুণ, আরক্ত। ভেলা—ভেল, হইল। শ্রীযুত—শোভাযুক্ত। যেন কনককমলের মধ্যে কালভুজঙ্গী দ্বারা শোভাযুক্ত খঞ্জন খেলা করিতেছে। মুখ, কনককমল; নেত্র, খঞ্জন ও অঞ্জনরেখা, কালভুজঙ্গী। সঞে—হইতে। নিশ্বাস-পিয়াসা—নিশ্বাসপিপাসু। খগপতি—গরুড়। ভরম—ভ্রম। সান্ধি—সন্ধি, মিলনস্থল। লোমাবলীরূপ ভুজগী, নিশ্বাসবায়ু

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে।
বিধি বড় দারু বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুগতি
ইহ রসকূপ যো জানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে॥ ২৩

ধানশী।

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু
শাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥

ভোজনে অভিলাষিণী হইয়া নাভিবিবর হইতে নির্গত হয়; কিন্তু নাসিকাকে গরুড়ের চঞ্চু বলিয়া তাহার ভ্রম হওয়াতে নিশ্বাসের কাছে যাইতে পারে নাই, ভয়ে কুচগিরিদ্বয়ের সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সর্প-জাতি পবনভোজী এবং গরুড় সর্পভোজী। সোঁপল—সমর্পণ করিল। অবধি—এ পর্য্যন্ত। নয়ান—নয়ন। পঞ্চশাণ কামদেব তিন বাণে ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, আর দুই বাণ এ পর্য্যন্ত ছিল; বিধাতা বড়ই দারুণ, সেই বাণ দুইটী তোমার নেত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। অথবা, অবধি—অবশিষ্ট। ইহ—এই, ইনি। যে ব্যক্তি ইহাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জানে, তাহার কাছে ইনি রসকূপ॥ ২৩

শাঙর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ। সঙ্গহি—সঙ্গে। আন্ধিয়ার—অন্ধকার। রবি যেন অন্ধকার পশ্চাতে করিয়া শশীর সঙ্গে উদিত হইল। কেশজাল—

রামাহে অধিক চন্দিম ভেল।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কতনা যতনে কতনা গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলিভরে উলটায়॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥ ২৪

অন্ধকার; মুখ, শশী এবং সিন্দূরবিন্দু, রবি। চন্দিম—কান্তি। কতনা—কত। অথবা, না—শিরশ্চালনে নঞ্। তোহে—তোমাকে; বহি, উহা। বিধাতা কত যত্নে, কত আশ্চর্য্য কান্তি তোমাকে দিয়াছেন। অথবা, না দিয়াছেন? উরজ-অঙ্কুর—কুচকোরক। চীর—বস্ত্র। ঝাঁপায়সি—আবৃত করিতেছ। দরশায়—দেখা যায়। অল্প অল্প দেখা যায়। গোপসি—গোপন করিতেছ। নেহারনি—দৃষ্টি। ঠেলল—ঠেলিয়াছে। উলটায়—উলটাইতেছে। চঞ্চল লোচনে বক্রদৃষ্টি এবং অঞ্জনরেখা, দেখিয়া বোধ হয়, যেন পবনকম্পিত ইন্দীবর অলি-ভরে হেলিয়া পড়িতেছে। ২৪

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল॥
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।

নাহি—স্নান করিয়া। সমুখে—সম্মুখে। বর—সুন্দর। কান—কানাই। কৈছনে—কিরূপে। রাই ভাবিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের মুখ দেখিব? আগুসরি—অগ্রসর হইয়া। ফুকরই—ডাকিতে লাগিল। তঁহি—তথায়, সেই দিকে। ফেরি—ফিরাইয়া। টুটি—ছিঁড়িয়া। ফেলল—ফেলিল। কহত—বলিল। চুনি—সঞ্চয় করিয়া, কুড়াইয়া। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতে লাগিল। দরশ—দর্শন। কেল—করিল। কয়ল—করিল। অমিয়া—অমৃত। পশ্চাদ্বর্ত্তী সঙ্গিনীগণকে ডাকিবার ছলে একবার, আর অপরে ছিন্ন

দুহু দোহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল।
বিদ্যাপতি ভাল জান ॥ ২৫

সুহি।

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড-সংবেশ ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে ॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন-ভাণ্ডার ॥ ২৬

হারের মুক্তাচয়নে যখন ব্যস্ত, তখন ধনী শ্যাম দরশন করিল। রসহুঁ পসারল—রসবিস্তার করিল ॥ ২৫

কো—কে। পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে। সেহ—তাহা, সেই পীত-বস্ত্র। ঝামরঝামর—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কিয়ে—কেমন। শিখণ্ড-সংবেশ—ময়ূর-পুচ্ছস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের চূড়াভূষণ ময়ূরপুচ্ছে কেমন চন্দ্রমণ্ডল। (শ্লেষ আছে,—চন্দ্রকচিহ্নই চন্দ্রমণ্ডল) তদীয় মাল্যস্থিত জাতি ও কেতকী পুষ্পের সুগন্ধে পরাজিত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া পুষ্পময় বাণ মন্মথকে ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় পলাইয়াছে। বিহি—বিধি। জলধর, সৌদামিনী, চন্দ্র, পুষ্পশর—মদনের সামগ্রী। তাহা একে একে স্থলিত হইয়াছে। সুতরাং বিধাতা মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন ॥ ২৬

বালা-ধানশী।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তবধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় ন পারি॥
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ২৭

অবোধী—অবোধ, একেবারে বিবেচনাশূন্য। আমি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ মুগ্ধা, তদবধি (কানুর রূপ দর্শন অবধি) একেবারে বিবেচনাশূন্য হইয়াছি। বুঝয়—বুঝিতে। সাঙন—শ্রাবণ। ঘন—মেঘ। শ্রাবণের মেঘের ন্যায়। ঝরু—ঝরে, বারিবর্ষণ করে। কাহে লাগি—কিজন্য। রভসে—বেগে, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া। কি করি, আমি তাহাকে মোহন চোর ত (আগে) জানিতাম না। আমি দেখিবামাত্রই আমার প্রাণ হরণ করিল। দরশাই—দর্শন দিয়া। কানু আমাকে দর্শন দেওয়াতেই আমার সব আদর নষ্ট হইল, গৌরব কিছুই থাকিল না। আমাকে দেখিবার জন্য আগে কানু লালায়িত থাকিতেন, এখন অবধি তাঁহাকে দেখিবার জন্যই আমাকে লালায়িত হইতে হইল। বিছরিয়ে—বিস্মৃত হই, বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করি। বিছর না যাই—বিস্মৃত হই না। ২৭

বালা-ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল-যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেড়ল বিজুরী-লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা।
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি
বিমল বিম্বফল-যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনী বেড়ল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণী কহ নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হয়ল গেয়ান॥

মানবি—মানিবে। চান্দকি—চন্দ্রের। মাল—মালা। উপজল—উপজিল, উপস্থিত বা উৎপন্ন হইল। বেড়ল—বেষ্টিত হইল। বিজুরী-লতা—বিদ্যুল্লতা। যমুনার তীরে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। শাখার শিখরে (অগ্রভাগে) সুধাকরপঙ্‌ক্তি। তাহে—শাখায়। অরুণক ভাতি—রক্তবর্ণ। কীর—শুক। থির—স্থির। করু—করিতেছে। বেড়ল—বেষ্টন করিয়াছে। মোড়—মোর, ময়ূর, ময়ূরকে। সাপিনী ময়ূরকে বেষ্টন করিয়াছে। কমলযুগল, পদদ্বয়; চন্দ্রমালা, নখশ্রেণী; তরুণতমাল, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকলেবর; বিদ্যুল্লতা, পীতবস্ত্র; শাখা, বাহু; সুধাকরশ্রেণী, হস্তনখ; নবপল্লব, করতল; বিম্বফলযুগল, ওষ্ঠাধর; কীর, নাসিকা; খঞ্জনযুগল, নয়নদ্বয়; সাপিনী, চূড়া; ময়ূর, ময়ূর-পুচ্ছ। অর্থাৎ চূড়াবদ্ধ

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভাল জান॥ ২৮

পঠমঞ্জরী।

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
যতনহিঁ বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥ ২৯

ময়ূর-পুচ্ছ। বল, দর্শনমাত্রে এই যে জ্ঞান হরণ করিল, তাহার কারণ কি? ২৮

ওর—সীমা। ইহা দুঃখের সীমা, অতি দুঃখ। নিশাস—নিশ্বাস। বংশীপ্রবিষ্ট-নিশ্বাস-গরলে অর্থাৎ মধুর বংশীধ্বনি রূপ বিষে দেহ ভোর—পরিপূর্ণ বা আচ্ছন্ন। হঠসঞে—হঠাৎ। পৈঠয়ে—প্রবেশ করে। তৈখনে—তৎক্ষণাৎ পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে চাহিয়া দেখি না। সমুখহি—সম্মুখে, সুম্মুখেই। যতনহিঁ—যত্নে। লহু লহু চরণে—দ্রুতপদক্ষেপে॥ ২৯

বিভাস।

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আরদিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মুল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস রোল॥ ৩০

পঠমঞ্জরী।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥

নিয়ড়ে—নিকটে। জানিয়ে—জানি। বেয়াজ—সুদ। অতি পরিচয়ে অন্য কোন ফল দেখি না, ফলের মধ্যে আমাকে সম্ভ্রমও করে না, লজ্জাও করে না। উদার—সুচারু। দেখিয়ে—দেখি। আরতি—অনুরাগ। বুঝই না বুঝ ইত্যাদি; ইহা রসের অব্যক্ত ধ্বনি, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না॥ ৩০

নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ নিরখয়ে টীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহু অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥ ৩১

পাতল চীর—পাতলা কাপড়। মোড়ি—ফিরাইয়া। হরির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া। তনু—তনু দ্বারা, অঙ্গ দ্বারা। অঙ্গে অঙ্গ আবরণে চেষ্টা করিলাম, আবরণ করা গেল না। পালটি—ফিরিয়া। পৈঠলি—প্রবেশ করিলে। পানি—জলে॥ ৩১

দূতী-সংবাদ ও সখী-শিক্ষা।

তিরোতা-ধানশী।

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥
কেশ পসারি যব তুহুঁ আছলি,
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি,
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর॥

ধনি—ধন্য। ধনি স্ত্রী-সম্বোধন অর্থাৎ ধন্যে। ঝুরয়ে—অশ্রুপাত করে। তুয়া—তোমার। তিয়াসল—তৃষ্ণাযুক্ত। তৃষ্ণাযুক্ত মেঘ চাতকের দিকে চাহিয়া আছে; চন্দ্র, চকোরের দিকে চাহিয়া আছে; বৃক্ষ, লতা অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। মঝু—আমার। ধন্দা—ধাঁধা, বুঝিবার অক্ষমতা। পসারি—প্রসারি, ছড়াইয়া। বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধভাগে বস্ত্র। সো সব—সে সব। ইথে—এ বিষয়ে। সমাধা—নিষ্পত্তি। হসইতে—হাস্য করিবার সময়ে। কব—কবে। দেখায়লি—দেখাইলে। জোরহি—জুড়িয়া, মিলাইয়া। মাথায় হস্তে হস্ত মিলাইয়া। দিঠি—দৃষ্টি। পসারলি—বিস্তার করিলে,

এতহুঁ নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরি,
জানি তুহু করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৩২

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ না হ ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দকলা সম বাড়ি॥
তুহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহু যদি কহসি করিঞা অনুযঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ-গুণবতিকা ইহা বড় কাজ॥ ৩৩

প্রদান করিলে। কোর—কোল, কোলে। সখীকে কোলে করিয়াছিলে। এতহুঁ—এতাবৎ। শূন—শূন্য॥ ৩২

জীবন অপেক্ষা যৌবনের মজা বেশী। কিন্তু তবেই যৌবন। সুপুরুখ—সুপুরুষ। কবহুঁ—কখন। ছাড়ি—ছাড়ে। কহসি—বল। করিঞা—করিয়া। অনুযঙ্গ—দয়া, বা নায়ক-মনোভাবের অনুবর্ত্তন। চৌরি—গুপ্ত। ঐছন—ঐরূপ। রঙ্গ—মজা। জগ—জগৎ। বরজ—ব্রজ। রূপগুণবতিকা—রূপগুণবতীর॥ ৩৩

তুড়ী।

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী॥ ৩৪

সুহই।

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে॥
চান্দ দিনহি দীনহীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি

তো—তোমা। উনমত—উন্মত্ত। বিনু—বিনা। উতরোল—উচ্চরব করে। দুরবল—দুর্ব্বল। ধরই—ধরিতে। পারই—পারে। ভাখী—ভাষী, বক্তা। সাখী—সাক্ষী॥ ৩৪

মাধব বধিলে, কি অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। দিনহি—দিনে। দীন-হীনা—দীনহীন, ম্লান। পালটি—পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। পুন—কিন্তু। তিনি (কৃষ্ণ) কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। ফেরি—

তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥ ৩৫

তিরোতা।

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস॥
রসবতী মালতী পুনঃ পুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি॥
উহ মধু-জীব তুহু মধু-রাশে।
সঞ্চিত ধর মধু অবহু লজ্জাসে॥
ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম।
তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম॥
আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে।
ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে॥
ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।
অধর সুধারস যদি বোহ পীবে॥ ৩৬

ঘুরিতেছে। অঙ্গুরী ও বলয় পুনঃপুনঃ, ঢক্ক হইতেছে। গড়ায়ব—গড়াইবে। বেরি—বার। হানি—হানে॥ ৩৫

মাহ—মাঝে। পরকাশ—প্রকাশ। বিকল—বিহ্বল। বাস—আশ্রয়। পিবইতে—পান করিতে। জীউ—জীবন। উপেখি—উপেক্ষা করিয়া। উহ—ও, ভ্রমর। তুহু—তুমি। অবহু—এখন। লজ্জাসে—লজ্জায়। সঞ্চিত মধু লজ্জাক্রমে ধারণ করিয়াই আছ, (দিতে পারিতেছে না)। এ পাঠ কিন্তু তত সঙ্গত নহে; "উহ মধুজীবতুহু মধুরাশি। সঞ্চিত ধর মধু অবহু ন দেলি।" এই পাঠ হইলে সঙ্গত হয়। কতিহু—কোথাও। ঠাম—ঠাঁই, স্থান। বিসরাম—বিশ্রাম। অবগাহে—তলাইয়া, অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া। ভ্রমরবধের পাপ কাহাকে লাগিবে। বোহ—ও, ভ্রমর। পীবে—পান করে। জীব—জীবন। পাওব—পাইবে॥ ৩৬

তিরোতা।

শুনলো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি?
বেলি অবসান কালে
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে॥
দেখায়্যা বদন চান্দে
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে।
তুহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি
মন করিলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ শুনহ সুন্দরি
কানু জিয়াবে কি করি? ৩৭

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥

দেখায়্যা—দেখাইয়া। ফেলিলা—ফেলিলে। ত্বরিতে—শীঘ্র। আওলি—আসিলে। লখিতে—লক্ষ্য করিতে। নারিল—পারিল না। দরশি—দেখাইয়া। জিয়াবে—বাঁচিবে॥ ৩৭

সুজনের প্রেম সুবর্ণের ন্যায়। সুবর্ণ যেমন ভঙ্গ করিলে দ্বিগুণ-মূল্যবান্

সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥ ৩৮

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়॥
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়।
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥

হয়, বিরহ ঘটিলে, সুজনের প্রেমও তেমনি দ্বিগুণ হয়; অতএব, সুজনের প্রেমে বিচ্ছেদও ভাল। আর সুবর্ণ যেমন ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গা যায় না, উত্তম প্রেমও সেইরূপ। টানিলে, মৃণাল-সূত্রের ন্যায় বাড়িতে থাকে। সবহুঁ—সব। মোতি—মুক্তা॥ ৩৮

হোয়—হইতে পারে। মনোরথজাগ—মনোরথকে জাগাইয়া দিয়াছেন,

দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব্‌ রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ৩৯

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই।
দূরে রহবি জনু বাত না হোই॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহুক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥

কামনা উত্তেজিত করিয়াছেন। নিকসব—বাহির হইবে। রাখব—রাখিবে। কোই—কে। নহ—নহে। তাক—তাহার॥ ৩৯

মুগধিনি—মুগ্ধে! বালিকে। পহিলহি—প্রথমে। বাত—কথা। জগাবি—জাগাইবে। স্তন আবৃত করিবে, কিন্তু কন্দ—মূল অর্থাৎ স্তন-মূল দেখাইবে। কেহ কেহ সম্ভাবনা করেন, কন্দ—কন্ধ অর্থাৎ স্কন্ধ।

ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥ ৪০

ভাটিয়ারি।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরি মেলি বনায়ত বেশ।
বাঁধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অব্ কে মিলন সমুচিত হোয়॥ ৪১

ভূপালী।

শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ॥

নীবিহক—নীবির। নীবির বন্ধ বা নীবিবন্ধ—কটিবস্ত্র। আব—আইসে, আগমন করে॥

ঠাম—স্থানে। মেলি—মিলিয়া। বনায়ত—বানায়, করিয়া দেয়॥ ৪১

পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী॥
যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ॥
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ॥
ভনহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥ ৪২

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান॥
নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ॥
অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার॥

সীম—সীমা, প্রান্ত। শয্যাপ্রান্তে প্রথমে বসিবে। গ্রীবা বাঁকাইয়া অর্দ্ধদৃষ্টি করিবে। প্রিয় স্পর্শ করিলে, হাত দিয়া ঠেলিয়া দিবে। বলে—বলপূর্ব্বক। লেয়—লইবে। গদ্গদবাক্যে না—না বলিবে। পরিরম্ভণে—আলিঙ্গনে। মোড়বি—ফিরাইবে। রভস—রতি, আনন্দ॥ ৪২

লুবুধল—লুব্ধ। নিয়র—নিকটে। আও—আইসে। মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, লজ্জা তিরোহিত হইয়াছে। অনতহি—অন্যত্র। এতহি—এইদিকে।

বিদগধ সেহ তোঁহে তসু তুল।
এক মলে গাঁথা জনু দুই ফুল॥
ভণহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহারে।
এক শরে মনমথ দুই জীব মারে॥ ৪৩

দিহায়—দেখে। ফিরায়—ফিরাইতে। পায়—পারে। বিদগধ—বিদগ্ধ, রসিক। তোঁহে—তুমি। তসু—তাহার। তুল—তুল্য॥ ৪৩

প্রথম মিলন।

কামোদ।

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মুরতি জনি নাচল পিছারে
কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকায়ল মাধব বুকে॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত॥ ৪৪

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপনু ধনি রাই॥
কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভোখিল মধুকর॥

পিয়াক—প্রিয়ের। তরাসে—ভয়ে। ঠাঢ়ি—স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া। না চল—চলিল না। পিছারে—পশ্চাদ্ভাগে। পহু—প্রভু। সরমে—লজ্জায়। খোলি—অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া। সরমহি—সরমে। হরখিত—হরষিত॥ ৪৪

তোঁহে—তোমাকে সোঁপনু—সমর্পণ করিলাম। ভোখিল—বুভুক্ষু,

সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচ বাণ ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর জনু সরোরুহ ॥
গণইতে মোতি-মহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা ॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে ॥ ৪৫

বালা-ধানশী।

সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি।
পিয়া হিয় হরথি ধয়ল নিজ পাণি ॥ *
ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি ॥

ক্ষুধার্ত্ত। পাঁচবাণ—পঞ্চবাণ, কাম। পরবোধি—প্রবোধিয়া। পরশিহ—স্পর্শ করিও। মুক্তাহার গণনা করিবার ছলে স্পর্শ করিবে। থোরি—অল্প। ফুলধনু—কাম। দোতিক—দূতীর ॥ ৪৫

পরবোধিয়ে—প্রবোধিয়া, বুঝাইয়া। হিয়—হিয়ায়, বক্ষঃস্থলে। নিজ পাণি—নিজহস্ত দ্বারা (লুপ্ততৃতীয়া)। প্রিয়, হৃষ্ট হইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। বিধুর কোলেও কুমুদিনী মলিন হইল।

---

* কোন কোন পুস্তকে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি নাই।

"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি খোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল খোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত থরহরি কাঁপি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥ ৪৬

কামোদ।

একে ধনি পদ্‌মিনী সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটি॥ *

"নহি নহি"—"না না"। লোর—জলধারা। শুইয়া রহিল। নীবিবন্ধ—কটি-বন্ধ। খোরি—খুলিল। আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ ব্যতীত (আর সব) খুলিয়া গেল; ঊর্দ্ধ অঙ্গের বসনাবরণ তিরোহিত হইল। স্তনে করস্পর্শ মাত্রে তাহাও (নীবিবন্ধও) খোরি (অল্প, শিথিল) হইল। আঁচল লইয়া মুখ আবৃত করে। মদনের অধিকার দিনে দিনে হয়, একেবারে হয় না। অতএব ধৈর্য্য ধরা কর্ত্তব্য॥ ৪৬

পদ্‌মিনী—পদ্মিনী।—

ভবতি কমল-নেত্রা নাসিকা-ক্ষুদ্ররন্ধ্রা।
অবিরল-কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচন-সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥ রতিমঞ্জরী।

কমল-নয়ন, কৃশ অঙ্গ, দীর্ঘ কেশ, মৃদু বাক্য এবং পদ্মের ন্যায় সৌরভ ইত্যাদি কতিপয় লক্ষণাক্রান্তা রমণীর নাম পদ্মিনী। সহজহি—সহজে,

---

* 'করু না কোটি' পাঠান্তর। অর্থ;—করে—হস্তে। করু—করে। না—(নিরর্থক)। কোটি—কোট, আবদার।

হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥
বালি বিলাসিনী, আকুল কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥ ৪৭

কেদার।

বাল্য-রমণী-রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥

স্বভাবতঃ। ছোটি—ছোট, অপূর্ণ-যৌবনা অথবা তরঙ্গী। একে ধনি স্বভাবতঃ পদ্মিনী, তাহাতে অপূর্ণ যৌবনা। অথবা একে পদ্মিনী তাহাতে আবার স্বভাবতঃ বিশেষ তরঙ্গী। ধরিলে, কত করুণা (কাতরতা-প্রকাশ) ও কোটি (আবদার) করিল। অথবা কত কোটিবার কাতরতা-প্রকাশ করিল। হঠ পরিরম্ভণে—বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে। হরি—সিংহ এবং কৃষ্ণ। ডরে—ভয়ে। হরিণী—মৃগী এবং যুবতী রাধা। হিয়ে—হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে। ডোল—দুলিয়া পড়িলেন, অথবা কম্পিত হইতে লাগিলেন। বালি—বালিকা। মদন কৌতুকী কিনা। হঠ নাহি মান—হটিবার পাত্র নহে, পরাজয় মানে না। অঞ্চল—প্রান্ত। ৪৭

শুতায়ল—শোওয়াইল। কোরে—কোলে। মোড়ই—সঙ্কুচিত করে,

বেরি-এক কর ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রস-সাগর, মুগধিনী নারী॥ ৪৮

বালা-ধানশী।

কহ সখি সাঙরি ঝামরি-দেহা।
কোন পুরুখ সঞে রয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার॥
কোন লুটল তুয়া অমিয়া-ভাণ্ডার।
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাঝি ধয়ল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি বহু পূরবক পুণে॥

ফিরায়। বেরি-এক—বারেক, একবার। কর—করে। মোড়সি—ফিরাইতেছ॥ ৪৮

সাঙরি—সোঙরি, স্মরণ করিয়া। ঝামরি-দেহা—বিবর্ণ-দেহা, অথবা ম্লান-শরীরা। রয়লি—স্থাপন করিলে অথবা, রয়লি—মণ্ডল—মুগ্ধ। লেহা—স্নেহ। সুরঙ্গ—হিঙ্গুল; সুন্দর। পঙার—পিঙ্গল, অথবা প্রবাল। হিঙ্গুলের ন্যায় অধর, আজ নীরস ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, অথবা নীরস প্রবালবৎ হইয়াছে। রঙ্গ—সুন্দর। গোর—গৌর। অতি গৌর হইয়াছে। ধয়ল—রাখিল, রাখিয়াছে। সেই প্রিয় যথায় আছেন, একমাত্র গুণের

বি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
।জা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥ ৪৯

বিভাস।

।ক কহব রে সখি রজনীকি বাত।
বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব-সাথ ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে বদন দিয়া বধয়ে পরাণ ॥
নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার ॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহুঁ মুগধিনী সেই লুবধ মুরারি ॥ ৫০

রামকেলি।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর-রাজ ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥

অনুরোধে তথায় যাইও না। ফেরি—ফিরিয়া। আওলি—আইলে। পুণে—পুণ্যে ॥ ৪৯

রজনীকি—রজনীর। গোঙায়নু—যাপন করিলাম। পরচার—প্রচার। গোঙার—কাণ্ডজ্ঞান-হীন। নাহি মান—মানে না। লুবধ—লুব্ধ ॥ ৫০

ঝাঁপ—আক্রমণ। হঠ করি—জোর করিয়া। নাহ—নাথ। পুছারি—

হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস-কেলি॥
হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী-সমাজ॥
জানসি তব্ কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥ ৫১

পঠমঞ্জরী।

পুছমো এ সখী পুছমো তোয়।
কেলিকলা-রস কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পুর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দূর॥
কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন্।
অধরহি লাগল দশনক চিন্॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥

জিজ্ঞাসা, জান, তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? ধনি—ধন্য, তাকে দেখে যে নারী স্থির থাকিতে পারে, সে ধন্য। ৫১

পুছমো—জিজ্ঞাসা করি। মিটি—মৃত্তিকা, মাটী, অলক এবং তিলক-মাটি মুছে গিয়াছে। ভিন ভিন—ভিন্ন ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন। চিন—চিহ্ন। ভগন—ভগ্ন। শিবলিঙ্গের সহিত স্তনের তুলনা কবিপ্রসিদ্ধ। স্তনে নখক্ষত

আলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥ ৫২

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ-বয়স হাম কানুসেঁ তরুণা। *
অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥
হঠ ভেল রস হামে হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥
দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় মঝু উঠল কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥

দেখিয়া সখী কহিতেছে, হায়! হায়! শম্ভু (শিবলিঙ্গ) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আলসহি—আলস্যে। বা—বাতাস॥ ৫২

তাক পরবোধে—তাহার প্রবোধে, তাহার আশ্বাস বাক্যে। কানুসে তরুণা—কানু হইতে বয়সে ছোট। অতিহু—অতিশয়। আমার অতিশয় লজ্জা ভয় এবং আমি অতিশয় কাতরা। যামিনী সে কত দুঃখ দিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? হামে—আমাতে, আমার পক্ষে রস বলপ্রকাশ স্বরূপই হইল। তৈখনে—তখন। রোই—কাঁদিয়া। তবহুঁ—তথাপি।

---

* 'কানু সে তরুণা' পাঠান্তর। অর্থ—কানু তরুণ, আমি বালিকা।

অধর নীরস মধু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারি।
তুহু সচেতনী লুবধ মুরারি॥ ৫৩

শ্রীরাগ।

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাই হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন-লতা জনু দংশল হাতী॥
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছল কত পুরবক ভাগি।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ॥ ৫৪

মন্দা—মন্দ, অর্থাৎ কৃষ্ণ। রাত্রে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ত্যাগ করিল। কুচযুগে নখ-প্রহার দিল। সচেতনী—সচেতনা॥ ৫৩

গোই—গোপন করিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া। শাতি—শাস্তি। মদন-লতা—ময়নাগাছ, কণ্টকবৃক্ষ-বিশেষ। দংশল—দংশন করিল। হাতী—হস্তী। অনুকূল নায়ক আবার কতই কাকুতি মিনতি করিল, তবু আমার পাপ-হৃদয় ভুলিল না। 'পাপ-হৃদয়' এই শব্দ প্রয়োগ কিঞ্চিৎ অনুতাপের সূচক। বিহারে অনুরাগ ও ভীতি এই সময়ের লক্ষণ। পুরবক—পূর্ব্বের। ভাগি—ভাগ্য। সম্ভেদ—মিলন॥ ৫৪

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥ ৫৫

সুহিনী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥

যেন নবকমলোপরি ভ্রমর আক্রমণ করিয়াছে। টুটল—ছিঁড়িয়াছে, ছিন্ন। গীমক—গ্রীবার। পঙার—প্রবাল বা পয়ঃপ্রণালী। গ্রীবার ছিন্ন মুক্তাহারই কি রুধিরে ভরিয়াছে, না—ইহা উত্তম প্রবালমালা? অথবা, রুধিরাপ্লুত ছিন্ন মুক্তাহার কেমন হিঙ্গুলবাহিনী পয়ঃপ্রণালীর মত দেখা যাইতেছে। আগুণে পুড়িলেও আবার সেঁক দিবার জন্য আগুনের প্রয়োজন হয়। ৫৫

যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥ ৫৬

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
সো ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥ ৫৭

সাখি—যেন। কলেবর প্রেমের সাক্ষ্য দিতেছে॥ ৫৬

মোই—আমাকে, আমার পক্ষে। কতহুঁ ছন্দ—কত প্রকার। অমিয়া-মিঠ—অমৃতের ন্যায় মিষ্ট। ভাঙর—জর॥ ৫৭

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ॥
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর॥
মাইহে কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভান।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান॥ ৫৮

ধানশী।

পরিহর মনে কছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়॥

এ সখি! আমাকে তোমরা যেন লইয়া যাও, কিন্তু আমি অতি বালিকা আর সেই নাথ সম্পূর্ণ রতিক্ষম। কাঁচাকমল—কমল-কোরক। চীর—চির, অনেক ক্ষণ। ডগমগ—অস্থির। মাই হে—মাগো, খেদোক্তি। জীবনের কি শাস্তিই সহিতে হয়! কোন্ বিধি সৃজিল পাপিনী রাত্রি? তখনক—তখনকার। ভান—ভাব॥ ৫৮

পরিহর—ক্ষমা কর বা ত্যাগ কর, ছেড়ে দাও। সাধস—সাধ্বস, ভয়। চলু—চল। কহলম—কহিলাম। বিনি—বিনা। বিনি, বিনু শব্দের অর্থ,

তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ?
তিল এক মুদি রহু দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥ ৫৯

বিহাগড়া

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু ব্যাধবন্ধে বিপিনসোঁ মৃগী
তেজই তীখণি শাস॥
বৈঠলি শয়ন- সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ না হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশদিশ
দেলি মনমথ ফোয়॥

বিনা। 'যথাপূর্ব্বে "নীবিবন্ধ বিনি" অর্থাৎ নীবিবন্ধ বিনা, নীবিবন্ধ ব্যতীত, কবহি—কখন। ইথে লাগি—ইহার জন্য। ঔখদ—ঔষধ। এহিসে—ইহাই॥ ৫৯

পাশ—পার্শ, পার্শ্বে, কাছে। বিপিনসোঁ—বন হইতে। তীখণি—তীক্ষ্ণ। শাস—শ্বাস, নিশ্বাস। ব্যাধ, বন হইতে মৃগীকে বাঁধিয়া আনিলে, সে যেমন তীক্ষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করে। সুবদনা শয্যার নিকটে বসিয়া পড়িলেন, শ্রীকৃষ্ণ যত্ন করিলেও সেদিকে মুখ ফিরাইলেন না, অথবা যত্নসহকারে বিমুখী হইয়া রহিলেন। শ্রীমতীর মনে হইতে লাগিল, দশদিকে ভ্রমণ করি (এখানে থাকিব না); মন্মথ, শ্রীকৃষ্ণের মদন তাহাতে ফুৎকার দেখি দিতে লাগিলেন। ফোয়—ফুৎকার। শ্রীকৃষ্ণ মদন-বেগে যতই অধিক আগ্রহ

কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীবি-বন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ পরিহরে
পূরব কি রীতে আশ॥
কান্ত কাতর কতহু কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায়॥ ৬০

বালা-ধানশী।

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটি॥
কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
নাহ গেহে সখী শুতায়ল বোধি॥

প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীমতীর অন্যত্র গমনেচ্ছা ততই বাড়িতে লাগিল। অথবা শ্রীমতীই মন্মথকে উড়াইয়া দিবার জন্য ফুৎকার-বায়ু দিতে লাগিলেন, সেইজন্য বুঝি তীক্ষ্ণ শ্বাস। এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিলে ভাল হয়। নিবিড়—দৃঢ়। কঞ্চুক—কাঁচুলি। নিরোধ—চাপিয়া রাখা। অর্থাৎ ওষ্ঠাধর অধিকতর নিরুদ্ধ। গাত—গাত্র, গাত্রে, দৃঢ় বস্ত্রাবরণ। কতিহুঁ—কোথাও। পরকাশ—প্রকাশ, অনাবরণ, ফাঁক। করস্পর্শে, প্রাণত্যাগ করে, কোন্ রীতিতে আশা পূরিবে? কতহু—কত। ৬০

বোলন—বক্তা, চাটুনিপুণ, অথবা বর, নাগর, রসিক। নায়ক, চাটু-

শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই॥
আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই॥
লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে॥
দরশন পরশন দুয় অনি বারে।
মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে॥
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ॥
বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি॥ ৬১

নিপুণ অথবা রসিক। পরবোধে—প্রবোধ দিয়া। আমল—আনিল। বোধি—বুঝাইয়া। অতি ক্ষীণ—অতি কাতর। শুতলি—শয়ন করিল। বাঢ়ল—বাড়িল বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বাহুড়াব—তাড়াইবে। বাদর—মেঘ, বর্ষা। লগ—নিকট, নিকটে। না সরয়ে—আসে না। নিকটে আসে না, কথাও শুনে না। অরু—আর। স াঁচে—সঞ্চিত করিয়া রাখে। কাঁচল—কাঁচুলি। কো—কর্ম্মকারকের চিহ্ন। কাচে—বন্ধন করে। কাঁচুলি পরা বিফলই হয়। যেহেতু অনি—অস্ত্র অর্থাৎ ভুজদ্বয়, দর্শন স্পর্শন দুইই বারণ করিতেছে। মুহির—মুদ্রা। এতদিন সখীদের ঠাটমাত্র ছিল, অর্থাৎ কেবল ডাক জমকের জন্য ছিল। এখন মদনের পাঠ (তাবৎ) পড়াইবে। তরসি—সবেগে। স্পর্শমাত্রে রাই, সবেগে তাড়িয়া হাত ঠেলিয়া দিলেন॥ ৬১

ধানশী।

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥
আজ ধনী পেখলু বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখি॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা।
মিলল হু চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকে উঠে গোরী।
জানল মদন-ভাণ্ডারক চোরি॥
ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঠি।
বাহিরে রতন আচরে দেই গাঁঠি॥
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি॥ ৬২

ধানশী।

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর॥

মানই ভীত,—ভয় করে। সাখি—সাক্ষাৎ। বঙ্কা—বক্র, অন্যদিকে অবস্থাপিত। (হু—অর্থাৎ মাধা) চন্দ্র অঙ্কে (ক্রোড়) পদ্মকে পাইল। ফুয়ল—উন্মুক্ত, স্খলিত, খোলা। সাঠি—সাঁটিয়া, দৃঢ় করিয়া। বস্ত্র স্খলিত, কিন্তু অন্তঃকরণ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিল। আচরে—অঞ্চলে। গাঁঠি—গাঁঠ, গ্রন্থি। বুঝব—বুঝিবে। (তেজি—রাই) ত্যাগ করিলেন। তলপ—তল্প, শয্যা। পরিরম্ভণ বেরি—আলিঙ্গন সময়ে। ৬২

হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিহারি।
বড় তুহু টীট বুঝলু বনমালি ॥
হামারি শপথ যদি হেরহ মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি ॥
বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সহব হি হামার পরাণ ॥
কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার ॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিবসিংহ লছিমা পরমাণ ॥ ৬৩

ধানশী।

রতিসুবিশারদ তুহুঁ রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান ॥
এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস ॥

বিহারি—অন্বেষণ করিয়া। না বুঝ—বুঝি না, বা বুঝিতে পার নাই। দর্শনে যে কেমন সুখ, তাহা ত অন্বেষণ করিয়াও বুঝি না বা বুঝিতে পার না। টীট—শঠ। হামারি শপথ ইত্যাদি—যদি দেখ আমার দিব্য। লহু লহু—মৃদু মৃদু, আস্তে আস্তে। গারি—গালি। কাম—কর্ম্ম, কাজ। সো—তাহা। সহব—সহিবে। থাকার—কাণ্ড। লই—লইয়া। পার্শ্বে পরিজন, অতি আস্তে আস্তে বিহার কর। নচেৎ পরিজনেরা তাহা শুনিয়া শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিবে ॥ ৬৩

"অলপে" হইতে "রীতি" পর্য্যন্ত—চন্দ্রকলা যেমন প্রতিপদ হইতে অল্প

অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত॥ ৬৪

তিরোতা-ধানশী।

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বরনারী॥
তুঁহু ত নাগর-গুরু হাম অগেয়ান।
কেলিকলা সব তুহুঁ ভালে জান॥
ফুয়ল কবরী মোর টুটল হার।
হাম অবুঝ নারী তুহুঁ ত গোঙার॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান॥ ৬৫

তিরোতা-ধানশী।

চাণুর-মরদন তুহু বনমালী।
শিরীষ-কুসুম হাম কমলিনী নারী॥

অল্প বাড়িতে থাকে, তদ্রূপ অল্প অল্প রতি চাহ ত নিত্য হইতে পারে। থোরি—অল্প, ছোট। ছোট স্তনে হস্ত পূর্ণ হইবে না॥ ৬৪

হঠ—বল-প্রকাশ। অগেয়ান—অজ্ঞান। ফুয়ল—আলুলায়িত হইল, খুলিয়া গেল। টুটল—ছিঁড়িয়া গেল॥ ৬৫

চাণুর-মরদন—চাণুর-মর্দ্দন, চাণুর-দৈত্যনাশক (অতি কঠোর কলেবর)।

দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।
করি-করে সোঁপল মালতী-মাদ ॥
নয়নক অঞ্জন নি-রঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল ॥
বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম ॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ ॥
রসবতী নাগরী রস মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ ॥ ৬৬

তিরোতা-ধানশী।

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ-পাতক লাগয়ে তোয় ॥
তুহুঁ রস-আগর নাগর ঢীট।
হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ ॥
রস-পরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ ॥

মাদ—দাম, মালা, (বর্ণ বিপর্য্যয়)। নি-রঞ্জন—রঞ্জনশূন্য, রঞ্জকতাশূন্য। নয়নের অঞ্জনরাগ নষ্ট হইল। মৃগমদ—মৃগনাভি। ভিগি—ভিজিয়া। মরিযাদ—মর্য্যাদা। রসবতী নাগরীর কাছে রসের মর্য্যাদা, অতএব বিদ্যাপতি কহেন, রসের সাধ পূরিবে ॥ ৬৬

তিরিবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। লাগয়ে—লাগিবে, হইবে। আগর—আগার, আলয়। রস আগর—রসের আলয়। অথবা অগ্র্য, অগ্রগণ্য। রসিকতায় অগ্রগণ্য। ঢীট—চতুর, শঠ। তীত—তিক্ত। মীঠ—মিষ্ট। কাঁপ—কম্প। রসপ্রসঙ্গে আমার কম্প উপস্থিত হয় (উঠয়ে)। শ্রীমতী

অসময়ে আশ না পূরই কান।
ভাল জন না করে বিরস পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।
ফলহুঁ না মিঠই হোয়ত কাঁচ॥ ৬৭

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ॥
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেও ত জীবন হামার॥
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি-রণ ভীর॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপধনে দারিদ তিয়াস॥

এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের জন্য ব্যগ্র হইলেন, (তখন) বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় শ্রীমতী অস্থির হইয়া উঠিলেন। করলহি—করিল। অর্থাৎ ঝাঁপ করিল—অস্থির হইল অথবা রসের প্রসঙ্গে আমার (এমন) কম্প উপস্থিত হয়, (যে তখন আমাকে দেখিলে বোধ হয়) যেন বাণবিদ্ধা হরিণী ঝম্প (ঝাঁপ) অর্থাৎ অতীব চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। সাঁচ—সত্য। কাঁচ——কাঁচা। ফলও কাঁচা থাকিতে মিষ্ট হয় না॥ ৬৭

অথির—অস্থির। 'অথির' হইতে 'ব্যবহার' পর্য্যন্ত—গুরু মদন, শর-সন্ধান নূতন শিখাইয়াছে, তাই সন্ধানে স্থিরতা নাই। শিক্ষা কিন্ত হইয়াছে, নতুবা অজ্ঞ হইলে, ও শরের ব্যবহার হইত না। (তা হউক, তথাপি কিন্তু শ্রীমতী বলিলেন,) "বলে নাহি লেও"—ইত্যাদি। হামার—আমার। আরতি—আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা। ভীর—ভীরু। চীর—বস্ত্র। লেশ—

মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অনুকূল॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম॥
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান॥ ৬৮

লেশমাত্রও, অল্পমাত্রও। দারিদ—দরিদ্র। তিয়াস—তৃষ্ণা, পিপাসা। মাধবি—মাধবে, বৈশাখ মাসে। ভোখিল—বুভুক্ষু, ক্ষুধিত॥ ৬৮

অভিসার।

ভূপালী।

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খনে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা॥
বিহি-পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই লখই নাহি পারা॥
সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মাধবী ভানত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই॥ ৬৯

রয়নি, রজনি, রাত্রি। ভীমভুজঙ্গম—ভীষণসর্পযুক্ত। সরণা—সরণি, পথ। বিধাতার পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অবিঘিনে—অবিঘ্নে। করু—করুক। আমার কৃত অপরাধে যেন সুন্দরীর অভিসারে বিঘ্ন না ঘটে। পঙ্কা—পঙ্কিল। খলই—স্খলিত হইতে হয়। লখই—লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। (এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্ণনা)। সব যোনি—সর্ব্বপ্রাণী। পালটি—ফিরিয়া, কুণ্ঠিত হইয়া অথবা চাহিয়া। ভুলালি—ভুলাইল, ভুলাইয়াছে। ভানত—ভাণে, অনুকরণে অথবা ভাণ করিয়া রূপ ধরিয়া। লোলী—লোলা, চপলা, বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের; অথবা লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন, শ্রীমতী আসিতেছেন, তখন আনন্দে তিনি বলিলেন,—সব যোনি ইত্যাদি—শ্রীমতী মাধবী হইলেও

তিরোতা।

করিবর-রাজহংস- গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত-দণ্ড, হেম-মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ-লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী,
জিনি আধ-বিধু বর ভালে॥
নলিনী চকোর, সফরী, সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল, গরুড়চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি॥
কনক-মুকুর, শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর, প্রবালে।
দশন মুকুতা, জিনি কুন্দ করগবীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥

বিদ্যুতের ভাগে পালটি সব-যোনি ভুলাইযাছেন এবং আসিতেছেন। অথবা যেন স্বয়ং লক্ষ্মীই মানবী ভাগে আসিতেছেন। ৬৯

তড়িত-দণ্ড—বিদ্যুল্লতা। ভাঙ লতা—ভ্রূলতা। আধ-বিধু—অর্দ্ধচন্দ্র। বর—সুন্দর। গিধিনী—গৃধ্র হইতে। বিশেখি—বিশেষী, উৎকৃষ্ট। করগবীজ—করকবীজ দাড়িম্ববীজ। কটৰি—কটিশ, খুবি, বাণী। বল্লরী—লতা। তরঙ্গিণীরঙ্গ—নদী লহরী। ইন্দুরত্ন—মুক্তা। অথবা দুই পদ, ইন্দু—চন্দ্র ও রত্ন। শ্রীমতীর দেহ,—তড়িত দণ্ড ও হেমমঞ্জরী; কুন্তল,—জলধর, তিমির ও চামর; অলকা,—ভৃঙ্গ ও শৈবাল; ভাঙলতা,—ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী; ভাল,—আধ-বিধু; আঁখি,—নলিনী, চকোর, শফরী, ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জন; নাসা,—তিলফুল ও গরুড়-চঞ্চু; শ্রবণ,—গৃধিনী; মুখ,—কনক-মুকুর, শশী ও

বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরি,
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ, বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা॥
লোমলতাবলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভ॥
ঊরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম-বীজ, ইন্দু-রতন জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মুরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা॥ ৭০

কমল; অধর,—বিম্ব ও প্রবাল; দশন মুকুতা,—কুন্দ, করকবীজ; কণ্ঠ,—কম্বু; কুচ,—বেল, তাল, হেমকলস, গিরি ও কটরি (কটোরা); বাহু,—মৃণাল, পাশ ও বল্লরী; মধ্যদেশ, (মাঝা),—ডমরু ও সিংহ; লোমলতাবলী,—শৈবাল ও কজ্জল; ত্রিবলী,—তরঙ্গিণীরঙ্গ; নাভি,—সরোবর, সরোরুহদল; নিতম্ব,—গজকুম্ভ; ঊরু,—কদলী ও করিবরকর (হস্তীর শুণ্ড); পদ ও করতল,—স্থলপদ্ম; নখ,—দাড়িম্ববীজ, ইন্দুরত্ন এবং বাণী,—পিক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট॥ ৭০

তিরোতা।

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল ষোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয়॥
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি॥
অধর-সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দূর-সমীপ বসায়ল মোতি॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহু নিষ্কলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥ ৭১

শুনইছে—শুনিয়াছেন। চান্দকি চোরি—চন্দ্র, চৌর্য্য, চন্দ্রাপহরণ। মুখ ঢাক, অপহৃত চন্দ্রই তোমার মুখ কিনা। রাজা ঘরে ঘরে যে প্রহরী ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা। অবহি—এখনি। হাসি—হাসিয়া। বিজোরি—বিদ্যুৎ। বাণীক—কথার। বোলবি—বলিবে, (ভাবার্থ) মৃদু (থোরি) কথা কহিবে। অধর সিন্দুর, আর দশন মুক্তা বলিয়া উপমিত হইয়াছে। 'শুন' হইতে 'লেশ' পর্য্যন্ত—পাছে স্বপ্নেও সামান্য বিপদ হয়, এইজন্য আমার হিত-উপদেশ শুন। 'চান্দক' হইতে 'নিশঙ্ক' পর্য্যন্ত—বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমার মনে শঙ্কা নাই। কেননা, চাঁদ চুরি হয় নাই, যাই। তুমি ত চাঁদ চুরি কর নাই যে, রাজার ভয়ে ভীত হইবে? চাঁদের পার্থক্য-হইয়াছে কলঙ্ক হইতে; চাঁদ কলঙ্কী আর তুমি

কেদার।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরি আন॥ ৭২

অর্থাৎ তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক। অপহৃত চন্দ্র তোমার মুখ হইলে তাহাতেও কলঙ্ক থাকিত॥ ৭১

পন্থ—পথ। সঞে—হইতে। মুদরি—মুদ্রিত করিয়া, খুলিয়া। সগরি—সকল। মঞ্জীর—নূপুর। মনমথে—মদন দ্বারা, মদনপ্রভাবে। উজিয়ার—উজ্জ্বল। বিঘিনি—বিঘ্ন। বিথারিত—বিস্তারিত। বাট—পথ। ‘বিঘিনি’ হইতে ‘কাট’ পর্য্যন্ত—পথের সকল বিঘ্ন প্রেমের অস্ত্রে কাটিয়া। ৭২

কেদার।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি কৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী করল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে করল অভিসার॥
ধম্মিল্ল লোল জুট করি বন্ধ।
পরিহণ-বসন আনহি করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয় করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর-রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেল।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥ ৭৩

সোয়াথ—স্বস্তি। সুন্দরী সন্দেহে পড়িলেন, কি করি: কতয়ে—কতই, কত। পরিশেষে পুরুষবেশে অভিসার করিলেন। লোল ধম্মিল্লকে অর্থাৎ শিথিল-বেণীকে ঝুঁট (চূড়া) করিয়া বাঁধিলেন। পরিহণ-বসন—পরিধেয় বস্ত্র। ছন্দ—প্রকার। পরিধেয় বস্ত্র অন্য প্রকার করিলেন। অর্থাৎ অন্য প্রকার বা অন্য প্রকারে কাপড় পরিলেন। সম্বরু—ঢাকা। চিহ্নই—চিনিলেন। মাধব শ্রীমতীকে এইরূপে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না, ধন্দ—ধন্দে, অর্থাৎ ভ্রমে পড়িলেন, তারপর শ্রীমতী স্পর্শ করিলে মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল॥ ৭৩

বসন্ত-লীলা।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়ল নিশান
পাটল তূণ অশোক দল বান॥

পতি, রাজ পুনরুক্ত; অর্থ ঋতুপতি বা ঋতুরাজ। অথবা রাজ—শোভা-সম্পন্ন। ধাওল ইত্যাদি—মাধবীলতার পথে ধাবিত হইল। পৌগণ্ড—"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি" পঞ্চম বর্ষের পর দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। শীতে সূর্য্যকিরণের শৈশব, অর্থাৎ কৌমার অবস্থা, বসন্তে শৈশব অতিক্রান্ত, প্রখরতার দ্বিতীয় সোপান। কেশর-কুসুম—হরিদ্রাভ নাগকেশর পুষ্প। পীঠল বৃক্ষের নূতন পত্র রাজার আসন হইল অথবা নূতন পত্র আসনের পীঠ হইল। কাঞ্চন-কুসুম—ধুস্তুর পুষ্প। ধুস্তুরপুষ্প ছত্রাকার কিনা। মৌলি—মুকুট। রসাল—আম্র। তায়—মাথায়। দ্বিজকুল—পক্ষিগণ, অথচ ব্রাহ্মণগণ। কুসুম-রেণু

কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥
নববৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥ ৭৪

মায়ুর।

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দীপুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নবনবপ্রেম-বিভোর ॥

চন্দ্রাতপ স্বরূপ হইল। কুন্দ ও বিল্লিতরু (বেলাফুলের গাছ) নিশান ধরিল। পাটল-(পারুল)-পুষ্প,—তূণ এবং অশোক-পুষ্পের দল (পাপড়ি),—বান, বাণ। কিংশুক—পলাশপুষ্প। ইহার আকার ধনুকের ন্যায়। লবঙ্গলতা, ধনুকের গুণ, ছিলা সুতরাং কিংশুক ও লবঙ্গলতা জ্যাযুক্ত ধনুঃস্বরূপা। এই সব একত্র দেখিয়া শিশির-ঋতু আগেই ভঙ্গ দিল। সবহুঁ—সমস্তই। সৈন্য০ মধুমক্ষিকাকুল সাজিয়া শিশির-ঋতুর সমস্তই নির্মূল করিল। উধারল—উদ্ধার করিল। সরসিজ—পদ্মকে। পদ্ম প্রাণ পাইয়া নিজ নবদলে আসন দান করিল ॥ ৭৪

নওল—নবীন। কিশোর—একাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত

নবীন রসাল-   মুকুল-মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব-যুবতীগণ   চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায় ॥
নব যুবরাজ,   নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐ   নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ৭৫

বিহাগড়া।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর-রসরাজ ॥
মধুর-যুবতীগণ-সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ ॥

বয়স্ক পুরুষের নাম কিশোর। মাতিয়া—মত্ত অথবা মত্ত হইয়া, অথবা-পক্ষে মধু—মধু দ্বারা, পানে। উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া। মাতি—মত্ত বা মত্ত করে। ৭৫

মধু—বসন্ত। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। মধুর রস—শৃঙ্গার রস। নটন—নৃত্য। নটিনী—নৃত্যপরায়ণা রাধা। নট—শ্রীকৃষ্ণ। ৭৬

মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৭৬

কল্যাণ বা বসন্ত।

ঋতুপতি-রাতি রসিকবর রাজ।
রসময়-রাস-রভস-রস মাঝ॥
রসবতী রমণী রতন ধনী রাই।
রাস-রসিক সহ রস অবগাই॥
রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব মহতীক পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥ ৭৭

ঋতুপতি-রাতি—বসন্ত-রজনী, বসন্ত রজনীতে। রাজ—বিরাজ করিতেছেন। রসময় ইত্যাদি—রসময়-রাসলীলা-রসের মধ্যে রসিকা রমণীরত্ন রাই, রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের সহিত রসে অবগাহন করিতেছেন। নটই—নটতি, নৃত্য করিতেছেন। রণরণি—রুণুরুণু (অব্যক্তশব্দ)। রটই—রটতি, বাজিতেছে। রহি রহি—থাকিয়া থাকিয়া। (নায়ক বা রঙ্গিণীগণ) রতিরত-রাগিণীগণের রমণ রসবন্ত বসন্ত রাগেরই রচনা (অবতারণা) করিতেছেন। রতিরত—শৃঙ্গাররসোদ্দীপক। রমণ—পতি। রসবন্ত—রসপূর্ণ। এই দুটী বিশেষণ বসন্ত রাগের। অথবা রতিরত—রতিক্রীড়ারত। রাগিণী—অনুরক্তা কামিনী। রসবন্ত—রসিক। রতিরত-কামিনীবল্লভ রসিক কৃষ্ণ, বসন্ত রাগের রচনা করিতেছেন। রবাব, মহতীক—মহতী এবং পিনাশ—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ॥ ৭৭

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ধেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী-মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি॥ ৭৮

দ্রিগিদ্রিগি ইত্যাদি কতিপয় শব্দ অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ। কলাবতী—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি-কলাভিজ্ঞা শ্রীমতী। তাল-প্রবন্ধক—তালনির্দেশক। ধ্বনিয়া—ধ্বনি। করু—করিতেছেন। ডম্ফ, মাদল—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। বলয়া কনয়ামণি—কনক মণিময় বলয়। নিধুবনে-রাস—রাসক্রীড়ায়। উতরোল—উচ্চধ্বনি। স্বরমণ্ডল—স্বরসমূহ। বীণা রবাব এবং মুরজ-বাদ্যের স্বরমণ্ডল। শেষোক্ত স্বরমণ্ডল বাদ্যবিশেষ। রাব—শব্দ। 'শ্রম' হইতে 'মোতি' পর্য্যন্ত—অতিশ্রমে স্খলিত এবং বিশীর্ণ কবরীস্থিত মালতী-মালা, মুক্তা ছড়াইল অর্থাৎ মালা ছিঁড়িয়া গেল, মুক্তার ন্যায় এক একটী পুষ্প খসিয়া পড়িল। হোতি—হইতেছে। যথোচিত-বর্ণনে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত বিদ্যাপতির চিত্তে ক্ষোভ হইতেছে॥ ৭৮

বিভাস।

রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব-জলধরে ডাকি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারি আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই॥ ৭৯

পাই॥ ৭৯

মান।

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বর কান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক ত্যজি কাচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস॥
ক্ষীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥ ৮০

সিন্ধুড়া।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যামনাম তাহে নাহি পেখি॥

সুনেহ—স্নেহ। আনহি—অন্যের। মূরখ—মূর্খ। পিয়াস—পিপাসা। ছিয়ে ছিয়ে—ছিছি। কবিচম্পতি—কবিচমূপতি, কবিশ্রেষ্ঠ॥ ৮০

অবনত-বয়নী—অবনতবদনা। নাহি পেখি—দেখে না। লেখ—

অরুণ-বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস-অরুণ-কমলবর-বয়নী।
নয়ানক লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি॥
অবনত-বয়নী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥ ৮১

তিরোতা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতনহি কত পর কারে বুঝায়নু
তবু ধনী উতর না দেল॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥
তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বূল,
ধয়লহি রাইক আগে।

তাম্বূল-রাগাদি, ঢাকিয়া ফেলিল। নীরস ইত্যাদি—ক্রোধে ও ক্ষোভে শ্রীমতীর বদন তখন নীরস রক্তপদ্মের ন্যায়। নয়নের জলে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। চলয়ে ইত্যাদি—চল ভানু পূজা করি। রাই দিবসে দেব-পূজার ছলে বনে যাইতে কৃষ্ণের সহিত মিলন হইত। ৮১

মুদয়ে—মুদ্রিত করে, ঢাকে। মানই—মানিত। সো অব—সে এখন তোমা সম্বন্ধে কথাও শুনে না। কেশ, কুসুম, তৃণ ও তাম্বূল, সঙ্কেতচিহ্ন।

কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ- সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান॥ ৮২

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত॥
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥

তাহাতে কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, তুমি যদি দয়া না করিলে ত আমি—কেশ মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইব; সুন্দরি! সেই পুষ্পশয্যা আমার আর নাই, এখন তৃণশয্যা হইয়াছে, তবে যদি আমার প্রণয়োপহার এই তাম্বূল গ্রহণ কর ত রক্ষা পাই। অথবা—"অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য কেশমুণ্ডনেও প্রস্তুত আছি, ক্ষমা করিয়া, প্রণয় কুসুম গ্রহণ কর। দন্তে তৃণ করিয়া বলিতেছি, এরূপ অপরাধ আর করিব না; তোমার ক্ষমার চিহ্নস্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।" আরও অনেক ভাব আসিতে পারে। কুলিশ—বজ্র। তছু—তাহার। সিধারহ—সরল কর, মান ভাঙাও॥ ৮২

সঞ্জাত—সংযত। মান সংযত কর। তাক—তাহার। কোয়—কাহাকেও। কাটব—কাটিবে, দংশন করিবে। পরতীত—প্রতীত,

ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি ॥
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥ ৮৩

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ-বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর ॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর ॥
কিয়ে গিরিবর কনয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু পুজিত
বেড়িয়া বালক চন্দ ॥
এ করকমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা ॥

বিশ্বাসযুক্ত। শাতি—শাস্তি। উচিত শাস্তি যথা,—ভুজপাশে ইত্যাদি। তাড়ি—তাড়না করিয়া ॥ ৮৩

. গিরিবর কি কনক-কটোরা, তা দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে। অঃ বুঝি-য়াছি, হৃদয়ের উপরে, বালচন্দ্র-বেষ্টিত শিব পুজিত হইয়াছেন। বিধি যদি

চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
কানুর করহ হিত ॥ ৮৪

ধানশী।

পীন কঠিন কুচ কনয়া কটোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত্ত হরি নিল মোর ॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান ॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ মহত রাখ মোর ॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার ॥
ভণহু বিদ্যাপতি তুহু সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ-সমান ॥ ৮৫

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ ॥

যায় না হন—এ কর-কমলে ঐ শিব স্পর্শ করিতে চাহি। শিব,—শুভ। বাল্মচন্দ্র,—চন্দনরাগ ॥ ৮৪

হঠ—অবিবেচনা। মহত—মহত্ব, মর্য্যাদা ॥ ৮৫

বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদগদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড় ঠাঢ়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব্ দুর্জ্জয় মান॥ ৮৬

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুটয়ে সো পীতবাস॥
যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥

নিকসয়ে—নিঃসৃত হয়। ঠাঢ়ি, থাড়ি—দণ্ডায়মান থাকিয়া। জোয়—জোহে, ঔৎসুক্যের সহিত দেখে॥ ৮৬

যাক—যাহার। নাহি হেরসি—দেখিতেছ না। সাধয়ে চরণে—পায়ে

আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত॥ ৮৭

শ্রীরাগ।

হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া, মাধব লাগে॥
যাকর মরমে বৈঠে বর-নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব॥

ধরিয়া সাধিতেছে। সঙ্গাতি—সঙ্গতি, সঙ্গম, মিলন। রোই—কাঁদিয়া। তেজি—ত্যাগ করা॥ ৮৭

পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। নায়রী—নাগরী। নহ ভয়া—হই নাই। মাধব লাগে—মাধবের জন্য। যাকর—যাহার। যাহার মর্ম্মে বরনারী বাস করে, অর্থাৎ সুন্দরী রমণীগণ, যাহার অন্তরের ধন, সেই রূপজ-মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি দুই চারি দিন থাকে। অথবা অন্য সুন্দরী নারী যাহার অন্তরে থাকে, তাহার সহিত প্রীতি দুই চারি দিন থাকে। বুঝল—বুঝিলাম। বোল—কথা। ভোল—ভুল ভ্রম, ভ্রমে বা বিহ্বল। পড়িগেনু ভোল—ভ্রমে পড়িলাম, বা বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ভরমে—ভ্রমে। যব—যাবৎ। রহুঁ—রহিবে। পানি—জল। পীব—পান করিব। জানিতু—জানিতাম।

হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারী।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥ ৮৮

গান্ধার।

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
খণে সচেতন খণে অচেতন
খণে নয়ন ধরে লোর॥
রামা হে তু বড়ি কঠিন-দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-দুলহ নেহ।
তোহারি কাহিনী কহিতে লাগল
শুনই দেখই তোয়।
না ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয়॥

বাঁধয়ে চিত—চিত্তবন্ধন, প্রেম করি। বিবাধ—বন্ধন। পানি পিয়ে—জল খাইয়া পরে জাতি বিচার করিয়া কি হইবে? বিচারি—বিচার করিয়া। ৮৮

বাউর—পাগল। তু—তুমি। কঠিন-দেহ,—কঠিন-হৃদয়া। না ঘর বাহিরে—না ঘরে না বাহিরে। রহসি—রহস্য। কাঠমুরতি—কাষ্ঠমূর্ত্তি, কাষ্ঠপুত্তলিকা. কাষ্ঠপুত্তলিকা যেরূপ, সেইরূপ আছে। ৮৯

কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন-পান।
কাঠ মুরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৮৯

কামদ।

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলী ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই।
তুহুঁ ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই ॥

দিবস-তিল আধ—দিবসের তিলার্দ্ধ। অথচ শুধু সে তিলার্দ্ধ কেন সমগ্র দিনই বহিয়া যাইবে (অতিবাহিত হইবে)। সুন্দরি! হরির বধের ভাগী তুমি হইলে। কাল-বিরহ তুয়া লাগি—তুয়া কাল-বিরহ লাগি, কালস্বরূপ যে তোমার বিরহ, তজ্জন্য। রাতদিন তিনি অন্য ভাবনা করেন না। মাহা—মধ্যে। লখি—লক্ষ্য। দেই—দিয়া, অথবা দিতেছেন। বিরহসিন্ধু মধ্যে ডুবিতেছেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য আছে কেবল তোমার কুচকুম্ভের দিকে। কুম্ভ পাইলে আর ডুবিবার আশঙ্কা থাকে না কিনা। উধার—উদ্ধার কর। লেই—গ্রহণ করিয়া। উদ্ধারে প্রবৃত্তি হইলেই

লাখ-লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৯০

ভূপালী।

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহু না কহসি বাণী॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহু কাসঞে সাধবি মান॥
কো কহে কোমল-অন্তর তোয়।
তু সম কঠিন-হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥ ৯১

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
বৈছন কুটিল কান॥

ত্রিভুবনব্যাপী যশ পাইবে, তারপর উদ্ধার করিবে। হেরই—দেখিয়া। সো শুভ দিন করি মান—সে দিনকে, কানু-দর্শন দিনকে শুভ বলিয়া মান করে। সোই—সেই কানু। ৯০

এতহুঁ—এত। নহ—নহে। অবকে—এখন। কাসঞে—কাহার সহিত। তু সম—তোমার সমান। ৯১

কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড় ।
কনয়া কলস বিখে পুরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই ।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পুজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ ।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৯২

তিরোতা ।

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাশ ।
রতন ফলিবে বলি বাড়ায়নু আশ ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার ।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝানি সার ॥

অলপে—অল্পে। কঠিন কাঠ উপরে গুড় মাখিয়া মোদকাকার করিয়াছে। বিষপূর্ণ কনক কলস উপরে দুধের পুর। যাই—গিয়া। তাহার কথা শুনিয়া আমিই দুর্জ্জন হইয়াছি। কোটিকে গুটিক—এক কোটির মধ্যে এক জন। যে ফুল ত্যাগ কর, সেই ফুলেই পূজা কর, আবার সেই ফুলেই বাণ ধারণ কর; ফুল—অন্য নায়িকা। সেই ফুল,—রাধার পক্ষে বাণ সম ॥ ৯২

কাঞ্চন-জ্যোতি—সুবর্ণবর্ণ, সুবর্ণতুল্য। কুজনের প্রণয় মরণের অধীন,

জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥ ৯৩

কামদ।

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন-হীনে।
কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥
এ সখি বুঝিয়ে কহসি কটু বাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহুগুণ-হানি॥
গরল-সহোদর গুরু-পত্নীহর
রাহু-বদন উগারা।
বিরহ-হুতাশন বারিজ-নাশন
শীল গুণে শশী উজিয়ারা॥

অপেক্ষা অপকৃষ্ট। মূল—আসল। বিদ্যাপতি সখীভাবে শ্রীরাধাকে বলিতে-ছেন, কুকুরের লাঙ্গুল সরল হয় না। অর্থাৎ কুজনের মন আর কুকুর-লাঙ্গুল তুল্য॥ ৯৩

এক অন্ধতা-দোষে সব গুণই বিফল হয়। এক নির্দয়তা দোষে সকল ধর্ম বিফল হয়। তপ...আদিক—ইত্যাদি ধর্ম। ঐরূপ এক গুণও বহুদোষ নষ্ট করে, যেমন এক দোষে বহুগুণের হানি হয়। গরল-সহোদর—বিষের উৎপত্তি-স্থান সমুদ্রগর্ভ হইতে চন্দ্রেরও আবির্ভাব। (সমুদ্রমন্থন-প্রকরণ

পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী ॥
কান্নুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি শত শত
তবহি প্রতীত নহি বোলে ॥
পুনঃ পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশে ॥

দ্রষ্টব্য।) উগারা—উদ্গীর্ণ, রাহুর মুখ হইতে উদ্গীর্ণ অর্থাৎ দৈত্যোচ্ছিষ্ট। বিরহ-হুতাশ—বিরহী-বিরহিণীর পক্ষে অগ্নির ন্যায় দাহক। বারিজি—বারিজ, পদ্ম। এক শীল-গুণের—স্নিগ্ধস্বভাবের গুণে। উজিয়ারা—উজ্জ্বল, যশস্বী। পর-সুতে—কাক-শাবকের; অহিত—দারুণ অনিষ্ট-কর। পানি—পান অথবা পানকারী। একল—এক। কোকিল এক যে মধুর বোল বলে; তাহাতেই সে সব দোষ ঢাকিয়াছে। মূল—গোড়া বা সমীপ। অমূলে—মূল্যহীন, অপদার্থ। সখি! বলিব কি; কানুর সব গুণ আছে, কিন্তু সব গুণের মূলে মূল্যহীন তাহার পিরীতি। অথবা মূল—আদি। অমূলে—মূল্যহীন করিয়াছে। কানুর পিরীতই তাহার সব গুণকে আদি হইতেই মূল্যহীন করিয়াছে। এক পিরীতের দোষই কানুর সব গুণ বিফল করিয়াছে। শপথি—শপথ করে। প্রতীত নহি—(এখন আর) প্রত্যয় করি না। বিশোয়াসে—বিশ্বাস। কর—করিয়াছিলাম। কানু আলিঙ্গনাদি করিয়া যে সঙ্কেত করিয়াছিল তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে নিরাশ করিয়া অন্য রমণীর সঙ্গে সে রাত্রিযাপন করিয়াছে।

অনলহু অধিক মো তনু দহই
রতি-চীন দেখি প্রতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে ॥ ৯৪

ললিত।

অরুণ পুরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন-মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ অরবিন্দা ॥
কমল বদন কুব- লয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুম তুঅ সিরজল
কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে ॥
অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপরুব তুঅ ব্যবহারে ॥

ধরুল—থাপিল। মোহে—আমাকে। অনলহু—অনল হইতেও। মো—আমার। চীন—চিহ্ন। জীউ—জীবন। নিকসব—বাহির হইবে ॥ ৯৪

বহল—অতিবাহিত হইল। সগর নিশ—সমস্ত রাত্রি। মুনি—মুদি। তইও—তথাপি। তোহর—তোর। মুনল—মুদ্রিত বা মুদ্রিত রহিল। কুমুদিনী মুদ্রিত হইলে, অরবিন্দ (পদ্ম) প্রফুল্ল হয়, কিন্তু তোমার মুখারবিন্দ তবুও প্রফুল্ল হইল না। মধুরি—মধুর, মাধুরীযুক্ত। তুঅ—তোমার। সিরজল—সৃজিল, সৃষ্টি করিল। তোমার সকল শরীর কুসুমে সৃষ্টি করিয়াছে। কিঅ—কি। দঈ—দিয়া। পখানে—পাষাণ। পাষাণ দিয়া কি

অবগুণ পরিহরি হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥ ৯৫

ধানশী।

চরণ নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে-লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ-তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান॥

হৃদয় হজিল? অসকতি—অশক্ত। নহি পরিহসি—পরিধান কর না। গরুয়—গুরু, অভেদ্য। মুঞ্চসি—ত্যাগ করিতেছ। অপরুব—অপরূপ। অবগুণ—অপগুণ, দোষ। কৃষ্ণের দোষ ক্ষমা করিয়া। হরখি—হর্ষে, বা হৃষ্ট করিয়া, আমাদিগকে আনন্দিত করিয়া। হরু—হরণ কর। অবধি—সীমা। বিহানে—প্রাতঃকালে। মানের সীমা হরণ কর। ৯৫

চরণের নখর-মণি যাহাতে রঞ্জিত অর্থাৎ শ্যাম-প্রভায় প্রভাবিত হয়, এইরূপ ছাদে ধরণীতে লোটায়ল; ভাবার্থ হইল,—পদপ্রান্তে ভূতলে লুটাইল। অথবা নখর-মণি-রঞ্জন—নখরঞ্জনী, নরুন। নরুন যে ভাবে থাকে, গোকুলচাঁদ সেই ভাবে লুণ্ঠিত হইলেন। 'দণ্ডবৎ' প্রণতি প্রসিদ্ধ কথা। এখানে চরণের নখের কাছে প্রণতি বলিয়া 'নখরঞ্জনীবৎ' বলা হইল; অষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হওয়াই তাৎপর্য্য। ঢরকি ঢরকি—উচ্ছলিত হইয়া। তিমির—নেত্ররোগ-বিশেষ। রোষরূপ তিমির যে এত বৈরী, তা কি জানি?

নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই॥ ৯৬

তিরোতা বা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥

ইহার জন্য আমার কুঙ্কুমরাগ বস্ত্রকেও গৈরিক মাটী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ভাগি—ভাগ্য। মোহে—আমাকে। সমুঝাই—বুঝাও॥ ৯৬

গরবী—গর্ব্বী। বসই—বসিয়া, বাস করিয়া, থাকিয়া। ঐছে—ঐরূপ। যৈছে—যেরূপে, যেরূপ করিলে। হসই—হাসে। চাই—দেখিয়া। চতুরাই—চাতুর্য্য। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, হাত উলটাইবে। হাত উল্টানর অর্থ 'কি জানি'। বান্ধবি—বান্ধিবে। বচন-বন্ধন করিবে না, অর্থাৎ কথায় যোগ দিবে না। মোয়—মোর, আমার। যে হৃদয়ে

সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ ৯৭

ধানশী।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী করলি পয়াণি॥
দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি॥
হেরইতে নাগর আওল তহি।
কি করহ এ সখি, আওল কাহি॥
হামারি বচন কিছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সো মানিনী ঠাম॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহে পূরল আশ॥ ৯৮

লাগে, তখন এইরূপ জানাইবে। সখীগণ গণনায় অর্থাৎ সখীগণের মধ্যে তুমিই চতুরা, তোমাকে আর চতুরতা কি শিখাইব? ৯৭

শুনইতে—শুনিয়া। পয়াণি—প্রয়াণ, গমন। দূর সঞে—দূর হইতে। তোড়ই—ছিঁড়িতে লাগিল। ফেরি—ফিরিয়া। বিপরীত দিকে চাহিয়া ফুল ছিঁড়িতে লাগিল। তহি—তথায়। কাহি—কেন বা কোথায়। আওল—আসিয়াছ। শুনি ইত্যাদি—সখী কৃষ্ণেরই যেন হিতার্থে অনেক পরামর্শ দিল॥ ৯৮

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে ॥
গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আন হিঁঅবতারা ॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী-চয় লখি না লখি ॥
শুনি ধনি মনো হৃদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপুর ॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল ॥ ১৯

(কৃষ্ণ আসিয়া বলিলেন,) পরিহর—পরিত্যাগ করিতেছ। উদয়—উদই, উদিত হয়। আন—অন্য, স্বতন্ত্র। চন্দ্র এক স্বতন্ত্র অবতার। সুন্দরী স্ত্রী জগতে অনেক আছে, কিন্তু তুমি এক স্বতন্ত্র বস্তু। বিশেখি—বিশেষ করিয়া আর বলিব কি? লখিমী—লক্ষ্মী। লখি—লক্ষ্য করি। লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী। লক্ষ্মীসদৃশ রূপবতী বহু লক্ষ রমণীকেও আমি লক্ষ্য করি কি, না করি, অনুরাগ ত দূরের কথা? একবার দৃষ্টিপাতও করি না বোধ হয়। হৃদি—হৃদ্য, প্রিয়। এই প্রিয় কথা শুনিয়া শ্রীমতীর মন (অনুতাপে) কাঁদিতে লাগিল এবং মনে মনে তিনি পূর—পূর্ণ, অনুতাপযুক্ত, তৃপ্ত হইলেন। অথবা মনো-হৃদি—মনোহৃদ্য, মনঃপ্রিয় (একপদ) মনঃপ্রিয় কথা শুনিয়া ধনী (আনন্দে) অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন তিনি মনে মনে পুড়িতে (অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে) লাগিলেন। পুর—পুড়, পুড়িতে লাগিল। পুড় পাঠও আছে। ভৈগেল—হইয়া গেল, চুকিয়া গেল ॥ ১৯

মানান্তে মিলন ও প্রেম-বৈচিত্র্য।

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
নাগরে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদগদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব্ নাহি ভেল॥
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ১০০

অমিয়া-সরোবরে—অমৃত-সরোবরে। পরিরম্ভ—আলিঙ্গন। সুবদনীর তনু যেন স্তম্ভিত হইল। আগোরল—আগলাইল, লইল। সঙ্কীর্ণ রস—মিশ্রিত রস। মানের পর মানিনীর মনে যুগপৎ নানাভাবের উদয় হয় কিনা। নিরবাহ—নির্ব্বাহ। মানান্তেও মনের সম্পূর্ণ প্রসন্নতা হয় নাই বলিয়া শ্রীমতীর হৃদয় সরস হইয়াও বিরস এবং নয়ন সজল। উরে—বক্ষে। মনহি—মনে। তোড়ল—খুলিল। হরির সুখে তখন রাধার মন্দ (অল্প)

ভূপালী।

অপরূপ রাধা-মাধব-সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁজন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ১০১

ভূপালী।

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন,
ঘন ঘন নূপুর বাজে।

অঙ্গীকার হইল। যাহক—যাহের। সুখ কি দুখ—"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা"। চুম্বই—চুম্বন করিলেন॥ ১০০

মাহা—মধ্যে॥ ১০১

চুল খুলিয়া মুখমণ্ডলে মিলিত হইয়াছে (পড়িয়াছে)। বহি—বহিয়া,

নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ॥ ১০২

ধানশী।

আকুল অলক বেঢ়ল মুখ শোভা।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা॥
কুন্তল কুসুম মাল করু সঙ্গ।
জনু যমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ॥
বড় অপরূপ দুহে অচেতন ভেলি।
বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি॥
প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
বদন সোহায়ল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু॥

মুছিয়া। বিদ্যাপতি-পতি—শ্রীকৃষ্ণ। গাহক—গ্রাহক। অথবা পতি—পতির, শ্রীকৃষ্ণের। গাহক—গা । যমুনা,—কৃষ্ণ। গঙ্গতরঙ্গ—গঙ্গা-তরঙ্গ, রাধা॥ ১০২

আকুল—বিস্তীর্ণ, ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত। শ্রীমতীর কুন্তল ও শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত পুষ্পমালা মিলিত হইল। ওজ—ওজসা, সতেজে, আগ্রহ সহকারে। অথবা ওজ—অব্জ, পদ্ম। সুমুখি (সুমুখী) প্রিয়তমের মুখে পদ্ম চুম্বন করিলেন, অর্থাৎ প্রিয়তমের মুখই পদ্ম। এই অর্থ অপেক্ষা পূর্ব্ব অর্থ উত্তম। চাঁদ,—শ্রীরাধার মুখ; পদ্ম,—শ্রীকৃষ্ণের মুখ। চাঁদ অধোমুখে—চন্দ্র

কুচযুগ উপর বিলম্বিত হার।
কনক কলস পর দুধক ধার॥
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ে রণ বাজন বাজ॥
ভনই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কামকলা জিনি বচন হামারি॥ ১০৩

ভূপালী।

মদন-মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশীমুখী হাসি হাস করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুনঃ মাতল দুহুঁ শর হান।
বিদ্যাপতি কহ সো রসগান॥ ১০৪

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পীরিতি সমান॥

অধোমুখ হইয়া। সোহায়ল—শোভিত করিল। মদন ইত্যাদি—মদন-মুক্তা দিয়া চন্দ্রের পূজা করিলেন। ঘর্ম্মবিন্দু,—মুক্তা। চন্দ্র,—শ্রীরাধার মুখ। রবয়ে—রব করে॥ ১০৩
শাই॥ ১০৪

পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ১০৫

বরাড়ী।

তুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কেহ নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁজন ভেদ করই নাহি পার॥
যোখল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরনু লেহ॥

সিন্ধুক ধারা—সমুদ্রের জল। সিঞ্চি—সেচন করি, সেঁচিয়া ফেলিতে পারি। এত অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবপর হইলেও সুজনের প্রীতি-দূর-হওয়া রূপ অতি অসম্ভব ব্যাপার কখনই সম্ভাব্য হয় না॥ ১০৫

গুণে নাহি ওর—গুণের সীমা নাই। উভয়ের সম্মিলন হইল, জোড় ভাঙ্গে না, বিচ্ছেদ হইল না। পরকার—প্রকার। কে কত প্রকার না করিয়াছে তথাপি দুইজনের ভেদ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে নাই। যোখল—(১) যোহলু, অনুসন্ধান করিলাম। (২) যোখা—পরিমাণ করা, পরিমাণ করিলাম। (৩) সেবা করিলাম, পর্য্যটন করিলাম, 'জুষ' ধাতু হইতে যোখল। (৪) যোখল—প্রীতিযুক্ত। (৫) যো খল—যে খল। (১) ভূতলের সকল গৃহ অনুসন্ধান করিলাম, (২) পরিমাণ করিলাম, (৩) সেবা করিলাম, (৪) মহীতলের সকল গৃহই প্রীতিযুক্ত, কিছু না কিছু কাহার না কাহার উপর প্রীতি গৃহস্থ মাত্রেরই আছে, কিন্তু দুগ্ধ ও জলের ন্যায় প্রীতি আর দেখিলাম না। (৫) (পূর্ব্বের সহিত অন্বয়) যে খল, (তাহার অস্তিত্ব) ভূতলের সকল গৃহেই আছে কিনা। সকল অর্থই কষ্ট-কল্পিত, প্রথম কিছু

যব-কোই-বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দণ্ড দেই নিসরিতে পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমডি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥
ভনহু বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।
রাধামাধব ঐছন লেহ॥ ১০৬

বিভাস।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপল চন্দ॥

ভাল। যব-কোই-বেরি—যে কোন বারে, যে কোন সময়ে। আনলমুখ—অনলমুখে, অগ্নির উপরে। ক্ষীর—দুগ্ধে। তবহুঁ—তখনি। দণ্ড—কাঠি অথচ সাজা। উমডি—উথোলি হইয়া, স্ফীত হইয়া, উথলিয়া, বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া। তাপে—দুঃখে, অথচ উত্তাপে। বিরহ-বিয়োগ—দুইটী পদ, বিরহের দুঃসহতার জ্ঞাপক। আগ—অগ্নিতে। পানি—জল। যখনই জলের সঙ্গ ছাড়াইবার জন্য দুগ্ধকে আগুনে চড়াইয়া দণ্ড দেওয়া হয়, তখনই সে তাপে বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অসহ্য বিরহে আগুনে ঝাঁপ দেয়। তাহাতে তখন জল দিলে তবে শান্ত হয়। এতনি—এতটা। সুরেহ—সুরেখা, সুচিহ্ন, উত্তম নিদর্শন। অথবা সুরেহ—স্নেহ॥১০৬

ধন্দ—বিস্ময়কর ব্যাপার। চপলে—চপলা, বিদ্যুৎ। উৎপল—পদ্ম। যেন জলধরকে চপলা এবং নীল উৎপলকে চন্দ্র ঢাকিল। শিখিনী—ময়ূরী। আনন্দ—অনন্ত।, বিদ্যুৎ,—শ্রীমতী। জলধর,—শ্রীকৃষ্ণ।, নীল উৎপল,—শ্রীকৃষ্ণের বদন। চন্দ্র,—শ্রীমতীর বদন। কণী,—অধোমুখে

ফণী মণিবর   উগরে নিরখি
        শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে   সুর-তরঙ্গিণী
        কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ   করু কলরব
        নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে   তুরিষতিক হু
        ঐছন সকল শোহে॥
নাকব গোপনে,   নিজ পরিজনে
        ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত   রূপায়ে তাহারি
        কোন জান ইহ গান॥ ১০৭

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়ক অভিলাষ॥
মানায়ত নাগর দূরে রভ লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥

লম্বিত বেণী। মণিবর,—বেণী-অগ্রে স্থিত মুক্তা। শিখিনী,—শ্রীকৃষ্ণের চূড়া-ভূষণ ময়ূর-পুচ্ছ। সুমেরু,—স্তন। সুরতরঙ্গিণী,—হার। তুরিষতিক হু—তৌর্য্যত্রিক হইল। শোহে—শোভে॥ ১০৭

মানায়ত—মানাইল, সেই কার্য্য করিতে স্বীকার করাইল। নায়র—নাগর। অধোমুখ হওয়াতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে' পড়ে হইল, এবং আই

শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
তুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রম-জলবিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক-কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচযুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥ ১০৮

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধররাজ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়লু সেই ঠাম॥

হাত দিয়া ধরিলেন। কৈছে—করিয়াছ বা করিয়াছে। তোহারি—তোহারে, তোমাকে; অথবা 'তোমাকে' উহ্য। তোহারি—তোমার, তোমার মুরারি। (এই পদ হইতে ১৩০ পদ পর্য্যন্ত, নানাস্থলে, নানাদিনের বিবিধ লীলা-কথা শ্রীমতীর মুখে কবি প্রকাশ করিতেছেন)॥ ১০৮

সরম—লজ্জা। ভরম—ভ্রম, বা জাঁক (ভড়ং)। জলধর,—কুন্তল। ধরাধর,—শ্রীমতীর নিতম্ব বা স্তন। মরকত—নীলকান্তমণি। শ্রীমতী মরকত-মণি দর্পণের দিকে চাহিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন, মণিদর্পণে গৃহমধ্যস্থ সকল বস্তুরই প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছিলেন।

পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান ॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহনু হিয়ে আনন গোই ॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি।
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি ॥
মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম ॥ ১০৯

ধানশী।

কহ কহ সুন্দরি রজনী-বিলাস।
কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ ॥
কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ ॥

তবে প্রতিবিম্বে সকল বস্তুরই বর্ণ এক মরকতের ন্যায়ই বোধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া একস্থানে শয়ন করিলেন, তাঁহার প্রতিবিম্ব কিন্তু মরকত-দর্পণে পড়ে নাই ; কেননা, তাঁহার বর্ণ মরকত মণিরই তুল্য ; বর্ণ সমান হইলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। দর্পণ-নিহিত-নয়না শ্রীমতী, আপনার পাদচারণ ভূমির প্রতিবিম্ব দেখিলেও শ্রীকৃষ্ণের শরীর-প্রতিবিম্ব দেখিতে না পাইয়া, তাহাতে পা বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। পরিধেয় বসন এলোমেলো হইয়া গেল। তখন চাহিয়া দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না,—এটা কি মরকত-দর্পণ না শ্রীকৃষ্ণ ? যা হউক, অনুমান করিলেন সেই নাগরই বটে। তার পর তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। এই ঘটনাটীর পরিচয় শ্রীমতী, সখীর নিকট দিতেছেন, 'মরকত' হইতে 'সমাধান' পর্য্যন্ত। নিবাসে—বস্ত্রহীন স্থানে, বস্ত্রহীন অঙ্গে, বস্ত্র দিলেন। আনন—মুখ। লজ্জায় নাগরের বুকে মুখ লুকাইয়া রহিলাম। ১০৯

অনুমান করি—ঠাহরিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া। 'মুরারি' পর্য্যন্ত সখীর

অখিল ভুবন মাহা তুহু বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজমোতি-হার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥ ১১০

ভাটিয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে তিমির সঞ্চায়ল
আঁতরে সুরধুনি ধারা।

উক্তি; তৎপরে রাধার। গজমোতি-হার—গজ-মুক্তার হার। উতারি—উন্মোচন করিয়া। ফুয়ল—এলান, আলুলায়িত॥ ১১০

পরতেক—প্রত্যক্ষ। সঞ্চায়ল—বিরাজ করিতে লাগিল। আঁতরে—

তরল তিমির　　　　শশী সুর গরাসল
　　চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল　　　　ধরাধর উলটল
　　ধরণী ডগমগি ডোলে।
খরতর বেগ　　　　সমীরণ সঞ্চরু
　　চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধি　　　　জলে জনু ঝাঁপল
　　ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত　　　　কথা পতিয়ায়ব
　　কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১১১

বিভাস।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥
ঘরে মোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥

অন্তরে। সুর—সূর্য্য। ডোলে—দোলে। চঞ্চরীগণ—ভ্রমরীগণ। তড়িৎ-লতা,—শ্রীমতী। তিমির,—শ্রীকৃষ্ণ। সুরধুনী-ধারা,—মুক্তাহার। তরল-তিমির,—শ্রীকৃষ্ণের মুখ। শশী-সূর্য্য,—শ্রীমতীর কপোলদ্বয়। তারা,—কবরীর পুষ্প ও মুক্তা। অম্বর,—বস্ত্র, অথবা আকাশ। ধরাধর,—স্তন। ধরণী,—নিতম্ব। সমীরণ,—নিশ্বাসবায়ু। ভ্রমরগণ,—নূপুরকঙ্কণ। প্রলয়-সমুদ্রজল,—ঘর্ম্মাদি। ইহ নহ ইত্যাদি—অথচ যুগাবসান এখন নহে॥ ১১১

শাশ—শ্বশ্রু, শাশুড়ী। তহিঁ—তথায়, বা তখন। ঘর মে—তাব-

চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানি ॥ ১১২

সুহই।

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই-বালাই তার নিয়ে ॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পীরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥ ১১৩

বিশেষ-ব্যঞ্জক অনুকরণ-শব্দ, যথা—দুরু দুরু। চিরথাই—চিরস্থায়ী। মুখ ফিরিয়া কেন না প্রিয়কে হৃদয়ে করিলে ॥ ১১২

নিছিয়া—ছাঁকিয়া। দিয়ে—দিই। গড়ের—প্রণামের, নত হওয়ার, নত হইয়া কুটা (তৃণ) লইয়া তাহা মস্তকে ঠেকান (স্ত্রীলোকের মঙ্গলাচার-বিশেষ। নিয়ে—লই। শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় শ্রীমতী দিতেছেন, হাত দিয়া ইত্যাদি। মুখানি—মুখখানি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, তাহার প্রীতি তোমার নিকটে এইরূপই বোধ হয় ॥ ১১৩

কামোদ।

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দন্দ উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে॥
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর-হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজ দরশি মনবাধা॥
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছুই বুঝই না পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান॥
রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তাহি মধ্যত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ ১১৪

ধানশী।

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখি করি খত লিখি দেহ॥

নিবসই—নিবসতি, বসিয়াছেন। শয়নক—শয্যাতে। রসে রসে—রসালাপ করিতে করিতে। রোখে—রোষে। আধা হাসি—ঈষৎ হাসিয়া। অথবা হাসিয়া আধা মিনতি করু, কিঞ্চিৎ বিনয় করিলেন। ঝুট—মিথ্যা, অকারণ ও বিফল। পঞ্চবাণ ক্রোধ সমাপ্ত করিয়া তাহারই মধ্যে তখনই রহস্য বিস্তার করিলেন। সময় বুঝিয়া রাধা আবার মানিনী হইলেন॥ ১১৪

ছোড়বি কেলি-কদম্ব-বিলাস।
দূরে করবি গুরুজন আশ॥
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহু তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ॥ ১১৫

ভূপালী।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥
যোগী-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ॥
মাধ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদগদ ভেল॥
কহে তব মান-রতন দেহ মোর।
সমুঝলু তব হাম সুকপট সোর॥
যো কছু কহল তব, কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর রাজ॥

কবচ—খত। ঐরূপ খত যখন হাতে পাইব॥ ১১৫

বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই॥ ১১৬

বিভাস।

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর-মুখে কি শোভয়ে পান॥ ১১৭

বিভাস।

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥

বিনহি—বিনা। না সাধিয়া। কো—কে। সমুঝব—বুঝিবে? গেল—গেলাম। সমুঝহু—বুঝিলাম। সোয়—তাহাকে॥ ১১৬

আজুক—আজিকার। কাচ ও কাঞ্চনের মূল্য জানে না। গুঞ্জা—কুঁচ। বানরের গলায় মুক্তাহার কি শোভা পায়? ইহ রসজান—এই রসের অভিজ্ঞ, বিদ্যাপতি বলিতেছেন। বানরের মুখে কি তাম্বুলরাগ শোভা পায়? ১১৭

কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়ল তঁহি নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম-মকরন্দ॥ ১১৮

রামকেলি।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে॥
পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়ল
সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ।

শুতি—শুইয়া। রহলু—রহিলাম॥ ১১৮

কাটারি—কর্ত্তরী, দা। কামে নাহি আয়ল—কার্য্যে আসিল না। কোপে—আঘাতে, কোপ—অস্ত্রাঘাত। ধাস—ধাসা, গিরি। খসল—খসিল, খসে, কর্ত্তিত হয়। কাহে—কোথাকার। দুই বাটে—দুই পথে, দুই দিকে। এই পিতল-কাটারিখানি যদি কাহাকেও চ'খে (আঁখি) দেখাই ত (তিনি ভাবিবেন) ইহার দুই দিকেরই আঘাতে গিরি পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়, বন ত কোথাকার সামান্য বস্তু; কিন্তু হায় 'উপরহি ঝকমকি সার।' উপরের চাকচিক্যই সার। দুই চারিটা বর্ণ-ব্যত্যয় করিলে অর্থ আরও সুপরিস্ফুট হইতে পারে; কিন্তু মূল না পাইলে সে অপরাধ করা যায় না। শিঙলি—শিমুল। কাঁটে—কণ্টকে, কণ্টকের। গোঙায়ল—কাটাইয়াছে।

মধু যামিনী আজু   বিকলে গোঙায়নু
গোপ গোঙারক সঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি   শুনহ যুবতি
সো থির, নহে গোঙারে।
তুহু গোঙারিণি   সহজে আহীরিণী
সো হরি না করু পুছারে ॥ ১১৯

পটমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগে ॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু, তুহু থির কর হিয়া ॥
এত কহি কানু-পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস ॥ ১২০

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয় ॥

সে স্থির, গোঙার নহে। পুছারে—পুছারি, জিজ্ঞাসা। সেই হরি (আর) তোমাকে জিজ্ঞাসাও করিবেন না। অথবা পুছারে—উপেক্ষা, বা পীড়ন। সেই হরিকে উপেক্ষা বা পীড়ন করিও না ॥ ১১৯

কানুসে—কানু হইতে, কানুর কাছে। শুনতহিঁ—শুনিয়া ॥ ১২০

একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুল বাণ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল।
বরিহা-মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহু রসবতী পহু সব রস জান॥ ১২১

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহি দোতিক সঙ্গ॥

বরিহা—বর্হ, ময়ূর-পুচ্ছ। বরিহা-মাল—বর্হযুক্ত শিরোমাল্য। নাসার মুক্তা (অর্থাৎ নোলক) ও গলার হার। পরকার—প্রকার, প্রকারে। কঞ্চুক—কাঁচলি। ফুগইতে—খুলিতে। পহু—প্রভু। সুজান—সুজন, বা অভিজ্ঞ। ১২১

নাগর-শেখর—নাগর-চূড়ামণি। 'পহিরল' ইত্যাদি—বক্ষঃস্থলে কৃত্রিম

বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে ॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন-নূপুরে ॥
পহিলহি চলইতে বামপদ আত।
নাচ ত রতিপতি ফুলধনু হাত ॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল ॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল ॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহে অপরূপ ছন্দ ॥ ১২২

তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি ॥
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ ॥

স্তন করিয়া তদুপরি হার পরিল। স্ত্রীলোকে যাইবার সময়ে অগ্রে বামপদ ক্ষেপণ করে কিনা, তাই 'পহিলহি' ইত্যাদি। নাগরের নাগরী-বেশ এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তদ্দর্শনে, 'এ রূপে কোন্ পুরুষ মুগ্ধ না হইবে' ভাবিয়া কাম আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। অবনত—প্রণত। প্রণাম করিলে কোলে লইলাম। বিস্ময় স্থলে নাকে হাত দেওয়া স্ত্রীলোকের স্বভাব-সিদ্ধ ॥ ১২২

মেলি—মিলিয়া, একত্র। পরসঙ্গে—কথায় কথায়। নিন্দে—নিদ্রায়।

শুতি রহলু হাম করি একচিত।
দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাচ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দূর ভেল॥
অভয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব॥ ১২৩

পরিবাদ—নিন্দা-বিশেষ। কাহাকেও বলিও না স্বজনি। স্বপ্ন-কাহিনী শুন। (বলিলে) যদি কেহ পরিহাস করিতে (এই কথা লইয়া) ব্যঙ্গ-নিন্দা করে। তুরিতে—ত্বরিত, শীঘ্র। কাচ—বন্ধন। বড় বিষণ্ণ হইয়াছি, (স্বপ্ন দেখিলাম, কানু আসিয়াছে,) স্বপ্নেই নীবিবন্ধ খুলিলাম, এমন সময় আর এক পুরুষ ক্রোধরক্ত নেত্রে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, স্বপ্নাবস্থাতেই ভয়ে চুল ও কাপড় খুলিয়া এলোমেলো হইল, স্বপ্নাবস্থাতেই ভয়ে মুখ-ঘর্ষণাদি ক্রিয়া হওয়াতে কাজল কপালে ও সিন্দুর মুখে লাগিল। (সেই সব যাহারা দেখিয়াছে, তন্মধ্যে) কেহ (সখী ভিন্ন অপর লোক) আমার অসৎসঙ্গ-দোষ অভয়ে করব অর্থাৎ মনে করিবে, কেহ বা ঘোষণা করিবে। গুপ্ত প্রণয়ের কথা অপরে ত ঠিক জানিতে পারে নাই। তবে, স্বপ্নাবস্থায় সে সব চিহ্ন ঘটিয়াছিল, তাহা রতিচিহ্নেরই মত। তাহা যে কেহ কেহ দেখিয়াছে, শ্রীমতী সেই ভয়েই বিষণ্ণ হইয়াছেন। ১২৩

ধানশী।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ॥
অধরু আচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর॥
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুক কাম॥ ১২৪

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥

আঙ্গিনা—অঙ্গন, উঠান। অধরু—অধরে। আচর-ওর—অঞ্চল-সীমা, অঞ্চল-প্রান্ত। ঢীট—চতুর। চকোর,—শ্রীমতীর নয়ন, চপল চন্দ্র,—কৃষ্ণের মুখ। কৃষ্ণ, শ্রীমতীর নয়ন চুম্বন করিলেন। প্রেমের ফাঁদ অর্থাৎ ফাঁদে পড়িল। অথবা কৃষ্ণ প্রেমের ফাঁদে পড়িলেন। ১২৪

একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ১২৫

ধানশী।

শশি ঘুমাওত কোরে আগোরি।
তহি রতি-টীট পীঠ রহু চোরি॥
কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কি যাই॥
না কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥

হীন-পরিধান—ছোট কাপড়। ঝাঁপিতে—ঢাকিতে। উদাস—অনাবৃত, আলগা। পাউ—পাই। প্রকাশ—অবকাশ, অর্থাৎ ছিদ্র পাই ত ধরণীর মধ্যে প্রবেশ করি। মলয় পর্ব্বতের শিখরে হিম অল্প, তাই মলয়-শিখর বলা হইয়াছে॥ ১২৫

আগোরি—আগলাইয়া। রতি-টীট—রতি-চতুর। পীঠ—পৃষ্ঠভাগে। চোরি—গুপ্তভাবে। আখরে—সঙ্কেতে। আরতি—আগ্রহ-প্রকাশ, রতি-

পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পাণিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত মুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস কিরণ ভেল দশন-বিকাশ॥
জাগল শাশ, চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১২৬

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব দূরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥ ১২৭

চেষ্টা। এখন যতন নির্ব্বাহই হইবে না; অন্য কর্ম্ম ত পরের কথা। নিশবদ—নিঃশব্দ॥ ১২৬

ঘগরি—ঘাগরা। কুচ-চীর—স্তনের কাপড়। করে—হাত দিয়া কি—কিরূপে। বুতায়ব—নিবাইব॥ ১২৭

পাঠমঞ্জরী।

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ-সরস-অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়লু সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥ ১২৮

ধানশী।

জটিলা শাশ ফুকরি তহি বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।

ধরাধর—পর্ব্বত। স্তনদ্বয়কে মনোহর পর্ব্বত মনে করিয়া, পাছে তাহা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় এই শঙ্কায় প্রভু গিরিধর তাহাতে হাত দিলেন। হরষ-সরস-অবগাহ—হর্ষ-সরো-মগ্ন, আনন্দ-সরোবরে নিমগ্ন। মোহে—আমাতে। পাবি—পাওয়ে, পায়। 'আপন' হইতে 'পাবি' পর্য্যন্ত—প্রিয় আমাতে আত্মভাব অনুভব করিলেন, অর্থাৎ আমাতে নায়ক-ভাব করিলেন, কিন্তু ঐরূপে যে কি সুখ পায় তাহা বুঝি না। 'তাকর' ইত্যাদি—যা হউক, তাঁহার কথায় আমি সব কাজ করিলাম। এইরূপ অর্থ করিলে 'বিপরীত' পদ সুসঙ্গত হয়॥ ১২৮

ফুকরি—ডাকিয়া, চীৎকার করিয়া। বহুরি—বধূ। বেরি—বাহিরে।

ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কট
বনহু পশুপতি সেব॥
পূজনক মন্ত্র- তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহু বীজ ইহ কর দান॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহু জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম॥
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখী :

থাড়ি—দাঁড়াইয়া। অবগাঢ়ি—অবগাঢ়, অভিভূত। পাণি—হাত। যোগেশ্বর—যোগি-বেশধারী কৃষ্ণ।, ফেরি—ফিরিয়া। বহুরিক পাণি ধরি—বধূর

* "পুন দুহুঁ জন ম——ন্দির সঞে নিকসল" এইরূপ করিয়া পাঠ করিলে, ইঙ্গিতাপক্ষা হয়। এইরূপ অন্যত্র কতিপয় স্থলে জানিবে।

"যব্ ইহ গৌরী-　　　আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি ॥"
এত কহি সবহুঁ　　　চলল নিজ মন্দিরে
যোগি-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ　　　নটবর-শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥ ১২৯

হস্ত ধরিয়া 'বলিলেন'—এই কথাটী যোগ করিয়া লইতে হইবে। অঙ্ক—আঁক, রেখা। বঙ্ক—বক্র, অশুভ-সূচক। বিশঙ্কউ—শঙ্কা করিতেছি। অন্ধ দেব—অন্ধ গুরু। এই বলিয়া জটিলা, দুই জনকেই ঘরে প্রবেশ করাইল। ভাখী—ভাষা, কথা ॥ ১২৯

ভাবী বিরহ।

বালা-ধানশী।

মাধব! বিধু-বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম পরিতাপে চেতন হরু, দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল-কলরবে উঠয়ে তরাসে॥
লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ ভুখণ ক্ষিতিতলে মেল॥
আনত বয়ানে রাই, হেরই গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন।
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মুরছিত॥ ১৩০

ধানশী।

করে কর ধরি যো কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।

ভই—হইয়াছে। হরু—হরণ করে, হরিয়াছে। লোরহি—অশ্রুজলে। ভুখণ—ভূষণ। মেল—মিলিত হয়; ভূতলে পড়িয়া যায়। হেরই—দেখি। আনত বয়ানে—অবনত মুখে (থাকেন)। আমরা শ্রীবতীর আর মুখ দেখিতে পাই না, গ্রীবাই দেখি। ছীন—ছিন্ন। মাটীতে আঁক কাটিতে কাটিতে অঙ্গুলি ক্ষত-বিক্ষত হইল। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। ১৩০

বৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥
রাধা হে শপথি করহু তোর।
সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর ॥
গলিত বসন লোলিত ভূষণ
ফুয়ল কবরী ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার ॥
নিভৃত কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা ॥ ১৩১

তিরোতা।

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী ॥
অনুমতি মাগিতে বর-বিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী ॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ ॥'

বিহসি—হাসিয়া। কয়ল কোর—কোলে করিল। বিছুরি পার—বিস্মৃত হইতে পারি। উমতি—উন্মত্ত। বিপতি—বিপত্তিতে ॥ ১৩১

ইহ সব শবদ পশিল যব্ শ্রবণে।
তব্ বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহু কানুক হাত।
যতনে ধরলি ধনি আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুন তব ছোড়ি নিসোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥ ১৩২

মাথ—মাথায়। নিশোয়াস—নিশ্বাস। পুন—পুনর্ব্বার। ১৩২

বর্ত্তমান বিরহ বা মাথর।

শ্রী-গান্ধার।

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত॥ ১৩৩

সুহই।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥

রোদিতি—রোদন করিতেছে। ধাবই—দৌড়িতেছে। বুলে—বেড়ায়, বিচরণ করে। ১৩৩

বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ১৩৪

সুহই।

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন্ বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
বন ফিরি যৈছে পিঞ্জর মাহা সারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ॥ ১৩৫

সোয়াথ—স্বস্তি। পিয়ার গলার ইত্যাদি—প্রিয়তমকে গলার মালা করিয়া ভ্রমিব॥ ১৩৪

পাসরিতে ইত্যাদি।—ভুলিতেও পারি না, বলিতেও পারি না। বেভার—বাহির (কাব্য-বিশারদ)। সারী—সারিকা পক্ষী॥ ১৩৫

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যামুন তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ঝাপিত উঁহি রহু কান॥ ১৩৬

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে 'কালি' ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ॥

উছলল—উচ্ছলিত হইল, প্রবল ভাবে উঠিল। করুণার রোল—আর্তনাদ, হাহাকার। হিল্লোল—তরঙ্গ। শূন—শূন্য। সগরি—সকলি। ফুলধারী—পুষ্প-বাটিকা, ছোট ফুলের বাগান। তাহি—তাহা। ঝাপিত—তিরোহিত, লুক্কায়িত॥ ১৩৬

অবধি—সীমা, প্রত্যাগমনের সময় সীমা। ভীত—ভিত্তি, দেয়াল। কালি—পরদিন। পরদিনের সংখ্যাচিহ্ন লিখিতে ভিত্তি পূর্ণ হইল।

কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণীগণ রাখল বারি॥ ১৩৭

সিন্ধুড়া।

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল॥
কুলজা-রীতি ছোড়লু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অভাগি॥
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন-বচন অবধান॥
নারী অবলা হাম কি বলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ-গুণকনিধান॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দেখি রোখ অবগাই॥

অর্থাৎ 'আজ, কাল-' ইহার ব্যঞ্জক দুইটী সংখ্যা-চিহ্ন পড়িবার স্থলে অগণিত সংখ্যা-চিহ্ন পড়িয়া গেল। ভেল—হয়। পুছই—জিজ্ঞাসা করি। সবহুঁ—সকলকে। বারি—বারণ করিয়া, আটকাইয়া॥ ১৩৭

যছু লাগি—যাহার জন্য। বিছুরল—বিস্মৃত হইল। ইহা আমারই অভাগ্য। অভাগি এ স্থলে পাঠান্তর,—'অগাগি'; অগাগি—সঙ্গ। পিশুন-বচন—দুর্জ্জনের বাক্য, দুর্জ্জনের বাক্যেও। রসনানন্দ-গুণকনিধান—রসনার আনন্দদায়ী যে গুণ, তাহার নিধান, আশ্রয়। যে সব গুণের কথা উচ্চারণে রসনা পরিতৃপ্ত হয়, সেই সকল গুণের আকর। রোখ—রোষ।

তুহু বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রসগান ॥ ১৩৮

তিরোতা-ধানশী।

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় স্বজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী ॥
নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥ ১৩৯

গান্ধার।

কি কহবি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ ॥
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকূল কলঙ্ক ॥

অবগাই—মগ্ন করিয়া, প্রশমন করিয়া। কিঞ্চিৎ কষ্ট করিলে আর একটী অর্থ হয় যথা,—অব গাই দুইটী পদ। কানুকে মধুর-বচনে বুঝাইয়া এই কর দেখি, এখন (অব্) গাভী (গাই) বন্ধন করে, (রোখ—রোধে) অর্থাৎ আবার এখানে গোচারণ করে ॥ ১৩৮

নিন্দ—নিদ্রা ॥ ১৩৯

নিদান—পরিণাম। অথবা, নিদান—আদি কারণ। সে কথা আমাকে

বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভৈ গেল॥
হাম অবলা মতি-বামা।
না গণনু ইহ পরিণামা॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলায়ব কান॥ ১৪০

তিরোতা।

সখিহে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বরকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘুগুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে চাই॥
মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানন ন ভেলা।

আর বলিবে কি, (আমার দোষ বটেই)। মতি-বামা—বিপরীত-বুদ্ধি, বিবেচনা-হীন। অনুযোগ—তিরস্কার॥ ১৪০

বরকে—জবস্থ নাগর। বর—নাগর, ক—কুৎসার্থে; অথবা বল্কে, বলপূর্ব্বক (কর্ত্তৃপদ উহ্য)। ঠামা—ঠাঁই, স্থানে। এক ঠামা—এক স্থানেও, এক বিষয়েও। ঝাঁপন—ঢাকা। লখই—লক্ষ্য করিতে। ধাই—দৌড়িয়া; দৌড়িয়া আসিতে পড়িয়া গেলাম। তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে।

আপন চতুরপণ পরহাতে সোঁপনু
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেলা॥
এতদিনে আনু ভাণে হাম আছনু
অব বুঝনু অবগাহি।
আপন শূল হাম আপনি চাঁচনু
দোখি দেয়ব অব কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কে নাহি জানে॥ ১৪১

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব্ কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষময় লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি না কর জনি কোই॥ *

জানন—পরিজ্ঞান। চতুরপণ—চতুরতা। হৃদিসেঁ—হৃদয় হইতে। আনু ভাণে—অন্য ভাবে। অবগাহি—তলাইয়া, অন্তরে প্রবেশ করিয়া। আপহি—আপনিই। কাহি—কাহাতে, কাহার। গুণবি—গণনা করিবে, ভাবিবে। উপেখিয়ে—উপেক্ষা, উপেক্ষা করিতে হয়॥ ১৪১

মোই—আমাকে॥ ১৪২

* "হরি হরি পিরীতি করয়ে জনি কোই।" পাঠান্তর। অর্থ;—হরি হরি পাছে কেহ পিরীতি করে। (বড় শঙ্কা হইতেছে)। কাব্যবিশারদ

বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি? ১৪২

গান্ধার।

সজল নয়ান করি, পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন-
দূরহি করল মুরারি॥
স্বজনি! কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥
নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হঙ, পিয়া পাশ উড়ি যাঙ
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ
কো ইহ করুণাবান্।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে,
তুরিতহিঁ মীলব কান॥ ১৪৩

একতিল সময় চারি যুগের মত বোধ হয়। হঙ—হইতাম। যাঙ—যাই-তাম। কহোঁ—কহিতাম। পিউ প্রিয়। রাখই—রাখে॥ ১৪৩

থয়েন,—জনি শব্দে "যেন না"ও হয়, তাহা হইলে, এ অংশের অর্থ, উপরের পংক্তির সমান;—হরি হরি কেহ যেন প্রীতি না করে।

সুহই।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়লুঁ,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পুরব পিয়ারী নারী হাম আছলুঁ
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান॥ ১৪৪

পাহিড়া।

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।

ঘুচব—ঘুচিবে। বিহি—বিধি, অদৃষ্ট। প্রতিকূল (অদৃষ্ট) ঘুচিবে। লেহ—স্নেহ, প্রণয়। পিয়ারী—প্রিয়তমা। দরশনহুঁ—দর্শনেও। ভ্রমর ইত্যাদি—ভ্রমর-ভ্রমরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত শত কুসুমে মিলিত হইলেও পদ্মের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করে না, এই (আশ নিগড় করি) আশাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া জীবন আর কত দিন রাখিব, এখনি প্রাণ যে করিতেছে। ১৪৪

বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥
সজনি ! আজু শমন-দিন হোয় ।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয় ॥
ঘন ঘন-গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর ।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত ।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী বর
মিলব পহুঁ গুণবন্ত ॥ ১৪৫

জয়জয়ন্তী ।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥

দোসর—দ্বিতীয় । পরবেশ—প্রবেশ ; নিকসয়ে—নির্গত হয় । মোয়—আমায় । পাপিহা—পাপিয়া । আগি-দহন—অগ্নি-দাহ । পিউ পিউ—পাপিয়া পাখীর কূজনের অনুকরণ শব্দ, অথচ প্রিয় ! প্রিয় ! (কৃষ্ণের সম্বোধন) (পিউ—প্রিয়, ১৪৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) । সোঙরণ—স্মরণ, উচ্চারণ, উচ্চারণে । তছু কোর—তাহার কোলে, মেঘের কোলে । ভ্রমি—ঘুরিয়া । ভ্রমি—ভ্রম । পাপিয়া মেঘের কোলে ঘুরিয়া পিউ পিউ শব্দ উচ্চারণ করত আমায় ভ্রম জন্মাইতেছে, অর্থাৎ 'প্রিয়' এই শব্দ শ্রবণ ও মেঘদর্শনে কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়া আমার ভ্রম হইতেছে । ১৪৫

ঝঞ্ঝা ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন-রাতিয়া॥ ১৪৬

ধানশী।

যো দিন মাধব পয়াণ করল,
উথল সো সব বোল।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল
নয়ানে গলতহি লোর॥

বাদর—বাদল, বর্ষা। মাহ—মাস। ভাদর—ভাদ্র। সন্ততি—সতত, সর্ব্বদা। গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে। বরিখন্তিয়া—বৃষ্টিপাত হইতেছে। পাহুন—প্রবাসী, যে বিদেশে অধিক দিন থাকে তাহার নাম পাহুন (মৈথিল ভাষা)। দাহুরী—দর্দ্দুর, ভেক। ছাতিয়া—বুক। থির বিজুরি পাঁতিয়া—এত শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যুতের পঙ্‌ক্তি দেখা যাইতেছে যে, উহাকে স্থিরই বলিতে হয়। রাতিয়া—রাত্রি॥ ১৪৬

দিবি করিয়া শপথ করল
নিয়ড়ে আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি শিরে ঠেকায়লু
সো সব ভৈগেল আন॥
পথ নিরখিতে চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই,
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা॥
কোন সে নগরে হরল নাগর
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি শুন লো যুবতি
তোহারি নাগর চোর॥ ১৪৭

শ্রী-গান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম- শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।

দিবি—দিব্য, শপথের দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক, শপথের জন্য দিব্য। নিয়ড়ে—নিকটে। ঠেকায়লু—ঠেকাইল। যতা—যত ১৪৭

সিধায়ল—সেঁধুল, ঢুকিল, প্রবেশ করিল। উতাপই—উত্তপ্ত করে,

সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন-পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ-অন্ত॥ ১৪৮

কড়খা-তিরোতা।

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সংবাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত॥
জানলু রে সখি কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নহি দেল॥

সন্তপ্ত করে। তিরপিত—তৃপ্ত। পরিযন্ত—পর্য্যন্ত, পরিণাম। নিকরুণ-অন্ত—নিকরুণের শেষ, অতিশয় নির্দ্দয়॥ ১৪৮

তাপায়লু—তাপায়ল, দগ্ধ করিতেছে। অথবা তাপায়লু—দগ্ধ হইতেছি। শীতল চন্দ্রকিরণও তাপে দগ্ধ করিতেছে, অথবা শীতল চন্দ্রকিরণেও (যেন) তাপে দগ্ধ হইতেছি। ভৈগেল ইত্যাদি—বসন্ত কাল-স্বরূপ হইল। কাক-মুখে—কাকের মুখে, কাকের মুখেও। অথবা কাক—

এত দিন তনু মোর সাধে সাধায়নু
বুঝনু আপন নিদান।
অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ-পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥ ১৪১

তিরোতা-ধানশী।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা॥

কাহার, কাহারও। সংবাদই—সংবাদ দেন: কি ক্ষণে ইত্যাদি—বিধি কি ক্ষণেই বিমুখ হইয়াছেন যে, ফিরিয়া আর দৃষ্টি দিলেন না, অর্থাৎ প্রসন্ন হইলেন না। সাধে সাধায়নু—ইচ্ছা করিয়াই রাখিয়াছি। নিদান—শেষ, পরিণাম। অবধিক—অবধির, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ফিরিবার যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার আশা, কাহিনী অর্থাৎ উপকথা, গল্প হইল। সমুঝায়ব—বুঝাইব॥ ১৪১

পতিয়াই—প্রত্যয়। বরিখ—বর্ষ, বৎসর। মাধবী-মাস—বৈশাখমাস।

বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এতনু আশে।
হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নবযৌবন, বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥ ১৫০

তিরোতা-ধানশী।

অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥

হিম-কর-কিরণে অর্থাৎ হিমে নলিনী জীর্ণ হয়, পরে বৈশাখ মাস তাহার কি করিবে? বারিদ-মেহে—জলবর্ষী মেঘে। গ্রীষ্মে সূর্য্যতাপে অঙ্কুর জলিয়া যাইবে, জল-বর্ষী মেঘ তার আর কি করিবে? ১৫০

শুখায়ব—শুকাইবে, শুষ্ক হইবে। বরিখব আসি—বর্ষি বর্ষণ করিবে।

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে॥ ১৫১

পাহিড়া।

যহুঁক বিরহ ডরে উরে হার না দেলা।*
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥
পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥

কি মোর করম অভাগি—অভাগি মোর করম কি, অভাগিনী আমার কি ভয়ানক কর্ম্মফল। সুরতরু—কল্পতরু। বাঁঝ—বাঁঝা। বাঁঝকি ছন্দে—ছাঁদে, ফলহীনের ন্যায়। ১৫১

যহুঁক—যাহাঁর। উরে—বক্ষঃস্থলে। আঁতর—অন্তর। ভরমে—ভ্রমে। পুরব ইত্যাদি—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুসারী বিধি ভ্রম ক্রমে অথবা বিধি,

* "যঁহুক বিরহ-ডরে চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।" পাঠান্তর।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥ ১৫২

তিরোতা-ধানশী।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পুরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥ ১৫৩

তিরোতা-ধানশী।

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা॥
পহিল বয়স মোর, না পুরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥

পূর্ব্বজন্ম ভ্রমে লিখিয়াছিলেন, প্রিয় দর্শন হইবে, সেই কর্ম্মফলে যা ছিল, তাই হইয়া গিয়াছে, এখন আর প্রিয় এখানে নাই। ঝাঁঝর—জর্জ্জরিত॥ ১৫২

বিসরিত—বিস্মৃত॥ ১৫৩

দুজে—দ্বিতীয়। একে বিরহ বড়ই দারুণ; দ্বিতীয় মদন সহায়। ‘দুজে’ এই স্থলে ‘হজে’ পাঠ আছে; হজে—পক্ষে॥ ১৫৪

ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহে হবে পুন মেল ॥ ১৫৪

তিরোতা-ধানশী।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
আঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল ॥
আন করল চিতে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
এ সখি বহুত করল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ ॥
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি ॥ ১৫৫

সুহিনী :

কত দিনে বুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার ॥

করল—করিলাম। এ সখি—ইত্যাদি, এ সখি! হৃদয় মধ্যে বহু কল্পনা ছিল। শুনিতে শুনিতে কঠিন প্রাণ নির্গত হউক (তোমরা) শ্রবণে শ্যাম নাম গান কর। মরণ সমাপন—মৃত্যু পর্য্যন্ত। বিথারি—বিস্তার করে ॥ ১৫৫

কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত।
কব পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সব দুখ, মিলত মুরারি॥ ১৫৬

ধানশী।

কহত কহত সখি　　বোলত বোলত রে,
　　হামারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
মদন-শরানলে　　এ তনু জর জর
　　কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥
হামারি নাগর,　　তথায় বিভোর,
　　কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া,　　নাগর সুখী ভেল,
　　হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥
শঙ্খ কর চুর,　　বসন কর দূর,
　　তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল,　　কি কাজ শিঙ্গারে
　　যামুন সলিলে সব ডার রে॥

ভাগউ—ভাগুক, দূর হউক॥ ১৫৬
কুশল—দক্ষ। সন্দেশ—সংবাদ। মদন-শরানলে ইত্যাদি—এ দেহ

মাথার সিন্দূর, মুছিয়া কর দূর,
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী
দুখ ভেল অবশেষ রে॥ ১৫৭

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥
নহি জটা, ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম বদ্ধ মৌলি, নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ-সার।
নহ ফণিরাজ উরে, মণি-হার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥ ১৫৮

মদন-শরানলে জর্জ্জর হইলেও প্রিয়তমের সংবাদ-শ্রবণে কুশল আছে। তোড়ত—ছিঁড়িয়া ফেল। ডার—ফেল॥ ১৫৭

কতিহুঁ—কেন। হুঁ—হই। মোতিম বদ্ধ—মুক্তাগ্রথিত বা মধ্যে মুক্তাযুক্ত। মৌলি—শিরো-ভূষণ, সীঁথি॥ ১৫৮

ধানশী।

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম- পাশে তনু গাঁথল,
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি! হাম জীয়ব কথি লাগি।
যো বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে
সো ভেল পর অনুরাগী॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার॥ ১৫১

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুড় মোড়ি॥

কথি লাগি—কি জন্য। আঙ্গুটি—অঙ্গুরী, আংটী। বাহুটী—বাউটী, করভূষণ-বিশেষ। আঙুলের আঙুটী আমার বাউটীর মত হইয়াছে। ১৫১
মোড়ি—মর্দ্দন করিয়া। নিজ করি জানি—নিজ, আত্মা বা আপনার,

যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর পিরীতি সো জন অন্ধা ১৬০

তুড়ি।

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিলকুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥
অব যদি যাই সম্পাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব, কো কব তাহ?
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥ ১৬১

শ্রীরাগ।

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই॥

ভাবিয়াই, হৃদয় সঁপিয়াছি, ইহাতে অজ্ঞানী হই, ত হইতে পারি। যাকর—যাহার॥ ১৬০

বন-অন্ত—বনান্ত, বন। বিথার—বিস্তার। 'অব' হইতে 'মান' পর্য্যন্ত—এখন যদি গিয়া কৃষ্ণকে সংবাদ দাও, তাহা হইলে তিনি আসিবেন, আমার মন এইরূপ মানিতেছে॥ ১৬১

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারয়ল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়নু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ-রীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥ ১৬২

মোড়লি—মর্দ্দন করিলে। উপাই—উপায়ে। পসারল—বিস্তৃত হয়। সিকতা—বালি, বালিতে। শুখায়ল—শুকায়। 'রোপিয়া' হইতে 'সোহাগে' পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট বক্তব্য। সোহাগে—সোহাগ, ভালবাসা। অতঃপর শ্রীমতী স্বয়ং খেদ করিতেছেন,—"কুলকামিনী" ইত্যাদি। তাকর—তাহার। লোভাই—লুব্ধ করে। মুড় মুড়ায়নু—মাথা মুড়াইলাম। ছাপাই—লুকাইয়া। কলিযুগ-রীতি, কলিযুগে কৃষ্ণলীলা হইয়াছিল কিনা॥ ১৬২

পঠমঞ্জরী।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব?
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সেইত তমাল-তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥
পুন যদি চাঁদ-মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬৩

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাঁম।
জনমী অবধি মোর এই পরণাম॥

নিচয়—নিশ্চয়। সহি—সই, সখী। বিরহ আনল মাহ—বিরহানল-মধ্যে॥ ১৬৩

নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুণ তুলহ করে দিহে জল-দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬৪

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে॥
আছইতে আছল কাঞ্চনপুতুলা।
ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর-দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদকি রেহা॥
বামকরে কপোল লুলিত কেশভার।
করনখে লিখু মহী আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ॥ ১৬৫

লিহে—লয়েন, লন। উদেশে—উদ্দেশে। তুলহ—দুর্লভ। অরুণ তুলহ—রক্তবর্ণ এবং দুর্লভ। দিহে—দেন, করেন॥ ১৬৪

আছইতে আছল—থাকিতে ছিল, পূর্ব্বে ছিল। ঝামর-দেহা—বিবর্ণ-দেহ। লুলিত—আলুলায়িত॥ ১৬৫

বালা-ধানশী।

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী॥ ১৬৬

বালা-ধানশী।

মাধব সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাঙন মালা॥
পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল- কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।

না মিলয়ে দিঠি—চক্ষু উন্মীলন করে না। বাঢ়ই—বাড়াইয়া॥ ১৬৬

ঝরু—ঝরে। নীঝর—নির্ঝরবৎ। ঘন—মেঘ। সাঙন—শ্রাবণ। ঘন সাঙন মালা—শ্রাবণ মাসের মেঘমালা। পুনমিক—পূর্ণিমার। রেহা—রেখা, কলা। পূর্ণচন্দ্র-বিনিন্দী সুন্দর যে মুখ, তাহা এখন শশি-কলার ন্যায়

পদ অঙ্গুলি দেই   ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল-অবলম্ব ॥
ঐছন হেরি   তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহু করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ   নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার ॥ ১৬৭

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন   হেরি কমল-মুখী
মুদি রহয়ে দুনয়ান।
কোকিল কলরব   মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কাণ ॥
মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী   অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি   কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি   চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥

হইয়াছে। কাঁতি—কান্তি। দেই—দিয়া, দ্বারা। পাণি ইত্যাদি—গণ্ডদ্বয়ের অবলম্বন হইয়াছে করতল। তুরিতে—শীঘ্র। কুলিশক—বজ্রের ॥ ১

দুবরি—দুর্ব্বল। চৌদশী—চতুর্দ্দশী। চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় ॥ ১৬৮

তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছিমাদেবী পরমাণ॥ ১৬৮

বরাড়ি।

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমল-মুখী করত সিনান॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই॥
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামর চরই॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ না হোয়।
অবনত-আননে ধনী কত রোয়॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ॥ ১৬৯

মল্লার।

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ান নয়ন ঝরু নীরে॥

নিরমাণ—নির্ম্মাণ, হইল। তহি—তাহাতে। মাধব! তোমার রূপ একবার নয়ন ভরিয়া যদি পান করে ত তোমার রাই বাঁচে। ফুয়ল ইত্যাদির উৎপ্রেক্ষা, কনক-গিরিতে যেন চমরী-মৃগ চরিতেছে। নিন্দ—নিদ্রা॥ ১৬৯

'মলিন' ইত্যাদি—কেশ, দেহ এবং বস্ত্র মলিন, অপরিষ্কৃত।

শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয়॥
কেহি কমল-দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস॥
কোই কহে আয়ল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি॥
উরে দোলে শ্যামল বেণী।
কমলিনী-কোরে জনু কাল সাপিনী॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে॥ ১৭০

মল্লার।

নদী বহে নয়নক নীরে।
মুরছি পড়ল তছু তীরে॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোহে নাহি তিরিবধ-শঙ্কা॥
তৈখনে খিন ভেল শাসা।
কোই নলিনী-দলে করয়ে বাতাসা॥

সোয়—সে। সে তোমার গুণে লুব্ধা হইয়া মুগ্ধা (বিভোর) হইয়াছে। সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ দেখিবার জন্য শ্রীমতী চক্ষুর সন্নিধানে বক্ষঃস্থলে বেণী রাখিয়াছিলেন, অথবা কৃষ্ণবর্ণ দেখাইয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য সখীরাই ঐরূপ করিয়াছে, তা যাই হউক, উরে দোলে শ্যামল বেণী॥ ১৭০

তছু—তাহার, অশ্রুময়ী নদীর। বঙ্কা—বক্র; দয়া নাই। তৈখনে—সেই সময়ে, তখন। খিন—ক্ষীণ। শাসা—শ্বাস। বাতাসা—বাতাস।

চৌদশী চান্দ সমান।
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ॥
কোই রহ রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কোই সখি পরিখই শ্বাস।
হাম ধায়লুঁ তুয়া পাশ॥
পালটি চলহ নিজ গেহ।
মনে গুণি পূরব সিনেহ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান॥ ১৭১

কানাড়া-কামদ।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পাণি।

উপেখি—উপেক্ষা করিয়া। ধুনি ধুনি—কম্পিত করিয়া, নাড়িয়া নাড়িয়া। পরিখই—পরীক্ষা করে॥ ১৭১

মাধাই—মাধব। লুবধাই—লুব্ধ হইয়াছে বা লুব্ধ করিয়াছে। ভোরহি—

অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী॥
রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহু দিশ দারুণ- দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট-পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১৭২

ভোর, বিহ্বল কিংবা ভোর হইয়া, বিহ্বল হইয়া। সঞে—সঙ্গে। হেরি—দেখিয়া বা দেখে। তহি—তঁহি, সে, তিনি। এখন তিনি অনবরত মাধব-স্মরণে মাধব-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্বকীয় ভাব স্বভাব বিস্মৃত হইয়াছেন এবং আপনার (ভবদীয়) গুণেই লুব্ধ হইয়াছেন। অথবা তাঁহার নিজের গুণ, নায়ক-ভাবাপন্ন তাঁহাকে লুব্ধ করিয়াছে। আত্মবিরহে তাঁহার আত্মদেহ জর্জ্জর। বাঁচায় সন্দেহ। তাঁহার কাতর-দৃষ্টি দেখিয়া সহচরীগণ বিহ্বল ভীত, অথবা তিনি বিহ্বল হইয়া সহচরীগণের কাতর-দৃষ্টি বা কাতর-দৃষ্টি দ্বারা সহচরীগণকে দেখিয়া থাকেন। নয়ন, জলে ছল ছল। অনবরত রাধা রাধা বলিয়া ডাকেন। কথা আধ আধ (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সম্যক্ বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না।) (সেই বাক্যের) সঙ্গে (সঞে) যখন 'রাধা' (থাকে), তখন তিনি মাধব-ভাবাপন্ন, আর যখন 'মাধব' (থাকে), তখন তিনি রাধাই। রাধা-অবস্থাতেও অর্থাৎ নিজের স্বরূপ-জ্ঞান কালেও প্রেম কমে না, বরং বিরহ-বাধাই বাড়ে। দুই দিকে দাবানল জ্বলিলে, কীট আকুল-প্রাণ হয়, হে বল্লভ। সুধামুখী শ্রীমতীকেও সেইরূপ দেখিয়াছি। 'পুন তহি' এই স্থলে 'গুণতহি' অন্য প্রচলিত পাঠান্তর। গুণতহি—গণনা করে, মনে করে। এ পাঠে 'সঞে'র অর্থ করিতে হয়, স্মরণ করে। রাধা সঞে—রাধাভাব স্মরণ করে। ১৭২

মাথুর।

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ-শবদে মদন অতি কোপিত
তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা ॥
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সেহেন সুন্দরি রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ-বিখ-জ্বালা ॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই
সোই লুঠত মহীঠামে।
পুণমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পক দামে ॥
সোহি অবধি দিন বহু আশোয়াসলু
তেঁ ধনী রাখত পরাণে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে ॥ ১৭৩

সারঙ্গ—কোকিল বা ভ্রমর। কোপিত—উদ্দীপ্ত। না পাঠায়সি—পাঠাও না। আগরি—অগ্রা, অগ্রগণ্যা। জারল—জ্বালাইল, জীর্ণ করিল। বিখ—বিষ। 'উর বিনু' ইত্যাদি—বক্ষঃস্থল ভিন্ন অন্য শয্যা যে স্পর্শ করিতে পারিত না, সেই রাই ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। ঝামর—শুষ্ক। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ঝামর চম্পকদামে বাঁধিয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ শ্রীমতী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৭৩

গুর্জ্জরী।

মাধব যাইঞা পেখহ বালা।
আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা ॥
শীতল সলিল কমল-দল শেজ হি
লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ আনল-সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা ॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব
জগত ভরল তছু আগি ॥
কিয়ে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অনছু করহ অবধানে ॥ ১৭৪

যাইঞা—যাইয়া। পরিতেজব—পরিত্যাগ করিবে। শীতল সলিল, কমলদল-শয্যা, চন্দন-পঙ্ক-প্রলেপ, সে সব যত কিছু, অগ্নিসম হইয়াছে। হি, কথার মাত্রা। অথবা কমলদল-শয্যায় যে চন্দনের লেপন দেওয়া হয়, তাহা। মৃগঙ্কা—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র। ক্ষেপহি—ক্ষেপণ করে, অতিবাহিত করে। প্রতি রাত্রিই জাগিয়া অতিবাহিত করে। আগি—অগ্নি। তাহার পক্ষে, অগ্নিতে জগৎ ভরিয়া গেল। দশমী দশা—মৃত্যু। "চক্ষুরাগস্তদনু মনসঃ সঙ্গতির্ভাবনা চ ব্যাবৃত্তিঃ স্যাৎ তদনু বিষয়গ্রামতশ্চেতসোঽপি। নিদ্রাচ্ছেদস্তদনু তনুতা নিত্রপত্বং ততোঽনুন্মাদো মূর্চ্ছা তদনু মরণং স্যুর্দশাক্রমেণ ॥" তবে ইহার উপায় বা চিকিৎসা কেবল দশমী দশা বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ (তুমি না যাইলে) মৃত্যু ভিন্ন আর উপায় নাই ॥ ১৭৪

ধানশী।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন-শরধারা॥
অরুণ নয়ান লোরে তীতল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণত হি শেষা॥
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সেই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ পাশ॥ ১৭৫

'হা হরি' ইত্যাদি—বার বার, "হা হরি! হা হরি!" বলিতেছেন, অতি শীঘ্রই জীবন ত্যাগ করিবেন। ধনী রাই, মাটী ধরিয়া কত কষ্টে বসেন, কিন্তু আর উঠিতে পারেন না। 'মন্দির' ইত্যাদি—এখন বাসভবনের বাহিরে আনিতে সন্দেহ হয়, (জীবন থাকিবে কি না?) সহচরী শেষ গণনা করিতেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে। 'কি কহব' ইত্যাদি—দুঃখের কথা বলিব কি, বলিতে যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে। উতপত—উত্তপ্ত। শ্রীমতীর উত্তপ্ত শ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে। সেই কলাবতী আশা-পাশেই কেবল জীবন বন্ধন করিয়া আছে, অথবা, সেই কলাবতীই ত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বন্ধন ও আশাপাশ-স্বরূপ। ১৭৫

ধানশী।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।

বিরহ বিপতি না দেই সমতি

রহল বদন চাই॥

মরকত স্থলী শুতলি আছলি

বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।

নিকষ-পাষাণে যেন পাঁচ বাণে

কষিল কনক রেহা॥

বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল

তাহে সে অধিক শোহে।

রাহু-ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি

ঐছে উপজল মোহে॥

বিরহ-বেদন কি তোহে কহব

শুনহ নিঠুর কান।

ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী

জীবন সংশয় জান॥ ১৭৬

সুহই।

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।

চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥

বিপত্তি—বিপত্তি। সমতি—শমতা। বিরহ-বিপত্তির শমতা নাই। রাই মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অথবা সমতি—সম্মতি; সম্মতি দেয় না, (শ্রীমতী) উত্তর দেয় না। মরকত ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহিণী, নীলমণিময় স্থলে শুইয়া থাকেন। নিকষ-পাষাণ—কষ্টি-পাথর। শোহে—শোভে। উপজল—উপস্থিত হইল, বোধ হইল। মোহে—আমার॥ ১৭৬

চিত-পুতলি—চিত্র-পুত্তলী। চৌপাশা—চতুষ্পার্শে, চারি পাশে।

বেড়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সংবরি মাথ॥
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জর জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ॥ ১৭৭

মল্লার।

হিমকর পেখি, আনত করু আনন
রহত করুণা-পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি॥

হেরইতে ইত্যাদি—শ্রীমতীর দেহ দেখিলে, দুঃখে কাহারও নিজ দেহ-ধারণে, অর্থাৎ নিজের প্রাণ রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না। অপর অর্থ,—দেখিলে কেহ আর, শ্রীমতীর নিজের দেহ বলিয়া বিশ্বাস করে না। না সংবরি—সংবরণ করা যায় না। মাথ—মাথায়। চেতন ও মূর্চ্ছা বুঝিতে পারি না। জারি—জর্জ্জরিত করিতেছে। নিরদয়-দেহ—যে নির্দয়। অনুলেহ—স্নেহ, ভালবাসা। জগজ্জন তোমার প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করিল; তোমায় ভালবেসে এত দুঃখ; অথবা সে নির্দয় দেহ হইয়া জগজ্জনের স্নেহ ত্যাগ করিয়াছে॥ ১৭৭

কর—করে। করুণা—কাতর-ভাবে। লিখই—লেখে, আঁকে। বিধুন্তুদ—রাহু। টেরি—ঠারে, ইঙ্গিতে। রাহুকে ইঙ্গিতে বলে, চন্দ্রকে

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী,
অবহু পালটি গৃহে যাসি॥
দখিণ পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতক ডর পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি॥ ১৭৮

মল্লার।

সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘরসঞে বাহির হোয়।
বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই
অত এ নিবেদলু তোয়॥

গ্রাস কর। অবহু—এখনও। যাসি—যাও। গেলহুঁ—যায় যায়। ভুজঙ্গ. পবনাশী কিনা। 'দশভুজঙ্গ অতি শীঘ্রই মলয় পবন ভোজন করিয়া ফেলিবে' এই মনে করিয়া দশ নখে ভুজঙ্গ অঙ্কিত করে। উপচারি—উপচার, চিকিৎসা। পরভৃত—কোকিল। বিদ্যাপতি উপদেশ দিতে-ছেন, কোকিলের ভয়ে হস্তে পায়স লইয়া বায়সকে নিকটে ডাকিয়া বল; অর্থাৎ বায়স যেন আর কোকিলকে প্রতিপালন না করে, তাহাকে ডাকিয়া এই কথা বল॥ ১৭৮

কন্দরে—কন্ধরে, স্কন্ধে। *থোই—থুইয়া। উঠই—উঠিতে। অতএ—অতএব। পরবোধব—প্রবোধ দিবে, আশ্বাস দিবে, আশ্বাস দিয়া রাখিবে।

মাধব কত পরবোধব তোই।
দেহ-দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়লি রোই॥
অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোসর দেহা॥
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লু চলি
কালি রজনী-অবসানে।
আজুক এতখণ গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহিপয়ে জানে॥
কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
বিদ্যাপতি কবি ভাণে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণে॥ ১৭৯

তোই—তুমি। দীপতি—দীপ্তি, কান্তি। গোঙায়লি—যাপন করিল। পিন্ধাওল—পরাইয়াছে, পরায়। কামে—কার্য্যবশতঃ। অঙ্গুরীয় বলয়-সদৃশ হইয়াছে, তথাপি, সেই অঙ্গুরীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োপহার, কাজেই অত্যন্ত ঢক্ক হইলেও, কার্য্যবশতঃ অর্থাৎ জীবন জুড়াইবার জন্ত তাহা শ্রীমতীকে সখীরা পরায়। অথবা কামে—কাম, মদন। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োপহার, এইজন্ত মদনই তাহাকে ঐ অঙ্গুরীয় পরায়। তন্তুক দোসর—তাঁতের সদৃশ। নবমী দশা—মূর্চ্ছা। (১৭৪ দেখ) বিহিপয়ে—বিধাতাই। ১৭৯

তুড়ি।

মাধব ও নব-নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি বিহিক ডারলি
ভেলি নিমালিক মালা॥
সে যে সোহাগিনী দেখে দিনা গনি*
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড় লোরা॥
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোণারে কোষিক পাথরে†
তেজল কনক-রেহা॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সংবরি
ধনী যে অবশ এতা।
রূখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনী-সঙ্গ-সমেতা॥

ডারলি—ঢালিলে, দিলে। বিধাতাকে দিলে। নিমালিক—মালিক-হীন, অস্বামিক। অথবা নির্ম্মাল্যের। শ্রীমতী এখন নিমালিক মালা হইয়াছে, অথবা নির্ম্মাল্যের মালা হইল। গণি—গণনা করিয়া। তোহার ইত্যাদি;—তোমার বংশীধ্বনি সেদিক ছাড়া অবধি তাহার দেহ বিবর্ণ হইতেছে। সোণার—স্বর্ণকার। কোষিক-পাথরে—কষ্টি-পাথরে। স্বর্ণকার, কষ্টি-পাথরে যেন সেই রাই-কনকের রেখাটুকু ছাড়িয়া গিয়াছে। এতা—এত। রূখলি—রুক্ষ। ভুখলি—কৃশা। দুখলি—দুঃখিতা।

* 'দেহ ক্ষীনা গনি' পাঠান্তর। অর্থ—গণি অর্থাৎ বোধ করি, দেহ ক্ষীন হয়।
† 'কসি কসটিকে' পাঠান্তর। অর্থ,—কস কে—কষ্টি পাথরে। সেই রাই সোণাকে কষ্টি-পাথরে কসিয়া সোণার রেখাটুকুমাত্র রাখিয়া গিয়াছে।

তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধি
তা কর জীবন কাহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে
ভরম হৈল যথা॥ ১৮০

পাহিড়া।

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর- অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায়॥
কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে
যো কছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু
চিত রহল সোই ঠামা॥
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি।

তুসসি—তুষের স্তায়। আলি—সখী। আলি-আলিঙ্গন—সখীর আলিঙ্গন। বেয়াধি—ব্যাধি। ঔখধি—ঔষধি, ঔষধ। যাহার ব্যাধির ঔষধ পরের অধীন, তাহার জীবনধারণ কেন? ১৮০

বিছুরণ—বিস্মরণ, বিস্মৃত হওয়া। লহু লহু আখরে—লঘু লঘু অক্ষরে। চিত—চিত্ত। সোই ঠামা—সেই স্থানে। ভাওই—শোভা পায়। ১৮১

অনি রমণী সঞে রাজ-সম্পদময়ে
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥
দুই এক দিবসে নিচয়ে হ'ম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥ ১৮১

সুহই।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ ॥
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া-মাহা জাগ ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ ॥ ১৮২

বিদগধ জান—বিদগ্ধ জন, বা বিদগ্ধজান, পণ্ডিত ব্যক্তি, অথবা, পণ্ডিত ও জান—জ্ঞাতা, ভাবজ্ঞ। এখনি সেই সুপুরুষ আপনি মিলিবে। উদভট—উদ্ভট, উৎকট। থেহ—স্থৈর্য্য। বান্ধব থেহ—ধৈর্য্য ধর ॥ ১৮২

ভাব-সম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন।

ধানশী।

যব্ হরি আয়ব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
সহকার-পল্লব চূচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥ ১৮৩

ধানশী।

পিয়া যব্ আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥

জয়তুর—জয়তূর্য্য, বাদ্য-বিশেষ। আলিপন—আল্পনা। দেবি—দিব। নেবি—লইব। ধূপ,—আমার অঙ্গসৌরভ; দীপ,—কান্তি; নৈবেদ্য,—সম্ভোগ। ভাগে—ভাগ্যে॥ ১৮৩

নিজ দেহ দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলাচার করিব। আমার কজ্জল-

কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প ॥
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাটে।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট ॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৮৪

ধালা-ধানশী।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন তঁহু করবে ॥
রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি ॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর-মধু পিয়ব হামারা ॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে ॥ ১৮৫

দেওয়া চক্ষুই দর্পণরূপে ধরিব। ঝাড়ু—চামর। চিকুর-বিছাবে—কেশ-বিস্তারে। সুঝম্প—যাহার সুন্দর দোলন, কম্পন বা গতি। দুই এক পলক মধ্যেই তোমার নিকটে আসিবে। ১৮৪

রসিয়া—রসিক। রভস—রতি। কাঁচুয়া—কাঁচুলি। বারব—বারণ করিব। আধ দিঠিয়া—অর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া। মো—আমার। ধনি—ধন্য। ১৮৫

সুহই

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দবয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
তোহারি পীরিতিক যাঙ বলিহারি॥ ১৮৬

ধানশী।

আওল গোকুলে নন্দ-কুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগর-রাজ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়নু হাম।
প্রাণ-পিয়ারে করনু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
ধৈরজ ধর তোহে মিলব মুরারি॥ ১৮৭

যাঙ—যাই॥ ১৮৬ পাঠ। ১৮৭

গান্ধার-শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয়া করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয়-পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥ ১৮৮

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

নিরদন্দা—দ্বন্দ্বরহিত, প্রসন্ন। আজি আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া মানিলাম। মোহে—আমাকে। পরিহোয়ত—পরিত্যাগ করে। মানব—মানিব, জানিব ধিনি ধনি—ধন্য ধন্য লেহা—স্নেহ॥ ১৮৮

পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওড়নী পিয়া, গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥ ১৮৯

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নাহি আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥১৯০

ওড়নী—উড়ুনী, গাত্রীয় বস্ত্র। গিরিষী—গ্রীষ্ম। বা—বায়ু। দরিয়া—নদী। না—নৌকা॥ ১৮৯

পরসাদ—প্রসাদে, অনুগ্রহে। আধি—মনঃপীড়া। ঔখদ—ঔষধ॥ ১৯০

ভূপালী।

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক বচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে॥
বিদ্যাপতি অব্ কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার॥ ১৯১

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ-দরশন ভেল।
বিরহ-জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দোহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগরী-চোর॥ ১৯২

মদনক বচনে—কামকথায়॥ ১৯১

দোঁহার—উভয়ের দুর্লভ দুহুঁ-দর্শন, অর্থাৎ উভয়ের দর্শন সম্পন্ন হইল॥ ১৯২

ভূপালী।

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানী।
জীবক জীবন হাম তুহু জানি॥
তুহু কৈছে মাধব কহবি মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয়॥ ১৯৩

ধানশী।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

হাতক—হাতের। মাথক—মাথার। সরবস—সর্ব্বস্ব। পাখ—পাখা, পক্ষ। জানি—(আমি ইহাই) জানি। কৈছে—কিরূপ॥ ১৯৩

অনুভব—প্রকৃত প্রেম, যে প্রেম জ্ঞানের সহিত অভিন্ন, তাহা বলা যায় না। তবে কিছু শুন। তিরপিত—তৃপ্ত। রভসে—ক্রীড়া-আনন্দে।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥ ১১৪

জুড়ন—নাগেলি—জুড়ায় নাই। কাহু—কাহারও। পেখ—দেখিলাম। কাহারও অনুভব হইয়াছে, দেখিলাম না॥ ১১৪

আত্ম-নিবেদন।

ধানশী।

তনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হবো কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহ বিদ্যাপতি, সেহ মনে গুণি,
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥ ১৯৫

বাঁটায়নু—ভাগ করিয়া দিলাম। নায়—নৌকা, পারের তরী। যুবতী-মতিময়—যুবতী-মতিমে, যুবতী এবং মতিতে। মতি—মুক্তা, । মেলি—মিলিত হইয়া, আসক্ত হইয়া না আসক্ত হইয়াছি। আজন্ম কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ছিলাম, তোমার চরণ-সেবা করি নাই। মরণের কাল দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করে না, কেবল কর্ম্মই সঙ্গে যায়। সম্পদে বিপদই হইয়াছে। 'সেহ' হইতে 'লাজে' পর্য্যন্ত—তাহা মনে করিয়া এখন আর বলিলে, কি কাজ বাড়িবে? তবে এই সন্ধ্যার সময়ে, অর্থাৎ এই শেষ-দশাতে. সেবকোই—অর্থাৎ সেবক, অথবা কোই—কোন সেব—সেবক, সলজ্জভাবে মাগিতেছে (একবার) তোমার চরণ দেখিবার

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়,
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রস-রঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।

অঙ্গ। অর্থান্তর, সেব—সেবা চরম-কালের সেবা কে চাহে, তোমার চরণ দেখিতেই লজ্জা হইতেছে॥ ১৯৫

তাতল—উত্তপ্ত। মিত—মিত্র। সমাজে—সমূহ, অথবা সমাজ। বিসরি—বিস্মরি, ভুলিয়া। সমপিনু—সমর্পণ করিলাম। অতয়ে—অন্তরে, অথবা অত্যয়ে, শেষে। বিশোয়াসা—বিশ্বাস, ভরসা। সমাওত—সমাপ্ত হয়, লীন হয়। আরা—আর। কহায়সি—বলাও, নাথ বলাও অর্থাৎ লোকে তোমায় নাথ বলে॥ ১৯৭

আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা ॥ ১৯৬

বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি,
যব্ তুহু করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু ॥ ১৯৭

'কিয়ে' হইতে 'সঙ্গে' পর্য্যন্ত—কর্ম্মফলানুসারে পুনঃপুনঃ গমনাগমনে যেরূপেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাকে। 'তুয়া' হইতে 'বন্ধু' পর্য্যন্ত—এক তিল সময় ও অবলম্বন করিতে তোমার পদপল্লব দেও। ১৯৭

পরিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

আর কবে হবে মোর শুভক্ষণদিন।
নয়নে নেহারিতে না বাসব ভিন॥
এসখি এসখি নিবেদন তোয়।
সো কি সুধামুখি মিলব মোয়॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে।
সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥
কুচযুগ করে পরশিতে যব যাব।
করে কর বারি বয়ান পালটাব॥
চরণ পরশি মুঝু করব সরস।
রসাবেশে মজু হিয়ে করব আলস॥
রাই রঙ্গিনী মঝু মিলব কোর।
সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥
ঐছন কাতর নাগর ভাষ।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনি পাশ॥ ১৯৮

ভিন—ভিন্ন। বাসব—বুঝিব। নয়নে ইত্যাদি—দর্শন মাত্র ভিন্ন বুঝিব না। অর্থাৎ অন্য জ্ঞান তিরোহিত হইবে। পালটাব—ফিরাইব॥ ১৯৮

সখীসংবাদ।

আড়ানি।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজ-যুগে চাপি।
সুতি রহত হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নাম হি তোরি।
তবহি মিলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কর আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ্র॥
যোই নয়ান ভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে শ্রবে লোর তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহ মিছ নাহি ভাখি।
গোবিন্দ দাস রহুঁ তহি কৃত সাখি॥ ১৯৯

কহলহি—কহিলাম। মোরি—আমার। ছন্দ—অভিপ্রায়। যোই ইত্যাদি—যে নয়ন ভঙ্গী মদনেরও অসহ্য অর্থাৎ মদন-গর্ব্বনাশক, সেই নয়নে অশ্রুতরঙ্গ ক্ষরণ হইতেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস—দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা, দীর্ঘ নিশ্বাসে (লুপ্ত তৃতীয়া)॥ ১৯৯

মিলন।

সুহই।

বেজনসায়ে যব বসন উতারল,
লাজে লাজাওলি গৌরি।
কর কুচ ঝাঁপিতে, বিহসি বদন ধনি,
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি॥
নীবিবন্ধ খসাইতে করে কর ধরু ধনি
তাহে বেকত কুচজোরি॥
দুয় সমাধানে বিফল ভেল শশীমুখী,
তব শ্যাম কোরে আগোনি॥
এত করব সাধ, ভাবি রহুঁ মাধব,
রাই প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস তথি,
পূরল ইহ রসওর॥ ২০০

গুর্জ্জরী।

উদসল কুন্তল ভারা।
মূরতি শিঙ্গার অবতারা॥

বেজনসায়ে—ব্যজনাভিপ্রায়ে, ব্যজনচ্ছলে। 'বেজনবায়ে' এই পাঠের অর্থ, ব্যজন বায়ু দ্বারা; ভাবার্থ উভয়েরই এক। লাজে লাজাওলি—অতিশয় লজ্জিতা হইলেন। দুয় সমাধানে—নীবিবন্ধ ও স্তন এই উভয়েরই আবরণে বিফল অর্থাৎ অকৃতকার্য্য হইলেন। আগোনি—অজ্ঞান। এত ইত্যাদি—মাধব, এমন করিব, তেমন করিব এইরূপ কত সাধ মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু রাই-প্রেমে তিনিও ভোর অর্থাৎ বিহ্বল, জ্ঞানশূন্য হইলেন॥ ২০০

অতিশয় প্রেম বিকারা।
কামিনী করত পুরুখ বিহারা॥
ডোলত মোতিমহারা।
যামুন জলে যৈছে দুধক ধারা॥
কুচ কুম্ভ পালটল বয়না।
রস অমিয়া জনু চারত নয়না॥
প্রিয়তম করতহি দেবা।
সরসিজ মাহে জনু রহল চকেবা॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥
রসিক শিরোমণি কান।
কবি রঞ্জন রসভাণ॥ ২০১

উদমল—খুলিয়া গেল। পুরুখ—পুরুষ। বিহারা—বিহার। ডোলত—দুলিতে লাগিল। যামুন জল,—কৃষ্ণ। দুগ্ধধারা—মুক্তাহার। অন্যাংশ রসিক পাঠক বুঝিয়া লইবেন॥ ২০১

প্রেমবৈচিত্র্য।

পঠমঞ্জরী।

কি কব রাইয়ের গুণের কথা।
সবগুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এরস বিলাস করিল যত।
এক মুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে মধুর নটন গান।
অমিয়া অধিক করনু পান॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে।
দরশন লাগি পরাণ কাঁদে॥
শুনহে পরাণ-বল্লভ সখা।
সে ধনি পুন কি পাইব দেখা॥
নয়ান বাণে সে হানিল যবে।
বিভোর হইয়া রহিনু তবে॥
চুম্বন কয়ল যখন ধনী।
অধীর তবহুঁ কছু না জানি॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান।
বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ॥ ২০২

বালা-ধানশী।

কি কহব এ সখি আজুক বিচার।
সোই সুপুরুখ মোহে কয়ল বিহার॥

হিয়া না বাঁধে—চিত্ত স্থির হয় না॥

ধরি পহুঁ হাসি আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥
আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম পঙ্গু জনু উঠল সুমেরু॥
যব নীবিবন্ধ খসাওল কান।
আপনি দিব তব যত্নু কছু আন॥
রতি চিহ্নে জানলু কঠিন মুরারি।
তোহারি পুণ্যে আওলু হাম নারী॥
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই।
না কহ সুধামুখী গেও চতুরাই॥ ২০৩

ভূপালী।

সবহুঁ আপন ভবন গেল।
সুবদনী চিতে চমক ভেল॥
নাসা পরশি রহল ধন্দ।
ঈষৎ হাসয়ে বয়ান চন্দ॥
সখি হে অপরূপ বর কান।
কাঁহা গেও মঝু সে হেন মান॥

পহু—প্রভু। আপনি দিব—আপনার দিব্য। যত্নু—যদি। হাম নারী—নারী হইয়াও আমি। অথবা নারী ইহা সখীর সম্বোধন, হে নারি! সহজ মধুরাই—স্বভাবতঃ মাধুর্য্যযুক্ত॥ ২০৩

এ কবিতাটী অন্য কবিতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু সে কবিতাটী পাওয়া যায় নাই। ভাবার্থ হইল এই যে, মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কোন ছদ্মবেশে মানিনী শ্রীমতীর নিকট গিযাছিলেন, অনেক কথাবার্ত্তাও বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী তখন চতুরের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। তার পর সবহুঁ—সকলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী কৃষ্ণ ও অন্যান্য সমাগত রমণীমণ্ডলী নিজ নিজ

যো কিছু কহল রসিকরাজ।
কহিতে অবহু বাসিয়ে লাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ঐছন কা'ন।
দাস গোবিন্দ এরস ভাণ॥ ২০৪

স্থানে গেলেন, তখন কথা প্রসঙ্গের অল্পতা, মনের স্থিরতা ইত্যাদি নিবন্ধন, শ্রীমতীর চিত্তে চমক হইল, কৃষ্ণের চাতুরী বুঝিয়া তিনি বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। মান দূরে গেল। তখন সমীপবর্ত্তিনী অন্তরঙ্গ এক সখীকে বলিতে লাগিলেন, সখি হে ইত্যাদি॥ ২০৪

মাথুর।

সিন্ধুড়া।

পুরুখরতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ নাহি দুখ নাহি ওর॥
বড় অভিলাষে ভজিনু বরনাহ
দৈবে বিমুখ ভেল কি কহব কাহ॥
দরশন দুলহ দুলহ নবরেহা।
বিরহ-বিকল মন জীবন সন্দেহা॥
অপরূপ রূপ মধুর রসলীলা।
সকল নাগরীগণ কষণক শিলা॥
অনুচিত কাজ সহজে মঝু ভেলা।
সোঙরি সোতনু নবযৌবন গেলা॥
মরমক দুখ কহিতে হোয় লাজ।
দারুণ দৈব করল কোন কাজ॥
রসিক শিরোমণি নাগর কান।
রস ইঙ্গিত কবিরঞ্জন ভান॥ ২০৫

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর, আঁত জাত ভেল,
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয়ে যৈছে যামিনী,
সুখ নব ভৈগেল নৈরাশা॥

দুখ—দুঃখের। নাহ—নাথ। কাহ—কাহাকে। মরমক—মর্ম্মের॥ ২০৫
আঁত—অন্তরে। অঙ্কুর হইবার পর উদ্ভিজ্জ মাত্রেরই দুই পত্র উৎপন্ন

সখি হে অব মুঝে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥
কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব,
মাধব মধুপ সুজান।
অনুখণ কানু পীরিতি অনুমানিয়ে,
বিঘটিত বিহি পরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দ দাস রসপুর॥ ২০৬

তিরোতা-ধানশী।

পরাণ-পিয়-সখি হামারি পিয়া।
অবহুঁ না মিলল কুলিশহিয়া॥
নখর খোয়ায়লু দিন লেখি লেখি।
নয়ন আঁধায়লু পিয়া পথ পেখি॥
যব হামে বালা পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥

হয়। প্রেমের অঙ্কুরমাত্রই অন্তরে হইল, দুই পত্রও হইল না, অর্থাৎ প্রেম সঞ্চারমাত্র হইল, বাড়িল না। প্রতিপদ ইত্যাদি—শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রের উদয়ে রজনীর সুখ যেমন নৈরাশ্যেরই কারণ, অর্থাৎ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, আমার সুখও তদ্রূপ হইয়াছে জানিবে। অবধি—এ পর্য্যন্ত। অনুখণ ইত্যাদি—কানুর পিরীতি সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী অনুমান করিতাম, কিন্তু বিহি পরমাণ—দৈব প্রমাণে, অদৃষ্ট শক্তিতে তাহা বিঘটিত হইয়াছে॥ ২০৬

আঁধায়লু—অন্ধ করিলাম॥ ২০৭

অব হাম তরুণী বুঝলু রসভাব।
হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ॥
বিদ্যাপতি কহে কৈছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥ ২০৭

জয়জয়ন্তী।

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাওব।
কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে
খির সর মাখন খায়ব॥
কবে প্রিয় ধবলি শ্যামলী সুরভি লেই
সখা সঙ্গে দোহি দোহাইব।
কবে প্রিয় শ্রীদাম, সুবল সখা মেলি
কাননে ধেনু চরাইব॥
কবে যমুনা তীরে নীপতরুমূলে
মোহন বেণু বাজাইব।
কবে বৃষভানু কিশোরী গোবি সঙ্গে
কুঞ্জহি রাস বেহারিব॥
কবে ললিতাদি, রাইক প্রিয় সখি,
আবেশে কোর পর লইব।
কহে কবি রঞ্জন, ঐছন শুভ দিন
রাইক মান মানাইব॥ ২০৮

গোবি—গোপী॥ ২০৮

সম্পূর্ণ।

বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

লক্ষ্মণ-শাকের তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মিথিলায় ব্রাহ্মণ-কুলে বিদ্যাপতির জন্ম। ১০৩০ দশশত ত্রিংশ শকাব্দ গতে লক্ষ্মণ-শাকের বা লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভ। বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি। বিদ্যাপতির কৌলিক উপাধি ঠাকুর। তিনি কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রভাবে যুবরাজ শিবসিংহের প্রীতিপাত্র হইয়া অল্পবয়সেই মিথিলাধিপতি দেবসিংহের সভায় সমাদৃত হন। বিদ্যাপতি স্বকৃত পদে এই আত্ম-পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। সেই পদের কিঞ্চিৎ অংশ এই,—

জনম-দাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিলি দেশে করু বাস।
পঞ্চ-গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপাকরি লেই নিজ পাশ॥
বিসফী গ্রাম দান করল মুঝে
* * * *
ছলিমা-চরণ ধ্যানে কবিতা নিকসই
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

দুঃখের বিষয়, আমাদিগের সংগৃহীত বা পূর্ব্বমুদ্রিত কোন পুস্তকেই এই পদটী নাই। হুগলী-জাহানাবাদ-বদনগঞ্জ-নিবাসী বৈষ্ণব-পদাবলী-বিশারদ কল্যাণভাজন শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির পূর্ব্বপুরুষ-সংগৃহীত প্রাচীন হস্ত-লিখিত

পুস্তকে এই পদটী আছে। শ্রীযুত ভক্তিনিধি এই পদটী আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া পরম উপকার করিয়াছেন ।

যুবরাজ ২৯৩ লক্ষ্মণ-সংবতে সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিসফী নামক গ্রাম দান করেন; বিদ্যাপতির বর্ত্তমান-বংশধর বনমালী ঠাকুর, বদরীনাথ ঠাকুর প্রভৃতি, অদ্যাপি সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। বিদ্যাপতি প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন। মিথিলাধিপতি ভবসিংহের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ দেবসিংহ, কনিষ্ঠ হরসিংহ। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ; শিব সিংহের নামান্তর বা উপাধি রূপনারায়ণ। শিবসিংহের সন্তান ছিল না। শিবসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নীগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে রাজত্ব করেন। শিবসিংহের অন্যতমা পত্নী লছিমাদেবী। তৎপরে শিবসিংহের পিতৃব্য হরসিংহের পুত্র নরসিংহ মিথিলার রাজা হন। নরসিংহের অন্যতম পুত্রের নামও রূপনারায়ণ। বিদ্যাপতি ঠাকুর, রাজা দেবসিংহ হইতে নরসিংহ পর্য্যন্ত সকল রাজারই সভ্য এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন। নরসিংহ-পুত্র যুবরাজ রূপনারায়ণের আদেশক্রমে তিনি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন, এই গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থানুসারে অনেক স্থানে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। ৩৬৬ লক্ষ্মণ-সংবতে রাজা নরসিংহ মিথিলা-রাজ্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং ২৯৩ লক্ষ্মণ-সংবৎ হইতে ৩৬৬ লক্ষ্মণ-সংবৎ অর্থাৎ ৭৩ বৎসর কাল বিদ্যাপতি ঠাকুর যে মিথিলা-রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, পুরুষপরীক্ষা,

গয়াপত্তন, দান-বাক্যাবলী, বিবাদসার প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ এবং ভাষায় রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ও শিব-পদাবলী বিদ্যাপতি ঠাকুরের বিরচিত। কোন্ সময়ে কোন্ গ্রন্থ রচিত, তাহা স্থির করা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে; তবে রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী যে রাজা শিবসিংহ সত্ত্বে রচিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়। ৩৪৩ লক্ষ্মণ-সংবতে শিবসিংহের মৃত্যু হয়। বিদ্যাপতি-কৃত রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর প্রচার বা আদর যেমন এতদ্দেশে; মিথিলাতে তাঁহার শৈব-পদাবলীর সমাদর তদ্রূপ। মিথিলা প্রদেশে বিদ্যাপতি ঠাকুর "ঠাকুর মহাশয়" এই সম্মানার্হ নামে প্রসিদ্ধ।

মিথিলায় প্রবাদ আছে,—

১। বিদ্যাপতি ঠাকুর, প্রাতঃকালে ও অন্যান্য সময়ে অবসর মত স্বরচিত শিবগীত, ভাবে বিভোর হইয়া, গান করিতেন। তাঁহার এক বিদেশীয় ভৃত্য সেই গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিত, গান শুনিবার জন্যই যেন সে দাসত্ব করিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর যখনই গান করিতেন, সে তখনই সেইখানে উপস্থিত হইয়া অধিকতর ভাবে মাথা নাড়িত আর অশ্রুবর্ষণ করিত। একদা বিদ্যাপতি ঠাকুর তাহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন;—নিরক্ষর সামান্য ভৃত্যের এত প্রেম! তখন তাহার প্রতি বিদ্যাপতির বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। একদিন তাঁহার মনে হইল, এব্যক্তি সামান্য মানব নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহার তদন্ত লইতে হইবে। যেদিন এইরূপ প্রবৃত্তি মনে মনে হইল, তৎপরদিন হইতেই সেই ভৃত্যকে আর দেখা গেল না। বিদ্যাপতি ঠাকুর অনেক অন্বেষণ করিলেন, ভৃত্যের পূর্ব্ব-

কথনানুযায়ী গ্রামেও সন্ধান করিলেন, কিন্তু 'কঃ কেন সম্বচ্ছতে ?'—সে গ্রামে সেই ভৃত্যের নামও কেহ জানে না। বিদ্যাপতি তখন, সেই ভৃত্যকে ছলাগত সাক্ষাৎ মহেশ্বর মনে করিয়া বিলাপপূর্ণ ও অনুতাপসূচক অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। এই ভৃত্যের নাম ছিল—'উদনা'।

২। দিল্লীশ্বর কি অপরাধে রাজা শিবসিংহকে একবার ধরিয়া লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করেন। রাজার নিতান্ত অনুগত বিদ্যাপতিও রাজাকে কারামুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হন। তারপর তিনি আপনার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করিয়া * দিল্লীশ্বরের প্রসাদভাজন হন; তখন বিদ্যাপতির অনুরোধে দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে কারামুক্ত করিয়া দেন।

৩। মুমূর্ষু বিদ্যাপতি গঙ্গাযাত্রী হইয়া স্বগ্রাম হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করেন, তারপর গঙ্গা যেস্থান হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত, সেই বাজিতপুর গ্রামে † থাকিয়া তিনি বলেন, "আমি এতদূর আসিলাম, আর মা গঙ্গা কি এতটুকু পথও আসিবেন না? আমি এই গ্রামেই থাকিলাম, দেখি, অধম সন্তানের প্রতি জননীর দয়া কিরূপ?" বিদ্যাপতি সেই গ্রামে

* বিদ্যাপতির অগোচরে দিল্লীশ্বর কতকগুলি রমণীকে যমুনাস্নানে যাইতে আদেশ দিয়া, গৃহরুদ্ধ বিদ্যাপতিকে কিছুক্ষণ পরে যমুনার বর্ণনা করিতে বলিলেন, তাহাতে বিদ্যাপতি "কামিনী করু অসনানে" ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন, তাহাই অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা। ইহা অনেকে বলেন।

† বাজিতপুর ই, আই, রেলের বাঢ় ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ।

থাকিলেন, রাত্রির মধ্যে ভক্তবৎসলা ভগবতী ভাগীরথী, স্রোতো-ধারা-পথে সেই গ্রামে আসিলেন, বিদ্যাপতি পরমানন্দে সেই স্রোতোধারারূপিণী ভাগীরথীর তীরে দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে বিদ্যাপতির চিতা যেখানে ছিল—সেইখানে এক শিবলিঙ্গ উদ্ভূত হইলেন। এই শিব, বিদ্যাপতীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ।

৪। শিবসিংহ ভূপতির মহিষী লছিমা-দেবীকে বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধা জ্ঞান করিতেন, লছিমা-দেবীও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। পরস্পরের প্রণয়ও তদনুরূপ ছিল; কিন্তু এ প্রণয়ে দোষের গন্ধও ছিল না। এ প্রণয় সপ্তস্বর্গ হইতেও মহনীয় শ্রীধাম গোলোকধামের সার সামগ্রী। এ প্রণয়ের মর্ম্ম সাধারণে কি বুঝিবে? মিথিলার বহুতর লোকেই স্ব স্ব পরিচিত পাপ-হৃদয়ের অনুসারে তাঁহাদিগের কলঙ্ক কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। ক্রমে মহারাজ শিবসিংহ কর্ণ-পরম্পরায় এই কথা এবং 'লছিমা-দেবীর রূপ দর্শন না করিলে বিদ্যাপতি ঠাকুর কবিতা-রচনাই করিতে পারেন না' এই কথা শুনিয়া, জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য এই কৌশল উদ্ভাবন করিলেন;—"রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি-ঠাকুরকে কাষ্ঠ-পেটকে আবদ্ধ রাখিয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক কবিতা রচনা করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর সমস্ত দিনের মধ্যে একটী কবিতা বা কবিতাংশও রচনা করিতে পারিলেন না। রাজা বিরক্ত হইয়া সায়ংকালে বিদ্যাপতি ঠাকুরকে যেমন মুক্ত করিলেন, অমনি বিদ্যাপতি অন্তঃপুর-প্রাসাদোপরি লছিমা দেবীকে ঈষন্মাত্র দেখিলেন। আর যায় কোথা!—চন্দ্রকান্তমণিতে চন্দ্রকিরণ স্পর্শ হইল,—কমল-

কোরকে দিবাকরের করস্পর্শ হইল,—বিদ্যাপতি-ঠাকুরের কবিতা-রত্ন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল! বিদ্যাপতির কবিত্বোৎস মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।"

এই সময়ের প্রথম কবিতা—

যব্ গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির-বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥—ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন,—

গেলি কামিনী গজবর* গামিনী
বিহসি পালটী নেহারি।—ইত্যাদি।

এই ব্যাপার দর্শনে রাজা জনশ্রুতিকে আংশিক সত্য মনে করিলেন; অন্যাংশের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দ্বিতীয় পরীক্ষা কল্পনা করিলেন। ঈর্ষা-পরায়ণ সমাগত সভ্য-মণ্ডলী তাহাতে বাধা দিয়া বলিল,—"আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে! জনশ্রুতি যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" রাজা, প্রজা-রঞ্জনের অনুরোধে দ্বিতীয় পরীক্ষার কল্পনা ত্যাগ করিয়া, পরদিন বিদ্যাপতিকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে বিদ্যাপতি শূলে আরোপিত হইলেন। লছিমা-দেবী এই সংবাদ শ্রবণে অকারণ-ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া, উন্মত্তার ন্যায়, বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন্ন-মৃত্যু বিদ্যাপতি বলিতে লাগিলেন,—

---

* গজই পাঠান্তর। অর্থ, গজগামিনী।

প্রেমক অঙ্কুর জাঁত জাত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয়ে যৈছে যামিনী
সুখ লব ভৈগেল নৈরাশা॥
সখি হে অব মুঝে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান।
অনুখণ কানু পীরিতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি পরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব—(২০৬)

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রেই তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। রাণী লছিমাও অকারণ-ব্রহ্মহত্যায় ও বিদ্যাপতির শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া সেই শূলেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন নানাপ্রকারে রাজা শিবসিংহও নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিদ্যাপতি ও মহিষীকে প্রকৃত পক্ষে নির্দ্দোষ বুঝিয়া শোকে সেই শূলেই আত্মসমর্পণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির স্বেচ্ছাতেই তাঁহার শূল-দণ্ড হইযাছিল। যাহা হউক, নারায়ণের কৃপায় পরিশেষে সকলেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

বিদ্যাপতির যে সকল কবিতা অসম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল অর্থাৎ লোকে কতক পরিমাণে ভুলিয়া গিয়াছিল, মহাপ্রভুর আদেশে বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাস মিথিলায় গিয়া

তাহা সংগ্রহ করিয়া স্বকৃত রচনায় পূরণ করেন। উভয়ের ভণিতাযুক্ত সেই সব কবিতা পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। উপরি উক্ত কবিতার শেষাংশও গোবিন্দদাসের রচিত। যথা,—

গোবিন্দদাস রসপুর ॥

বিদ্যাপতির উপাধি ছিল—"কবিরঞ্জন"। কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত যথালব্ধ পদাবলীও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে।

৫। দ্বিতীয় (২) সংখ্যায় যে প্রবাদটী লিখিত হইয়াছে, মিথিলাতেই তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে,—এক মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; অন্যমত এই;—

"রাজা শিবসিংহ একটী দীর্ঘিকা খনন করাইতে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া ফেলেন, তাহাতে দিল্লীর রাজকোষে কিছুকাল রাজস্ব দিতে পারেন নাই। এই অপরাধে রাজা শিবসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুমতিক্রমে বন্দী অবস্থায় দিল্লীনগরে নীত হইলে, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি রাজস্ব দেও নাই কেন?" শিবসিংহ বলিলেন,—"একটী দীর্ঘিকা খননে অধিকতর ব্যয় হওয়াতেই এই অপরাধ ঘটিয়াছে।"

দিল্লীশ্বর। কত ব্যয় হইয়াছে?

শিবসিংহ, বিদ্যাপতি-ঠাকুর প্রভৃতি তিন জনের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইঁহারাই বলিতে পারেন, ঠিক কত ব্যয় হইয়াছে; আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে।

তখন দিল্লীশ্বরের আদেশে রাজা শিবসিংহ, তিন ব্যক্তিকেই দিল্লী আসিতে অনুমতি পাঠাইলেন দুই জন আসিলেন না,

বিদ্যাপতিঠাকুর যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপতি দীর্ঘিকা-খননের ব্যয়-তালিকা দিল্লীশ্বরকে প্রদান করিলেন, তাহাতেও কিন্তু রাজা শিবসিংহের মুক্তি হইল না। কিয়দ্দিন পরে, বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ গায়ক-গুরু, তানসেনকে স্বীয় সঙ্গীত-প্রভাবে বিমুগ্ধ করিলেন। তানসেনের বিমুগ্ধতায় দিল্লীশ্বর চমৎকৃত হইয়া বিদ্যাপতিকে পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, বিদ্যাপতি, রাজা শিবসিংহের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইল।

ফলে কিন্তু তানসেন ও বিদ্যাপতি সমকালের লোক নহেন। তানসেন, বিদ্যাপতি ঠাকুরের বহু পরবর্ত্তী; তবে আমাদের তানসেন আর কোন গায়ক হইতে পারেন।

সমালোচনা।

কোন ছন্দোময় কাব্যের * সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার ভাষা, ছন্দঃ, রস, গুণ, দোষ এবং অলঙ্কার, এই কয়েকটী বিষয়েরই আলোচনা করা অগ্রে কর্ত্তব্য। কাব্যের শরীর—ভাষা, আত্মা—রস, শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণ—আলঙ্কারিক গুণ, অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি দোষ—আলঙ্কারিক দোষ এবং ভূষণ—অলঙ্কার। ছন্দোময় কাব্যের শরীর—ছন্দোময় ভাষা। এ সমুদায়ের সম্যক্ পরিচয় হইলেই সেই কাব্যেরও সম্যক্ পরিচয় হয়। অতএব, এই বিদ্যাপতি-কৃত কাব্যের একে একে সেই সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ;—

ভাষা।—এ ভাষা মাতৃভাষা নহে। সংস্কৃত যেমন পাঠ্য ভাষা, বিদ্যাপতির ভাষা, তদ্রূপ পাঠ্য না হইলেও, পাঠ্য ভাষা বটে। মৈথিলী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং এই সকল ভাষারই অপভ্রংশ মিলিত হইয়া বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভাষা সৃষ্ট ও পুষ্ট করিয়াছে। এ ভাষা বিদ্যাপতির পূর্ব্ব হইতে গঠিত বা তাঁহারই গঠিত, অথবা পরে, বাঙ্গালীর মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিলী-ভাষা-নিবদ্ধ সঙ্গীত এইরূপ নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহে বলা যায় না, অথচ এ সব কথাই আংশিক ভাবে বলা চলে। অর্থাৎ (১) এ ভাষা গঠন পূর্ব্ব হইতেও কিছু হইয়াছে, (২) কিয়ংপরিমাণে বিদ্যাপতিও করিয়াছেন এবং (৩) বাঙ্গালীর মুখে মুখে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার মিথিলা-প্রচলিত যে সব পদাবলী, তাহাতে মৈথিল ভাষার অধিকতর মিশ্রণে আর একপ্রকার রূপ হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ও প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস এক সময়ের লোক। মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি ও বাঙ্গালী-কবি চণ্ডীদাস এক সময়েই পরস্পরের কবিত্ব-কীর্ত্তি শ্রবণে মুগ্ধ হন। অথচ উভয়ের ভাষাতেই কোন কোন স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সাম্য আছে, সেই সাম্যই এই ভাষার প্রাচীনত্বের লক্ষণ।

আর বিদ্যাপতির সম সময়বর্ত্তী অন্য কবির কাব্যে, ঠিক এ ভাষার

---

* প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা অনুসারে 'ছন্দোময়' কথাটী বাদ দিলেও চলে।

প্রচলন দেখা যায় না, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কাব্যেও এ ভাষার ব্যবহার নাই, অথচ পরবর্ত্তী কবি গোবিন্দদাস প্রভৃতি এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং বিদ্যাপতি হইতে এ ভাষার গঠন হইয়াছে, তাহাও স্থির।

আর মিথিলা-প্রচলিত কয়েকটী পদ শেষে উদ্ধৃত করিল, তাহার সঙ্গে আমাদের দেশ-প্রচলিত পদাবলীর ভাষাগত পার্থক্য দেখিলেই আমাদের শেষ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

বিশেষতঃ

"শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।"

ইত্যাদি ৩৭ সংখ্যক পদ এবং "রাই জাগ রাই জাগ" ইত্যাদি ৭১ সংখ্যক পদ ত একেবারেই বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। তবে কেহ কেহ বলেন, "বাঙ্গালা পদের রচয়িতা বিদ্যাপতি আর একজন।" ফলতঃ ভাষা যে মিশ্রিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হি, হিঁ, হু এবং হুঁর প্রয়োগ এ ভাষাতে অনেক আছে। এ সব পদ কোন কোন স্থলে কথার মাত্রা মাত্র,—কোন অর্থ প্রকাশক নহে। হি এবং হিঁ, কোন কোন স্থলে করণে ও অধিকরণে, কোন স্থলে নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত আছে। হু এবং হুঁ অপি (ও) এবং 'হই' এইরূপ অর্থেও ব্যবহৃত আছে। "কুটিলহি কেশ", "লোরহি কুচ-কুঙ্কুম", "উরহি অঞ্চল", "কতিহু নাহি", "এতহুঁ বিপদে" "হুঁ বরনারী" ইত্যাদি উদাহরণ দ্রষ্টব্য। হি, হিঁ ইত্যাদি চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার, প্রায়শই বৈকল্পিক। ক—ষষ্ঠী এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। যৎ এবং তৎ শব্দের ষষ্ঠীতে কিন্তু নানা পদ হয়;—'যাক', 'যাকর', 'যছুক' 'তাক', 'তাকর', 'তছু' এবং 'তসু' ইত্যাদি। সে, সেঁ, সোঁ এবং সঞে,—পঞ্চমী বিভক্তির বোধক। 'তৎ' শব্দের অর্থেও 'সে' পদের ব্যবহার আছে এবং 'সঞে' শব্দ সহার্থেও প্রযুক্ত আছে। 'হ' ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত-ব্যাকরণ-কথিত আগমের ন্যায় প্রকৃতির পর প্রত্যয়ের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে; যথা,—"মুনিহক"। মুনি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে মুনিক; অর্থ,—'মুনির'। হ (হঁ) আগম হইলে "মুনিহক"; ইহার অর্থ,—মুনিরও, ইত্যাদি। পড়িবার সময়ে প্রয়োগগুলির উপরে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সে যাহা হউক, এই মিশ্রিত-ভাষা উচ্ছৃঙ্খল; ব্যাকরণ, অভিধান এ ভাষাকে শাসন করিতে পারে নাই। একমাত্র কবির ইচ্ছাই এ ভাষার প্রভু। বিশেষ্য পদে বিভক্তি নাই, বিশেষণে বিভক্তি ব্যাকরণের নিয়ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু এ কাব্যে তাহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি; যথা,—"দাম চম্পকে" ইত্যাদি। ধাতুরূপ নিয়ম-শূন্য; 'গেল' কোথাও 'গমন করিল'—অর্থে, কোথাও 'গমন

করিলাম' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। হিন্দী-নিয়মানুসারে ক্রিয়ার লিঙ্গভেদসূচক ইকারাদি চিহ্ন কোথাও আছে, কোথাও নাই। যথা;— "ধনী মন্দির বাহির ভেলি" এখানে 'ভেলি' ক্রিয়াতে ইকার চিহ্ন স্ত্রীলিঙ্গ-কর্ত্তৃপদের সূচক; আবার "শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল" এখানে 'ভেল' এই ক্রিয়াপদে ইকার-চিহ্ন নাই। এই ভাষাতে নানা স্থানে বিভক্তি-নির্দ্দেশ না থাকাতে জটিলতা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা যে স্থানে যে বিভক্তি নির্দ্দেশ সঙ্গত মনে করিয়াছি, টীকায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া (লুপ্ত বিভক্তি) বলিয়া দিয়াছি। 'তদবধি' অর্থে 'তবধরি', 'অপরূপ' অর্থে 'অপরূব', ইত্যাদি প্রয়োগ কবির ইচ্ছাকৃত; হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদ, শকার-নকার-ভেদও কবির ইচ্ছাকৃত। ফল, বর্ণ-বিপর্য্যয়াদি ব্যাপারে কবির ক্ষমতা ইহাতে অনেক স্থলে লক্ষিত হয়। 'দাম' কি 'মালা' হইতে 'মাদ' শব্দের সৃষ্টি, 'দশ' হইতে 'দসের' সৃষ্টি, 'বাণ' হইতে 'বানে'র সৃষ্টি, এইরূপ 'চির' হইতে 'চীর', 'ময়ূর' হইতে 'মোড়', ইত্যাদি শব্দ-সৃষ্টিও কবিকৃত। এ সব দেখিয়া বোধ হয়, 'রতিপতি' শব্দ হইতে 'উতপতি' শব্দেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব অসংযম-সত্ত্বেও এ ভাষার এক মহান্ গুণ আছে; সে গুণ মাধুর্য্য। আদি রসে, অর্থাৎ বৈষ্ণব-কবিরা যাহাকে মধুর-রস বলেন, তাহাতে, মাধুর্য্য-গুণসম্পন্ন বর্ণ বিন্যাস বিশেষ উপযোগী। এ ভাষা মাধুর্য্যময়; সুতরাং রসের পোষক। রসের পোষক বলিয়াই, অন্ত দোষ সত্ত্বেও এ ভাষা কাব্যের বিশেষ উপকারী; রস কাব্যের আত্মা কিনা।

ছন্দঃ।—এ কাব্যে ছন্দোবন্ধের প্রধান ভিত্তি স্বর অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর সঙ্গতি এবং দুইটী শ্লোক পাদের অন্ত্যবর্ণের মিল এই ছন্দের প্রাণ। স্বর-নিয়মানুসারে গান বা উচ্চারণ করিতে হইলে, অনেক পদে যতি-ভঙ্গ দোষ পাওয়া যায়। 'যতি-ভঙ্গ' অর্থে কোন একটী কথার মধ্যে বিচ্ছেদ করা। আর একটী কথা,—ছন্দ স্বরভেদ-নিয়ন্ত্রিত হইলেও কাব্য-পাঠের সময়ে কিছু স্বর-সংযোগ অর্থাৎ রাগরাগিণীর সমাবেশ করা হয় না; সুতরাং কাব্যখানি মাত্রা ছন্দোনুসারে পাঠ্য। অধুনা বঙ্গভাষায় পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লঘু-গুরু ভেদ নাই, কেবল স্বরবর্ণ, স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং স্থানে স্থানে কেবল ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া বর্ত্তমান ছন্দোগঠন। এ কাব্যে নানাস্থলে উচ্চারণে লঘু-গুরুভেদ করিতে হয়। একটী দীর্ঘস্বরে দুই মাত্রা, সংযুক্তবর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী লঘুস্বরেও দুই মাত্রা। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষায় ন্যায় অনেক স্থলে গুরুস্বরেরও লঘুবৎ উচ্চারণ হয়। এইরূপ চতুর্দ্দশ মাত্রার এক ছন্দ, মাত্রাভেদ করিয়া পড়িতে পারিলে তাহা পয়ারই। ত্রিপদী প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই কথা। তবে ত্রিপদীর পদভেদ

করিবার জন্য, পাঠকালে স্থানে স্থানে যতি-ভঙ্গ হয়। যথা,—"যতনহি কত পর—কারে বুঝায়নু" ইত্যাদি। পরকারে এক কথা, তাহার মধ্যেই বিচ্ছেদ হইয়াছে। যিনি যতি-ভঙ্গ করিতে অসম্মত, তিনি, যেমন ইচ্ছা, পাঠ করিবেন; যিনি তাহাতে সম্মত, তাঁহার পাঠ-সৌকর্য্যের জন্য দুই এক স্থলে যতিভঙ্গের নমুনা দিয়াছি, অন্যত্র বুঝিয়া লইবেন। উপরি-উদ্ধৃত দুইটী ত্রিপদী-পদের প্রত্যেকটীতে অষ্ট মাত্রা। প্রথম পদে সব লঘু উচ্চারণ, সুতরাং অষ্ট অক্ষরে অষ্ট মাত্রা; দ্বিতীয় পদে 'কা' দুই মাত্রা, 'ঝা' দুই মাত্রা, 'রে' গুরু হইলেও লঘুবৎ উচ্চারণ, অতএব একমাত্রা এবং আর সব এক এক মাত্রা, সুতরাং ছয়টী অক্ষরে অষ্টমাত্রা। ছয় মাত্রার প্রথম দুই পদ—এমন ত্রিপদীও আছে। দুইটী পঞ্চপদী কবিতা এ কাব্যে আছে,-তাহারও তৃতীয় চতুর্থ পদ ছয় মাত্রায় গ্রথিত। বুঝিয়া মাত্রাভেদ করা কিন্তু সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব এ কাব্যের ছন্দ-পাঠ নিতান্ত সুকর নহে।

পঞ্চপদী যথা;—

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির-বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥

ধনি অলপ-বয়সী বালা-
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা॥

গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি
দুলহ লোচন-কোণা॥

ঈষৎ হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ-গৌড়েশ্বর *
কবি বিদ্যাপতি ভাণে † ॥ ১২

এবং "শুন লো রাজার ঝি" ইত্যাদি (৩৭) পদ।

রস। আদি রস এই পদাবলীর আত্মা। আদি রসের প্রসিদ্ধ নাম—শৃঙ্গার রস।

বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সাহায্যে সুপরিণত স্থায়ী ভাবই রস নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

বিভাব দুই প্রকার;—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যে সব সামগ্রী দ্বারা রস উদ্দীপিত হয়, তৎসমস্ত 'উদ্দীপন বিভাব' নামে অভিহিত। যথা,—দেশ, কাল এবং রসাবলম্বন ব্যক্তির চেষ্টা ইত্যাদি।

যে ব্যক্তিকে বা যে সব ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া রসের আবির্ভাব, তাহার বা তাহাদিগেরই নাম 'আলম্বন বিভাব'।

এই বিভাবদ্বয়ের সাহায্যে অন্তঃকরণে পরিস্ফুট ভাব-বিশেষ, যে সব চেষ্টাদি দ্বারা বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাই 'অনুভাব'।

যে সকল ভাববিশেষ, স্থায়িভাবসত্ত্বে কখন প্রাদুর্ভূত ও কখন তিরোভূত হয়, তাহাই 'ব্যভিচারী ভাব'।

যে ভাবকে অন্য কোন ভাবই তিরোধান করিতে পারে না, রসের মূল-স্বরূপ সেই ভাবই 'স্থায়ী ভাব'।

নির্জ্জনস্থান, রাত্রি, বসন্তপ্রভৃতি ঋতু, ভ্রমর-ঝঙ্কার, কোকিলের কুহু-রব, চন্দ্র এবং মলয় পবন—শৃঙ্গার রসের 'উদ্দীপন বিভাব'। নায়ক-নায়িকা 'আলম্বন বিভাব'। যেখানে নায়িকা আলম্বন বিভাব, সেখানে নায়িকার রূপ, কটাক্ষ ইত্যাদিও উদ্দীপন বিভাব, আর নায়কের কটাক্ষ, চুম্বন, রোমাঞ্চ প্রভৃতি 'অনুভাব'। পক্ষান্তরে অর্থাৎ নায়ক আলম্বন বিভাব হইলে, নায়কের রূপাদিও উদ্দীপন বিভাব, আর নায়িকার কটাক্ষাদি অনুভাব। লজ্জা ও হাস্য প্রভৃতি 'ব্যভিচারী ভাব'। আর রতি 'স্থায়ী ভাব'।

---

* পঞ্চগৌড়—সরস্বতীতীর, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল এবং মিথিলা। অথবা, রাঢ়, বাগড়ী, বরেন্দ্র, মিথিলা ও বঙ্গ।

† মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ কতিপয় পুস্তকে এই শ্লোকটী অন্য ছন্দের আকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শৃঙ্গার রস দুই প্রকার;—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার;—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ। নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে, মিলনের জন্য পরস্পরের যে ব্যাকুলতা, তাহাই পূর্ব্বরাগ। বিদ্যাপতি—পূর্ব্বরাগ, মান এবং প্রবাস এই ত্রিবিধ বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার ও সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভোগ-শৃঙ্গারেরই প্রচলিত নামান্তর—মিলন। নায়িকার রূপগুণ শ্রবণ বা দর্শন নায়কের পূর্ব্বরাগের কারণ এবং নায়কের রূপগুণ শ্রবণ বা দর্শন নায়িকার পূর্ব্বরাগের কারণ। নায়িকার পূর্ব্বরাগের আভাস পাইলে, নায়কের পূর্ব্বরাগ সম্পূর্ণ হয়, এইজন্য নায়িকা-রূপাদি-শ্রবণের পর নায়কের পূর্ব্বরাগ বর্ণনীয়। তাই পূর্ব্বরাগ বর্ণনার সূচনাতেই—

গেলি কামিনী গজবর-গামিনী
বিহসি পালটী নেহারি।

এই পদটী প্রয়োগ করিয়া মহাকবি বিদ্যাপতি নায়িকার পূর্ব্বরাগের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতি-কৃত সম্পূর্ণ গ্রন্থে যে শৃঙ্গার-রস সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, তদ্ভিন্ন "যব গোধূলি সময় বেলি" (১২), "সজনি ভাল করি" (১৩), "নাহি উঠল তীরে" (২৫), "কি কহব রে সখি ইহ" (২১), "দূরে গেল মানিনীমান" (১০০), "কহ কহ সুন্দরি" (১০৫), "মাধব যাইঞা পেখহ বালা" (১৪১) ইত্যাদি বহুতর পদের প্রত্যেকটীতেই রসের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ফূর্ত্তি আছে। অন্যান্য প্রত্যেক পদেই প্রায় রসাভাস আছে। রসস্ফূর্ত্তি লইয়া কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ-বিচার করিতে হইলে, বিদ্যাপতির পদাবলী কাব্যরাজ্যে অতি উচ্চাসনে অবস্থিত, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। এই শৃঙ্গার-রসকে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ, মধুর-রস বলিয়া থাকেন। কিন্তু অপর আলঙ্কারিকগণের মতে বিদ্যাপতি বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-লীলারস সাধারণের বিচারে রসাভাস নাম পাইবার উপযুক্ত; তাহাতে কাব্যত্বের হানি না হইলেও কোন অংশে দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আলঙ্কারিকেরা বলেন,—পরকীয়া নায়িকা আলম্বন হইলে, শৃঙ্গার-রস হয় না, শৃঙ্গার-রসাভাস হইয়া থাকে। রসাভাসের কারণান্তরও আছে। বিদ্যাপতি "কুল-কামিনী ছিলুঁ কুলটা ভৈগেলুঁ", "দীপ লই জার" ইত্যাদি নানা পদে স্পষ্টই শ্রীমতীর পরকীয় নায়িকাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জয়দেব কিন্তু তাহা করেন নাই, বরং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত রাধাকৃষ্ণের বিবাহ প্রথম শ্লোকেই সূচনা করিয়া দিয়া স্বীয়-নায়িকাত্ব প্রতিপাদনই করিয়াছেন। এইজন্যই গীতগোবিন্দ সর্ব্ববাদি-সম্মত মহাকাব্য হইলেও বিদ্যাপতির পদাবলীকে মহাকাব্য বলিতে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণব

আলঙ্কারিকগণের মতে পরকীয়া নায়িকাবিশেষ আলম্বন হইলে মধুর রসের উৎকর্ষই হইয়া থাকে। তদনুসারে বিদ্যাপতি-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-লীলারস উৎকৃষ্ট মধুর রস। সুতরাং বিদ্যাপতি পদাবলী উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। এই পদাবলীতে মহাকাব্যের লক্ষণ পরে সমন্বয় করিব।

আমরা বলি, নবীন আলঙ্কারিকের অলঙ্কার-সূত্র তুলিয়া রাখুন, বিদ্যাপতির এ রসে প্রবিষ্ট হওয়া সাধারণ কর্ম্ম নহে।

মহাকবি এবং পরম-সাধক বিদ্যাপতি, কাব্য-বর্ণনাচ্ছলে আদ্যন্ত 'সহজ-সাধন' তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে পদাবলীর অন্যপ্রকার অর্থও আছে, তাহা অতি গূঢ়ভাবে সাধক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। কিন্তু সাধক ভিন্ন অপরের বিশেষ প্রীতিপ্রদও নহে এবং প্রকাশ্যও নহে।

যে মধুর রস সহজ-সাধন-তত্ত্বের প্রাণ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তাহার প্রবক্তা। এইজন্য মহাপ্রভু চৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ মহাজনগণ জয়দেব অপেক্ষাও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সমধিক গৌরব করিয়াছেন। যে পরকীয়া নায়িকা আলম্বন হইলে, রসাভাস হয়, সে নায়িকা অন্য প্রকারের, সে রতিও অন্য প্রকারের;—প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মানরক্ষা করিতে হইলে, ইহাই বলিতে হয়। শুধু বলা নয়, বাস্তবিকই তাই।

গুণ।—মাধুর্য্য, ওজ এবং প্রসাদ এই ত্রিবিধ গুণ অলঙ্কারশাস্ত্রে পরিশেষে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মাধুর্য্য শৃঙ্গার-রসের ও রসাভাসের উপযোগী। শ্রুতিমধুর এবং সমাস-বর্জ্জিত বা অল্প-সমাসযুক্ত রচনাই মাধুর্য্য। মাধুর্য্য বিদ্যাপতির পদাবলীতে অপরিসীম, ইহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। প্রসাদ-গুণ সকল রসেরই উপযোগী, বিদ্যাপতির বঙ্গদেশ-প্রচলিত অনেক পদাবলীতে তাহার অভাব আছে। যাহা পড়িবামাত্রেই অর্থবোধ হয়, তাহাতেই প্রসাদ গুণ থাকে। ওজোগুণের কথা এখানে বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

দোষ।—দোষ না আছে এমন কিছুই নাই। কালিদাসের মহাকাব্যেও দোষ আছে। বিদ্যাপতির কাব্যেও অনেক দোষ আছে। ভাষা বাক্যাদিগত দোষ ভিন্ন রসগত দোষও আছে,—

নাহি উঠল তীরে দিবস তিল আধ

ইত্যাদি শ্লোকে রস-দোষ আছে। প্রথমোক্ত পদে "লাজে ধনী নতমুখী" এই স্থলে 'লাজে' পদ দেওয়াতে দোষ হইয়াছে, ব্যভিচারী ভাবের নাম করা একটা দোষ। শেষোক্ত পদে যৌ নের অবিরত-কথন, আদিরসের বিরোধী শান্ত-রসের অঙ্গ; অতএব এ প্রসঙ্গে তাহা বলাও দোষ ইত্যাদি উদাহরণ স্বরূপে প্রদর্শিত হইল, অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অলঙ্কার। অলঙ্কার নানাবিধ। বিদ্যাপতি-পদাবলীতে যে সব

অলঙ্কার আছে, উল্লেখ্য উদাহরণের অনুযায়ী লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তৎপ্রদর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইতেছে।

"চমৎকারিত্ব না থাকিলে অলঙ্কার হইবে না।" ইহা হইল অলঙ্কারের সাধারণ নিয়ম।

১। পুনরুক্তবৎ প্রতীয়মান একার্থক বিভিন্ন শব্দ থাকিলে এবং প্রকৃতপক্ষে পুনরুক্তি না থাকিলে, 'পুনরুক্তবদাভাস' অলঙ্কার হয়।

যথা,—'আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।' 'দিন কর কিরণ' (৭৪)। পতি এবং রাজ শব্দ একার্থক, কর ও কিরণ শব্দ একার্থক। বুঝিয়া দেখ এবং টীকা দেখ পুনরুক্তি নাই। এ স্থলে 'পুনরুক্তবদাভাস' অলঙ্কার।

২। একজাতীয়-ব্যঞ্জনবর্ণ-সমূহ-যোজনায় 'অনুপ্রাস' অলঙ্কার হয়।

যথা,—'কমল ফুলাএল নাল বিনা' ও 'হার ধার বহ সুরসরি' (১ম) পদের এই সব স্থলে ও প্রায় প্রতিপদেই 'অনুপ্রাস' আছে।

৩। স্বর-ব্যঞ্জনবর্ণ-সমূহের পূর্ব্ববিন্যাসানুসারী পুনর্ব্বিন্যাসে 'যমক' অলঙ্কার হয়; কিন্তু অর্থ এক প্রকার হইলে যমক হয় না। 'চল চল' যমক নহে; কিন্তু (১৪৫) পদে 'ঘন ঘন গরজন ভ্রমি ভ্রমি দেই ভছু কোর' এই স্থলে যমক আছে। 'ঘন' এই স্বরব্যঞ্জনসমূহের পূর্ব্ববিন্যাসানুসারী পুনর্ব্বিন্যাস ২য় 'ঘন' ইত্যাদি। ঘন—নিবিড়, নিরন্তর। ঘন—মেঘ। ভ্রমি—ঘুরিয়া। ভ্রমি—ভ্রান্তি। সুতরাং অর্থভেদও আছে।

৪। উপমান উপমেয়ে ভেদজ্ঞানের অবাধে, সমাস-বলে বা 'জনু' 'বৈছন' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে সাদৃশ্য বোধ যেখানে হয়, সেই খানেই 'উপমা' অলঙ্কার থাকে।

যথা,—'মেঘমালা সঙ্গে, তড়িতলতা জনু, হৃদয়ে শেল দই গেল।' (১০) ইত্যাদি স্থলে উপমা অলঙ্কার। মেঘমালা ও তড়িতলতা উপমান, গোধূলি ও শ্রীমতী উপমেয়। উপমান ও উপমেয় যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা বুঝা যাইতেছে ও সাদৃশ্যবোধও হইতেছে। এইরূপে লক্ষণ সর্ব্বত্র মিলাইবে। (১) পদে 'পল্লব রাজচরণ' এই স্থলে এবং 'ভাবে' এই অংশের অর্থ 'অনুকরণে' হইলে 'গজরাজক ভাবে' এই স্থলেও উপমালঙ্কার। উপমা অলঙ্কার নানা পদে আছে।

৫। প্রকৃত বিষয়ের সঙ্গে অপ্রস্তাবিত বিষয়ের সম্বন্ধ-সম্ভাবনা যেখানে করা যায়; অথচ প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত বিষয়ের অভেদজ্ঞান হয় না; সেখানে 'উৎপ্রেক্ষা' অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষা স্থলে কোথাও 'বৈছন' 'জনু' ইত্যাদি পদ থাকে; কোথাও থাকে না।

যথা,—(১০) পদে, 'জোরি ভুজযুগ মোরি বেড়ল' ইত্যাদি স্থলে প্রকৃত বিষয় ভুজযুগ এবং মুখ, তাহার সহিত অপ্রস্তাবিত বিষয় যে চম্পকমালা

এবং চন্দ্র তাহার অভেদ এইরূপ সম্ভাবনা করা হইয়াছে, অথচ পরস্পরের ভেদজ্ঞানও আছে; এই স্থলে সুতরাং উৎপ্রেক্ষালঙ্কার। (১) (৫) (৯) (১১) (১২) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২৪) (২৬) (৪৫) (৪৬) ইত্যাদি নানা পদেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার আছে।

৬। যেখানে প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ নাই, অথচ অপ্রস্তাবিত বস্তুকেই, প্রস্তাবিত বস্তুরূপে নিশ্চয় করান হয়, সেইখানে এবং যেখানে সম্বন্ধহীন বস্তুকে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করান হয় সেইখানে, 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার হয়। ১ম পদে 'কনক কদলী পর সিংহ সমাহল, তাপর মেরু সমানে'। ইত্যাদি অংশে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার আছে। এখানে প্রস্তাবিত বিষয় শ্রীমতীর উরু প্রভৃতি তাহার উল্লেখ নাই, অথচ অপ্রস্তাবিত যে কনককদলী প্রভৃতি তাহাকেই প্রস্তাবিত বস্তুরূপে জ্ঞাপন করা হইতেছে। (২) (৪) (৫) (৭) (৮) (১৭) (২০) (২২) (২৩) (২৮) (৩৭) (৮৪) (১০০) (১০২) (১০৯) (১১১) ইত্যাদি পদেও এই অলঙ্কার দ্রষ্টব্য। এই পদাবলীতে অনুপ্রাস, অতিশয়োক্তি ও উৎপ্রেক্ষা অতি অধিক; এমন কি প্রতিপদেই প্রায় তৎপরিচয় পাওয়া যায়।

৭। প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিত প্রসিদ্ধ বিষয়-স্বরূপত্ব-প্রতিপাদন যেখানে করা হয়, সেইখানেই 'রূপক' অলঙ্কার।

যথা,—১ম পদে 'মণিময় হার ধার বহু সুরসরি' ইত্যাদি স্থলে রূপক অলঙ্কার। প্রস্তাবিত বিষয় মণিহার, অপ্রস্তাবিত প্রসিদ্ধ বিষয় গঙ্গা। মণিহারে গঙ্গাস্বরূপত্ব-প্রতিপাদন করা হইতেছে। (২৩) (২৫) (২৬) (৪৫) (৭৪) (১১০) প্রভৃতি নানা পদে রূপক আছে।

৮। প্রস্তাবিত বিষয়ের উপযোগী দুইটী বস্তুরই একরূপত্ব-প্রতিপাদন যেখানে করা হয়, সেইখানে 'পরিণাম' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—"যব হরি আওব গোকুলপুর,—মঙ্গল কলস করব কুচভার" (১৮৩) (১৮৪) পদে পরিণাম অলঙ্কার। আসিবার সময়ে মঙ্গল-কলসও দিতে হয়, কৃষ্ণকে শ্রীমতীর কুচভারও দেওয়া উচিত। সুতরাং দুইই উপযোগী। দুইএর একরূপত্ব প্রতিপাদন হইল।

৯। প্রস্তাবিত বিষয় এবং অন্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তদুভয় সাধারণ এক ধর্ম্ম ভঙ্গীক্রমে যদি পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করা যায় ত 'প্রতিবস্তূপমা' অলঙ্কার হয়।

যথা,—(২৪) পদে 'উরজ অঙ্কুর' ইত্যাদি; 'থোরি থোরি দরশায়' এবং 'না লুকায়' দুইটী বাক্যেরই তাৎপর্য্য এক এবং তাহা উল্লিখিত প্রস্তাবিত অপ্রস্তাবিত বিষয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। (৬৮) প্রভৃতি পদেও 'না পুরব আশ' ইত্যাদি স্থলে প্রতিবস্তূপমা।

১০। যেখানে দুইটী বাক্য* থাকে, একটী বাক্য প্রস্তাবিত-বিষয়-ঘটিত, আর একটী অপ্রস্তাবিত-বিষয়-ঘটিত; কিন্তু উভয়ের অর্থেই পরস্পর তুলনার ভাব বুঝা যায়, সেইখানেই 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার হয়।

যথা,—(১১৭) পদে, তাঁহা সঙ্গে ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। 'তাহা সঙ্গে কাহে পিরীতি রসাল' এই প্রস্তাবিত বাক্য, 'বানর-কণ্ঠে কি মোতিম-মাল' এই অপ্রস্তাবিত বাক্য; 'বানর-কণ্ঠ যেমন মুক্তামালার অযোগ্য স্থান, সেইরূপ কানুও পিরীতের অযোগ্যপাত্র' উভয় বাক্যার্থে এই তুলনার ভাব প্রকাশ হইয়াছে। ৮৮ প্রভৃতি পদেও দ্রষ্টব্য।

১১। অসম্ভব-সম্বন্ধ-প্রদর্শন-সাহায্যে, প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত প্রসিদ্ধ বিষয়ের সাদৃশ্য-জ্ঞাপন যেখানে হয়, সেই স্থানে 'নিদর্শনা' অলঙ্কার।

যথা,—(৩২) পদে "সো (কানু) তুয়া ভাবে বিভোর। চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ চকোর চাহি রহু চন্দা। তরু লতিকা অবলম্বনকারী মঝু মনে লাগল ধন্দা॥" অপ্রস্তাবিত বিষয় যে, তৃষ্ণাযুক্ত মেঘের চাতকের দিকে চাহিয়া থাকা প্রভৃতি, তাহার সঙ্গে প্রস্তাবিত বিষয় যে শ্রীমতীর জন্য শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা তাহার সম্বন্ধ অসম্ভব, অথচ তৎপ্রদর্শন-সাহায্যে 'চাতকের দিকে মেঘের চাহিয়া থাকা ও শ্রীমতীর জন্য শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা সমান অসম্ভব ব্যাপার' এই সাদৃশ্য-জ্ঞাপন হইয়াছে। (২) (৯) (৬৪) ইত্যাদি পদে 'চাঁদ করত পরকাশ' ও 'পুন নবরঙ্গ' ইত্যাদি স্থলে নিদর্শনা।

১২। উপমান বা উপমেয়ের কোন প্রকারে ন্যূনতা বা আধিক্য জ্ঞাপন যেখানে করা হয়, সেই স্থানে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(৭০) পদে উপমানের ন্যূনতা প্রদর্শন নিবন্ধন ব্যতিরেক অলঙ্কার আছে। (২২) (৭১) ও (১৬৭) প্রভৃতি পদে এবং (৩৫) পদে আধিক্য প্রদর্শন নিবন্ধন এই অলঙ্কার।

১৩। যেখানে প্রস্তাবিত-অর্থ-বাচক বাক্যের উল্লেখ নাই অথচ অপ্রস্তাবিত অর্থ-বাচক বাক্যের উল্লেখ আছে ও তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থ প্রতিপাদন হইতেছে, সেইখানে 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা' অলঙ্কার হয়।

যথা,—(৩৬) পদে;—প্রস্তাবিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের কথার উল্লেখ নাই, কিন্তু অপ্রস্তাবিত যে মালতী ও ভ্রমর সম্বন্ধে কথা, তাহা আছে, অথচ তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। (৩০) (৪৭) (৮৫) (৯৬) (১১) (১১৭) (১১৮) (১১৯) ও (১৪১) ইত্যাদি পদেও এই অলঙ্কার দ্রষ্টব্য।

১৪। যেখানে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুকূল-অর্থ-বাচক বাক্যের সাহায্য ভঙ্গীক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়েরই প্রকৃতোপযোগী অর্থান্তর জ্ঞাপন করা হয়, সেই স্থানে 'পর্য্যায়োক্ত' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

* বাক্য—সমাপিকা-ক্রিয়াশ্রিত পদসমূহ।

যথা,—(১৭০) প্রভৃতি পদে ; প্রস্তাবিত শ্রীমতী-বিরহ-বর্ণনের সাহায্যে ভঙ্গীক্রমে শ্রীকৃষ্ণের অবিলম্বেই গোকুল-গমনের আবশ্যকতারূপ প্রকৃতোপযোগী অর্থ জ্ঞাপিত হইয়াছে।

১৫। যেখানে হেতুবাচক-পদের উল্লেখ থাকিবে না অথচ ভাবার্থ দ্বারা হেতুজ্ঞান হইবে, সেইখানে 'কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কার হয়।

যথা,—(৩২) পদে 'ধনি ধনি রমণি জনম ধনি* তোর ; সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে সো তুয়া ভাবে বিভোর।' এ স্থলে সব জন ইত্যাদি বাক্যার্থ হইতেই হেতুজ্ঞান হইতেছে। অথচ হেতুবাচক পদের উল্লেখ নাই। ইত্যাদি।

১৬। যেখানে অনুকূল কার্য্যই প্রতিকূল রূপে উপস্থিত হয়, সেইখানে 'অনুকূল' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(৮৩) পদে ;—ভুজযুগাদি দ্বারা বন্ধন নায়কের অনুকূল কার্য্য, কিন্তু দণ্ডস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছে।

১৭। বস্তুতঃ বিরোধ না থাকিলেও যেখানে আপাততঃ বিরোধবৎ বোধ হয়, সেই খানে 'বিরোধাভাস' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(১৪৮) পদে, 'চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপই' চন্দ্র ও চন্দন শীতল, উত্তাপজনক নহে, অথচ বলা হইতেছে, 'অধিক উতাপই' সুতরাং আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু বিরহিণীর পক্ষে কবিগণের ঐরূপ প্রয়োগ প্রসিদ্ধ এইজন্য বাস্তবিক বিরোধ নাই। (১৪৯) (১৬৮) এবং (১৭৪) প্রভৃতি পদেও বিরোধাভাস আছে।

১৮। যেখানে অপরের দুরূহের স্বাভাবিক চেষ্টাদি বর্ণনা করা হয়, সেইখানে 'স্বভাবোক্তি' অলঙ্কার।

যথা,—(২) (৩) এবং (৫) পদ প্রভৃতিতে বয়ঃসন্ধির অনুগামী পরকীয় চেষ্টাদির স্বভাব বর্ণনা থাকাতে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।

১৯। তুল্য-লক্ষণসম্পন্ন অন্য বস্তু দ্বারা যেখানে কোন বস্তুর গোপন করা হয়, সেইখানে 'মীলিত' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(৭৩) পদে ; "অম্বরে কুচ নাহি সম্বর গেল, বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল।" এ স্থলে বাদ্যযন্ত্ররূপ এক প্রকার লক্ষণসম্পন্ন বস্তু দ্বারা স্তনের গোপন করা হইয়াছে।

২০। অন্য বিষয়ের নিষেধ করিয়া প্রকৃত পদার্থের স্থাপন যেখানে করা হয়, সেইখানে 'নিশ্চয়' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

---

* হে ধনি রমণি! তোমার জন্ম ধন্য অথবা হে ধনি! তোমার রমণী-জন্ম ধন্য।

যথা,—(১৫৮) পদে শ্রীমতী নিজেরই মদন-সংশিত্বে আরোপিত শিবত্ব নিষেধ করিয়া প্রকৃত যে শ্রীত তাহার স্থাপন করিতেছেন।

২১। উপমেয় প্রকৃত বস্তুতে যে উপমানের সংশয় তাহাই 'সন্দেহ' অলঙ্কার।

যথা,—(৮৪) পদে 'কি রে গিরিবর' ইত্যাদি পদদ্বয়ে।

২২। সদৃশ বস্তু দর্শনে যেখানে অন্য বস্তুর স্মরণ হয়, সেইখানে 'স্মরণ' অলঙ্কার।

যথা,—(১) পদে 'গতি গজরাজক ভানে' এই স্থলে 'ভানে' এই অংশের 'স্মরণ করাইয়া দিতেছে'-এই প্রকার দ্বিতীয় অর্থে মতান্তরে স্মরণালঙ্কার।

২৩। বিশেষ বিষয়ের সমর্থন সামান্য বিষয় দ্বারা অথবা সামান্য বিষয়াদির সমর্থন বিশেষ বিষয়াদি দ্বারা যেখানে হয়, সেই খানেই 'অর্থান্তরন্যাস' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(১৪) পদে সুন্দর কুলশীল ইত্যাদি বিশেষ বিষয়ের সমর্থন—'এক দোষে বহু গুণহানি' এই অংশ দ্বারা হইয়াছে এবং 'এক গুণ বহু দোষ নাশই' এই সামান্য বিষয়ের গরল সহোদর ইত্যাদি বিশেষ বিষয় দ্বারা সমর্থন হইয়াছে।

২৪। যে স্থলে বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সঙ্ঘটনা অথবা আরব্ধ বিষয়ের বিফলতা এবং অনর্থোৎপত্তি যেখানে হয় সেইখানে 'বিষম' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(১৫১) পদের গিরিধর সেবন, স্থানপ্রাপ্তি বিসদৃশ বস্তুদ্বয় এবং যহুঁক বিরহ ভয়ে ইত্যাদি (১৫২) পদে; অতি সামান্য বিচ্ছেদ পরিহারার্থ—'বক্ষঃস্থলে হার না দেওয়া' রূপ আরব্ধ বিষয় তাহার বিফলতা ত হইয়াছেই, পরন্তু অতি বিচ্ছেদরূপ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

২৫। যেখানে তৎসদৃশ বস্তুকে সেই বস্তু বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সেইখানে 'ভ্রান্তিমান্' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—পিউ পিউ সোঙরণ ইত্যাদি (১৪৫) প্রভৃতি পদে; মেঘে কৃষ্ণভ্রান্তি ইত্যাদি লইয়া ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার।

২৬। হেতুসত্ত্বে যেখানে ফল না হয়, সেইখানে 'বিশেষোক্তি' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(১৫) প্রভৃতি পদে, 'অরুণ পুরব দিশ' ইত্যাদি ও 'অনকন্তিকর' ইত্যাদি স্থলে প্রাতঃকাল রূপ হেতুসত্ত্বেও পদ্মের অপ্রকাশ এবং দৌর্বল্য সত্ত্বেও গিরিধর গুরুভার মান পরিত্যাগ না করাতেই বিশেষোক্তি অলঙ্কার আছে।

২৭। কার্য্য হেতু বিশেষণের সাম্যবশতঃ যেখানে প্রস্তাবিত বিষয়

হইতে, অপ্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যবহার আরোপিত হয়, সেইখানে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—ও মুকি করতহি দেহা ইত্যাদি পদে, আম্রবন্ধে নায়কবিশেষত্বের আরোপবশতঃ মতভেদে সমাসোক্তি।

২৮। একজন আসিয়া বলিল, 'মূষিক দণ্ড অর্থাৎ লাঠি চর্ব্বণ করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে' এই কথা শুনিলে, যে ব্যক্তি সেই দণ্ড ও পিষ্টক একত্র রাখিয়াছিল, তাহার যেমন "মূষিক পিষ্টক ভক্ষণ ত করিয়াছেই" স্বভাবতঃই বোধ হইয়া যায়, সেইরূপ কোন অর্থান্তর প্রতীতি যেখানে হয় সেইখানে 'অর্থাপত্তি' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—(১৫) পদে অসকতিকর ইত্যাদি স্থলে,—'যখন মযুতর কঙ্কণও পরিধান করিতে পার না তখন গিরিবরের ন্যায় গুরুত্বসম্পন্ন বস্তু যে পরিত্যাগ করিবে ইহা আর বলিব কি? এইরূপ ব্যঙ্গে অর্থাপত্ত অলঙ্কার আছে।

২৯। গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইলে যেখানে ছলক্রমে তাহা গোপন করা হয়, সেইখানে 'ব্যাজোক্তি' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

যথা,—জটিলা শাস ফুকরি তহি বোলত ইত্যাদি (২১) পদে।

শ্রীমতী বাহিরে দাঁড়াইয়া এক পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, জটিলা তাহা জানিয়াছে; জানিয়া তাহার মনে প্রত্যয় হইয়াছে, শ্রীমতী মন্দ-অভিসন্ধিতেই বাহিরে আছেন। অথচ এইভাব যে শ্রীমতীর পক্ষে গোপনীয় তাহাতে সংশয় নাই। ললিতা ছলক্রমে গোপন করিয়া বলিলেন, 'অমঙ্গল শুনলু সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি।'

এতদ্ভিন্ন, (১৭০) পদ প্রভৃতিতে 'ধ্বনি' আছে। ধ্বনি বা বস্তুব্যঙ্গ অলঙ্কার না হইলেও প্রসঙ্গতঃ তাহার কীর্ত্তন করিলাম।

ব্যঙ্গ্য অর্থ যেখানে বাচ্য অর্থ অপেক্ষা উত্তম, তথায় 'ধ্বনি' হইয়া থাকে। 'ধ্বনি' উত্তম-কাব্যতা-প্রযোজক।

উক্ত পদে 'উরে দোলে শ্যামল বেণী' এই অংশের বাচ্যার্থ বুঝিতেছেন, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ, "শ্রীমতী কৃষ্ণের সমান বর্ণ দর্শন করিয়াই কোন রূপে চিত্তবিনোদন করিতেছেন" এই অর্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা উত্তম।

আর (৭) পদে বয়সকি সন্ধি,—ঠাম পর্য্যন্ত; বিষম অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য, (৪৭) পদে, হরিভয়ে ইত্যাদি অংশে, (১৫) পদে অরুণ—অরবিন্দা এই অংশে নিদর্শনা ব্যঙ্গ্য আছে। এইরূপ নানা পদেই নানা অলঙ্কারব্যঙ্গ ও বস্তুব্যঙ্গ প্রভৃতি আছে।

অলঙ্কারাংশে বিদ্যাপতি-পদাবলী অতি উচ্চ।

সর্ব্বাংশ সমালোচন করিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বিদ্যাপতি-

পদাবলী—উচ্চতম মহাকাব্য। মহাকাব্যোচিত সন্ধি প্রভৃতিও ইহাতে সুস্পষ্টই আছে।

কিছু কিছু দোষ থাকিলেও অধিক চমৎকারিত্ব যে এই পদাবলীতে আছে তাহা সমালোচনায় তুলনা করিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এই পদাবলী খণ্ডকাব্য নহে, মহাকাব্য। সংস্কৃত অলঙ্কার মতেই মহাকাব্যত্ব ইহাতে আছে। পদাবলীতে অষ্টাধিক সর্গ আছে, শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি (১), শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ (২), শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ (৩), দূতীসংবাদ ও সখী-শিক্ষা (৪), প্রথম মিলন (৫), মান (৬), মানান্তে মিলন (৭), বিরহ (৮), ভাব-সম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন (৯), এই নয়টী ভাগই নয়টী সর্গ। কেবল বিদ্যাপতির অখণ্ডগ্রন্থ না থাকাই সর্গনামলোপের সম্ভাব্য কারণ। নাম না থাকিলেও ঐ সকল বা ঐ জাতীয় পরিচ্ছেদ যে সর্গ, তাহাতে আমার সংশয় নাই। নায়ক যদুবংশে আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান্। আদিরস অঙ্গী। ইতিহাসমূলক ঘটনা। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই ইহাতে পাওয়া যায়। মোক্ষ হইল ইহার ফল।

মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ এবং উপসংহার এই পঞ্চ সন্ধি। পঞ্চসন্ধিই পদাবলীতে আছে।

যেখানে বীজ-উৎপত্তি,—সেই-ই মুখ; যাহার বীজ উৎপন্ন হইয়াছে অঙ্গের তদ্বিষয় সন্দেহাত্মক জ্ঞান যে স্থলে সূচিত হয়, তাহাই প্রতিমুখ; অনেকাংশে প্রকাশবিশেষ যেখানে সূচিত হয়, তাহাই গর্ভ; প্রকাশিত বিষয়ের বিঘ্ন ব্যাঘাত যেখানে সূচিত হয়, তাহাই বিমর্ষ এবং যে স্থলে উক্ত চতুর্ব্বিধ বিষয় উপসংহৃত হইয়া চরম ফল প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই উপসংহার হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবিচ্ছিন্ন মিলনই ফল। পূর্ব্বরাগে মুখ, দূতী ও সখীসংবাদে প্রতিমুখ; প্রথম মিলনে গর্ভ; মাথুরে বিমর্ষ এবং পুনর্ম্মিলনে উপসংহার আছে। প্রথম শ্লোকে শ্রীমতীর রূপস্বরূপ বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে সকল রস এই পদাবলীর অঙ্গ নহে; এই যা যৎকিঞ্চিৎ দোষ। কিন্তু তাহা "সলিলকণ ইবাগ্নেঃ সংপ্রদীপ্তেন্ধনস্থ"।

তবে আমাদের সংগৃহীত পদাবলীতে সকল মুদ্রিত 'বিদ্যাপতি' অপেক্ষা অধিক পদ থাকিলেও দুই দশটী পদ যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তাহাতেও একটু দোষস্পর্শ ঘটিয়াছে।

উপসংহারে,—শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-চরণ-কমলে প্রার্থনা করি, এই বিদ্যাপতিকৃত পদাবলীরূপ মহাকাব্য বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে অপূর্ব্ব বিষ্ণুভক্তি প্রদান করুন।

ভাটপাড়া। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

(মিথিলাপ্রদেশ-প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত)

শিবগীত।

কোনেঁ উমতলা হে তৈলোক-নাথ। (১)
নিত উগারিঅ নিত ভশম সাথ॥ (২)
পাট পটাম্বর ধরু উতারি। (৩)
বাঘ-ছলা নিত পহিরু সারি॥ (৪)
তুরঅ লাগি চঢ়ু বসহা পীঠি। (৫)
লাজ মরিঅ জোঁ হেরিঅ দীঠি॥ (৬)
ভণই বিদ্যাপতি সুনহ গোরি। (৭)
হর নাহি উমতা তোঁহহি ভোরি॥ (৮)

বেরি বেরি আরে শিব মোএ তোএ বোলোঁ
ফিরসি করিঅ মন মায়? (৯)
বিন সঙ্করহর ভিখিএ* পৈঁ মাঙিঅ
গুণ-গৌরব দূর যায়॥ (১০)

(১) কোনেঁ—কেন। উমতলা—উন্মত্ত, বা উন্মত্তভাবে। তৈলোক-নাথ—ত্রৈলোক্যনাথ। (২) নিত—নিত্য। উগারিঅ—উলঙ্গ। ভশম—ভস্ম। সাথ—সঙ্গে, গাত্রে। (৩) পাট—পট্ট, উত্তরীয়। পটম্বর—পট্ট-বস্ত্র। ধরু উতারি—নামাইয়া রাখ, অর্থাৎ ধারণ কর না। (৪) বাঘছলা—ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ব্যাঘ্রচর্ম্মশাটী পরিধান কর। (৫) তুরগ লাগি—তুরঙ্গের জন্য, অর্থাৎ তুরগের অভাবে। চঢ়ু—চড়, আরোহণ কর। বসহা—বৃষভ। পীঠি—পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠে। (৬) জোঁ—যাই। দীঠি—দৃষ্টিতে, চোখে। চক্ষে দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া যাই। (৭) গোরি—গৌরি। সুনহ—শুন। (৮) হর উন্মত্ত নহে। তোঁহহি—তোমাতেই; ভোরি—বিহ্বল। অথবা তোঁহহি—তুমিই বিহ্বলা।

(৯) বেরি বেরি—বারে বারে মোএ—আমি। তোএ—তোমাকে। বোলোঁ—বলি। ফিরসি—ঘুরিয়া থাকে। মন মায়—মনে। আমি যা

* 'ভিখিএ' এইরূপ পড়িতে হইবে।

নিরধন জন বোলি সভ উপহাসয়
নহি আদর অনুকম্পা। (১১)
তোহেঁ শিব অক ধতুর ফুল পাওল
হরি পাওল ফুল চম্পা॥ (১২)
খটংগ কাটি হর হর জে বনাসিঅ
ত্রিশূল ভঙাএ করু ফারে। (১৩)
বসহা ধুরন্ধর হর লয় জোতিঅ
পাএট সুরসরি ধারে॥ (১৪)
ভণই বিদ্যাপতি সুনহে মহেশর
ইলাগি কইলি তুঅ সেবা। (১৫)
এতয় জে বরু সে বরু হোঅল
ওতয় যাব ন মোর দেবা॥ (১৬)

ধারে তোমাকে যাহা বলি, তাহা মনে করিয়া কি বিচরণ কর? (১০) বিন—বিনা, ব্যতীত, অর্থাৎ কাজ নাই। পৈঁ—উপর, নির্ভর। আমি বলি কি, না; হে শঙ্কর হর। ভিক্ষা-নির্ভরে কাজ নাই। মাঙিঅ—মাগিয়া। যাজ্ঞা করিলে গুণ-গৌরব দূরে যায়। (১১) নির্দ্ধন জন বলিয়া সভ (সকলে) উপহাস করে। আদর বা দয়া থাকে না। (১২) তোহেঁ—তুমি। অক—অর্ক, আকন্দ। ভিক্ষুক বলিয়া তুমি অতি জঘন্য আকন্দ ও ধুতুর পুষ্প পাইয়াছ, আর হরি চম্পক পুষ্প পাইয়াছেন। আকন্দ ও ধুতুর পুষ্পে শিবপূজা প্রশস্ত, চম্পক পুষ্প শিবের অগ্রাহ্য;—শাস্ত্রে ইহা বিহিত আছে। (১৩) খটংগ—খট্বাঙ্গ। হর—হল। বনাসিঅ—বানাও, প্রস্তুত কর। ফারে—ফাল। হে হর। (ভিক্ষা ক'রোনা, চাষ কর) খট্বাঙ্গ কাটিয়া হল প্রস্তুত কর আর ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল প্রস্তুত কর। (১৪) লয়—লও। জোতিঅ—জুতিয়া। পাএট—প্রবেশ করাও অর্থাৎ সেচন কর। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা। বৃষভশ্রেষ্ঠ হলে জুতিয়া লও। গঙ্গা-জলধারা সেচন কর। (১৫) ইলাগি—এইজন্য, আমার এই কথা শুনিবে বলিয়া। তোমার সেবা করিতেছি। (১৬) এতয়—ইহাতে। বরু—বর। ওতয়—উহাতে। হে আমার দেবতা! ঐ কার্য্যে (ভিক্ষা-কার্য্যে) আর যাইও না,

ভজলে মন গৌরীপতি কৃপাল।
কাটি জাত সকল ভ্রম মোহজাল॥
কৈলাস শিখর পর বট বিশাল।
তঁহি বসতি সদা শিব তিন কাল॥
তঁহি তরুনত পিবথী ঘোঁটী ভঙ্গ।
শিব রহত ভঙ্গ ভূখন বিশাল॥ (১৭)

*　　*　　*

কৃষ্ণলীলা।

তোহেঁ জলধর সহজাহিঁ জলরাজ। *
হমে চাতক জল বিন্দুক কাজ॥ (১৮)
জলদয় জলদ জীব মোর রাখ। (১৯)
অবসর দেলৈ সহস হো লাখ॥ (২০)
তনু দেঅ চান রাহু কর পান। (২১)
তয়িও † কলা নাহি হোয় মলান॥ (২২)

(১৭) ভজলে—ভজরে। কৃপাল—কৃপালু। পিবথী—পান করিতেছেন। ভঙ্গ—ভাঙ। ভূখন—ভূষণ।

(১৮) তুমি জলের রাজা, আর আমি চাতক, জলবিন্দুমাত্র আমার প্রয়োজনীয়। (১৯) দয়—দিয়া। জীব—জীবন। (২০) উপযুক্ত সময়ে দিলে, সহস্রও লক্ষ হয়। অর্থাৎ একগুণ দিলে শতগুণের কাজ হয়। (২১) চান—চন্দ্র। চন্দ্র নিজ তনু দেন, রাহু তাহা পান করে। (২২) তয়িও—তথাপি। মলান—মলিন। চন্দ্রকলা তথাপি মলিন হয় না। (২৩) দএ—দিয়া। পালথি—পালন করে। স'সার—সংসার।

---

* তোহেঁ ইত্যাদি দুইটী পদ অন্য ভাবেও গ্রহণ করা যায়।

† তৈও এবং তইও পাঠও আছে। কিন্তু মৈথিল-পণ্ডিতের লেখা আছে—'তয়িও'।

ভণহি বিদ্যাপতি জলদ উদার।
জীবন দএ পালথি সঁসার ॥ (২৩)

সসন পরশ খসু অম্বর রে
দেখল ধনী দেহ। (২৪)
নব জলধরে তরেঁ (২৫) সঞ্চর রে
জনি বিজুরি রেহ ॥
আজ দেখল ধনি জাইত রে
মোহি উপজল রঙ্গ। (২৬)
কনক-লতা জনু সঞ্চর রে
মহি নির-অবলম্ব ॥ (২৭)
তা পুন অপরুব দেখল রে
কুচযুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিয়ু কারনৈরে
সোঝা মুখ চন্দ ॥ (২৮)

(২৪) সসন—শ্বসন, বায়ু; ('শ্বসনঃ স্পর্শনো বায়ুঃ' ইতি অমরকোষ)। বায়ু-স্পর্শে রমণীর বস্ত্র খলিত হইল, ধনীর দেহ দেখিলাম। (২৫) তরেঁ—তলে, ভূতলে। ভূতলে নবজলধর যেন বিদ্যুৎ-রেখা সঞ্চরণ করিল। বস্ত্র নীল;—তাহাই নবজলধর, বিদ্যুৎ-রেখা শ্রীমতী। (২৬) মোহি—আমাতে, আমার। রঙ্গ—রম্য। অদ্য ধনীকে যাইতে দেখিলাম, দেখিয়া আমার রম্যভাব উপস্থিত হইল। (২৭) মহি—মহীতে। নির-অবলম্ব—নিরবলম্ব। সুবর্ণলতা যেন ভূতলে নিরবলম্বন হইয়া চলিয়াছে, (এই ভাবই রম্যভাব)। (২৮) বিগসিত—বিকসিত, প্রফুল্ল। কিয়ু কারনৈরে—কোন্ কারণে। সোঝা—উত্তমরূপে দেখা যাইতেছে। স্তনযুগ—পদ্ম। কিন্তু ফুটন্ত নহে; কোরক। পদ্ম ফোটে না কেন?—চন্দ্র (মুখচন্দ্র) ভাল করিয়া দেখা যায় বলিয়া। চন্দ্রোদয়ে পদ্ম ফোটে না ইহা ত প্রসিদ্ধই

বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
বুঝহ রসবন্ত।
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে
হাসিনি দেই কন্ত। (২৯)

প্রথম একাদশ দয় পহু গেল। (৩০)
সেহো রে বিতল কতেক দিন ভেল॥ (৩১)
ঋতু অবতার বয়স মোর ভেল। (৩২)
তয়িও ন পহুস দরশন ভেল॥ (৩৩)

*　　*　　*　　*　　*

ভণহি বিদ্যাপতি শুনু ব্রজনারি।
ধৈরজ ধররহ মিলত মুরারি॥

বটে। (২৯) হাসিনী দেই—হাসিনী দেবী, রাজ্ঞী। তাঁহার কান্ত দেবসিংহ। *

(৩০) প্রথম—প্রথম বর্ণ, ক। একাদশ—একাদশ বর্ণ, ট। কট—নিয়ম, অবধি-নির্দ্ধারণ অথবা কষ্ট। দয়—দিয়া। পহু—প্রভু। (৩১) সেহো—তাহাও, নির্দ্ধারিত নিয়মও। কত দিন বিতল গেল—অতীত হইয়াছে। অথবা সেহো—তাহাতেও সে কষ্টেও কত দিন অতীত হইল। (৩২) ঋতু—ছয়। অবতার—দশ। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়মানুসারে অর্থ হইল ষোড়শ। ষোড়শ বৎসর আমার বয়স হইল। (৩৩) পহুস—প্রভুর। তথাপি প্রভুর দর্শন হইল না।

---

* এই সব পদ বিদ্যাপতির দেবসিংহের সভায় বর্ত্তমানতার পরিচায়ক। এই পদটী বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত জীবনীর মধ্যেই ধরিয়া লইবে।

কতন বেদন মোহে দেহৈ মদনা। (৩৪)
হর নহি বোলেঁ। মোহ যুবতী জনা॥ (৩৫)
এহি মোহি জটাজুট চিকুরক বেণী। (৩৬)
শির সুরসুরি নহি কুসুমক সেণী॥
চানি তিলক মোহি নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥
কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু।
ফনিপতি মোরা নহি মুকুতা হারু॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু দেব কামা।
এক দোস অছ ওহি নামক বামা॥ * (৩৭)

---

(৩৪) কেন আমাকে মদন বেদনা দিতেছ? (৩৫) আমাকে হর বলিও না অর্থাৎ ভাবিও না; আমি যুবতি-জন। (৩৬) আমার জটাজুট নহে, ইহা কেশের বেণী। (৩৭) তবে এক দোষ আছে;—ঐ 'বামা' নাম আমারও। বামা—বাম বামদেব, বামা—স্ত্রী। প্রকৃত পক্ষে আমি শিব নহি, তবে এক নামে সাম্য আছে।

---

১৫৮ পদ দেখ।